সিরাজ সিকদার-এর

নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী

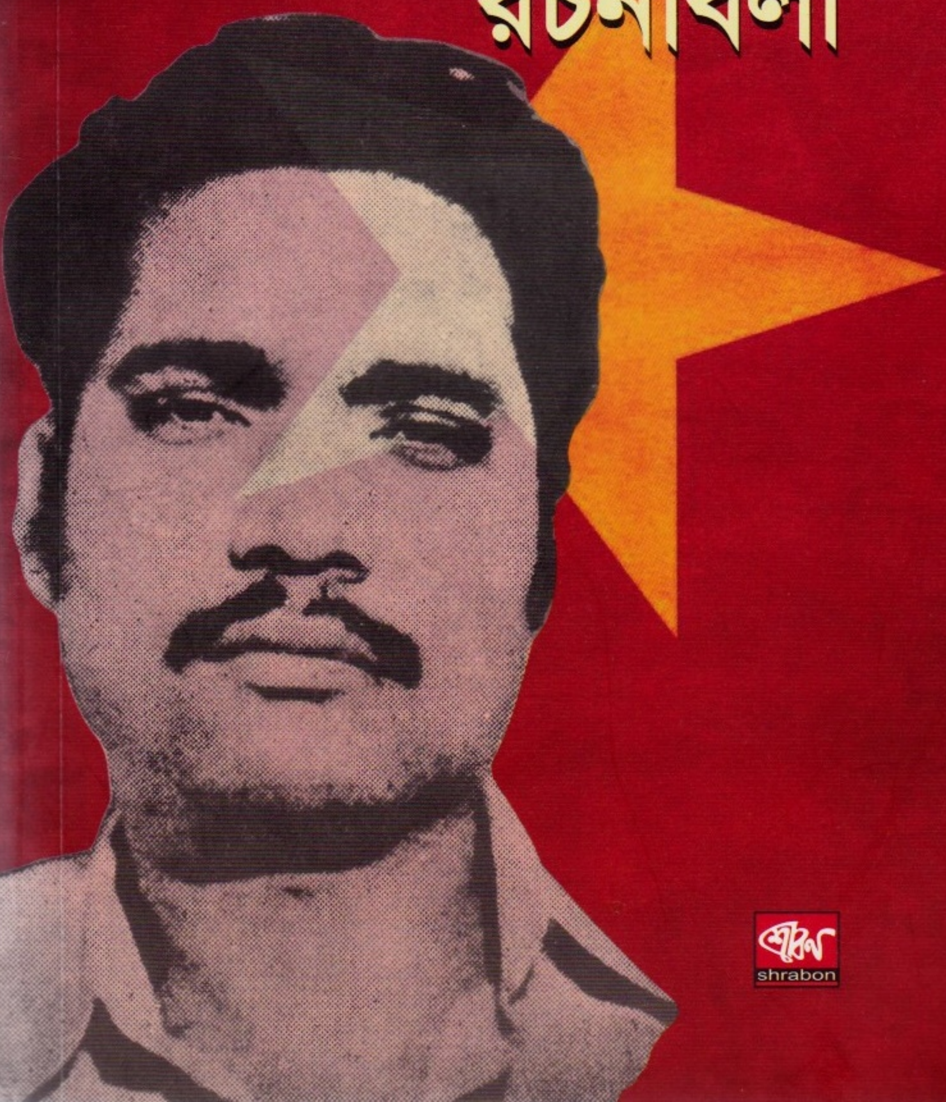

শ্রাবণ
shrabon

সিরাজ সিকদার
নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী
Seraj Sikder
Selected Political Works

প্রকাশ কাল
অক্টোবর ২০১৪

প্রচ্ছদ
রবীন আহসান

শ্রাবণ প্রকাশনী
১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১৫৭৫১১১৭
www.shrabonbooks.com
shrabonbooks@gmail.com

মূল্য : ২২৫ টাকা

ISBN : 978-984-91144-2-0

প্রকাশকের কথা

এ পুস্তকটির সকল রচনাই "সিরাজ সিকদারের রচনা সংগ্রহ" থেকে সংকলিত। তাঁর রাজনৈতিক-মতাদর্শগত লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সকল রচনাতেই প্রকাশিত, পরিব্যাপ্ত। তা সত্ত্বেও সংগঠন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেহেতু রাজনৈতিক লাইন নির্ধারক, সে কারণে তাঁর রাজনৈতিক রচনাসমূহ বিশেষ ও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দিকটি বিবেচনা করেই তাঁর রচনাবলীর মধ্য থেকে কেবল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিলগুলো পৃথকভাবে পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যাতে আগ্রহী পাঠকগণ সহজেই তাঁর রাজনৈতিক লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

দলিলগুলোর বিন্যাস সময়কালের ক্রম অনুসারে করা হয়েছে।

কয়েকটি দলিলের অভ্যন্তরে অংশবিশেষ উহ্য রাখা হয়েছে রাজনৈতিক রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সে বিবেচনায়– যা ডট্ (... ...) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এ সংক্রান্ত প্রকাশকের নতুন নোট সংশ্লিষ্ট দলিলের শিরোনামার নিচে দেয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দের যে সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই উদ্যোগ আশাকরি সেটা সমাদৃত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "সিরাজ সিকদারের রচনা সংগ্রহ" বইটি আমাদের প্রকাশনা সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালে।

সেপ্টেম্বর, ২০১৪

সূচিপত্র

১। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর থিসিস/৭

২। পূর্ব বাংলার সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণ/২৪

৩। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি/৩৩

৪। শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ভারতে গঠিত পূর্ব বাংলার জনগণের প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন/৩৬

৫। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হোন,
দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন, জাতীয় শত্রু খতম করুন,
জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলুন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন/৪১

৬। দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল/৪৫

৭। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের উপর নির্ভর করুন, পাক-সামরিক দস্যুদের
শীতকালীন অভিযান এবং ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ
মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জনগণ বিরোধী তৎপরতাকে
চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন, গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিন/৫৫

৮। বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির খোলা চিঠি/৬৯

৯। ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি?/৭৪

১০। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি,
পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব
সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান/৭৭

১১। ছাত্রলীগের রব-গ্রুপের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন/৮৯

১২। সমাজতন্ত্র, শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব প্রসঙ্গে/৯২

১৩। মাওলানা ভাসানীর যুক্ত বাংলা প্রসঙ্গে/১১৩

১৪। ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের দেয়া
সংবিধান প্রসঙ্গে/১১৭

১৫। নির্বাচন প্রসঙ্গে/১২০

১৬। কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ষ্ঠ অধিবেশনের ইশতেহার থেকে/১২২
১৭। কেন্দ্রীয় কমিটির ৭ম অধিবেশনের ইশতেহার থেকে/১২৪
১৮। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি/১২৬
১৯। বর্তমান পরিস্থিতির উপর কতিপয় মন্তব্য/১৪৫
২০। কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ম অধিবেশনের ইশতেহার থেকে–
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি/১৪৮
২১। জনাব বারীর বক্তব্যের উপর কতিপয় বক্তব্য/১৪৯
২২। বর্তমান পরিস্থিতির উপর সমীক্ষা/১৫৯
২৩। বন্যা, খরা/১৬১
২৪। লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস বিরোধী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির
মহান সংগ্রাম/১৬৩
২৫। জরুরী আহ্বান (১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর অর্ধদিবস হরতাল উপলক্ষে)/১৬৬
২৬। দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি/১৭৩
২৭। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে/১৭৫

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস

(প্রথম প্রকাশ ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮
পুনর্লিখিতভাবে পরিবর্ধিত পুনঃপ্রকাশ ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮)

ভূমিকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করবো, আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা হবে 'তীর' যা আমাদের নিক্ষেপ করতে হবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে লক্ষ্য করে। যারা আজ লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছোঁড়েন, এলোপাতাড়ি তীর ছোঁড়েন, তারা সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন। মার্কসবাদী নামধারী বহু ব্যক্তিই 'এলোপাতাড়ি' তীর ছুঁড়ে সুবিধাবাদী ও প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন করছেন।

সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন, "*অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। অতীতের খারাপ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতের কাজ আরো সতর্কভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানোর অর্থ।*"

প্রাক স্বাধীনতাকালে[1] ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে?

স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরি করতে? এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে।

সারা দুনিয়ার সর্বহারা এক হও!

প্রাক স্বাধীনতাকাল

বৃটিশ শাসনকালে ভারতের সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো দায়ী ছিল ঃ

১। ভারতীয় জনগণের সাথে বৃটিশ উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২। ভারতের বিশাল কৃষক জনগণের সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

---

[1] এখানে '৪৭-পূর্ব অবিভক্ত ভারতবর্ষের সময়কালের কথা বলা হয়েছে।- *প্রকাশক*

৩। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

৪। ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকের সাথে অমুসলিম বিশেষত হিন্দু বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি (মুসলিম ও অমুসলিম বুর্জোয়া) নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার দাবি করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখণ্ড স্বাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত বিপুলভাবে বিকশিত অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী কর্তৃক বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা নিজেদের বিকাশের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। এভাবে শ্রেণিস্বার্থ তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। একটা পর্যায়ে এ দ্বন্দ্ব বৈরীরূপ নেয় এবং মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করে এবং নিজেদের অবাধ বিকাশের জন্য পৃথক স্বাধীন ভূখণ্ড পাকিস্তানের দাবি করে।

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী তাদের দাবির পিছনে মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয় এবং তাদের মাঝে জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায়। অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মানসে এবং ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠীর পাকিস্তান আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য অমুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের মাঝে জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায় যাতে তারা অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায়।

এ সকল কারণে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বৈরী রূপ নেয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্তিতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার সুবিধা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের অংশগ্রহণ এবং শ্রমিক-কৃষকদের চেতনার বিকাশ উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে তাদের সমর্থক ও সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণির (মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে, যাতে তারা এ নয়া শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে আধা উপনিবেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অবিভক্ত ভারতকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

প্রাক স্বাধীনতাকালে ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল উপনিবেশিক, সামন্তবাদী ও আধাসামন্তবাদী। উপনিবেশিক শক্তি সামন্তবাদকে জীবিত রেখে সামন্ত শ্রেণির মাধ্যমে বিশাল কৃষক শ্রেণিকে শোষণ ও নিপীড়ন করতো। কাজেই উপনিবেশবাদ বিরোধী

জাতীয় বিপ্লব এবং সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল এ দেশের বিপ্লবের চরিত্র। এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণি সম্পন্ন করতে অক্ষম। কাজেই ঐতিহাসিকভাবে সর্বহারা শ্রেণি ও তার পার্টির দায়িত্ব এ বিপ্লব সম্পন্ন করা। কাজেই এ বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। বিশ্ব বিপ্লবের ইহা একটি অংশ।

এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণির পার্টির নিম্নলিখিত শর্ত পালনের প্রয়োজন ছিল ঃ

> *ক) "সুশৃঙ্খলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে সংযুক্ত এমন একটি পার্টি;*
>
> *খ) এমন একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী;*
>
> *গ) এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণি ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট।"*

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি উপরোক্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণিকে নিজেদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন, *"বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথ প্রদর্শক; বিপ্লবী পার্টি যখন তাদেরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না।"*

স্বাধীনতাউত্তর কাল

পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো বিদ্যমান ঃ

১) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব;

২) পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব;

৩) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে–

- ক) সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের,
- খ) সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের,
- গ) ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব;

৪) পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষণ

প্রথম ঃ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের মাঝে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বৃটিশ সমর্থক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা, বাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের (যারা খুবই সংখ্যাল্প) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে।

পূর্ব বাংলার হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণি ও সামন্তবাদীরা মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তবাদী, কৃষক-শ্রমিকের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ধর্মীয় নিপীড়ন চালাতো। বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা একটি আলাদা প্রদেশ হলে অর্থনৈতিক

শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের কিছুটা লাঘব হবে জেনে বাঙালী মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা তা সমর্থন করে। কিন্তু নিজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা এ বিভাগের বিরোধিতা করে; ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কাজেই মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণির বিকাশের দু'টি বাধা ছিল, একটি হলো বৃটিশ উপনিবেশবাদ আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত না হওয়ায় পূর্ব বাংলার সৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণি বিকাশ ঘটাতে সক্ষম মনে করে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকের পাকিস্তান দাবির পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব অবাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের হাতে থাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে স্থাপন, বৃটিশ উপনিবেশবাদের সামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের উপাদান সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং বেসামরিক আমলা দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য অংশ চালু করা (এই সকল সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অধিকাংশই বৃটিশ উপনিবেশবাদ সমর্থক অবাঙালী ছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে এই অবাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজেদের শ্রেণি বিকাশের অবাধ সুযোগ পায়।

এ শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের জন্য প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসে। এ শাসকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতির অর্থ দ্বারা বিকাশ লাভ করে এবং এ বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পাকিস্তান আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্প্রতি এ শাসক শ্রেণি সংশোধনবাদ বিশেষত সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে নানা প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া, কাগজ প্রভৃতির অর্থ দ্বারা, সস্তা শ্রম শক্তি দ্বারা, প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে পাকিস্তানী বুর্জোয়া শ্রেণি একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি বিরাট বাধা হলো তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং ভাষা এ স্বাতন্ত্র্যের প্রধান উপাদান। জাতি হিসাবে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য মুছে দেয়ার জন্য এ পাকিস্তানী শাসকশ্রেণি বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ হীন প্রচেষ্টাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানেও এ শাসক শ্রেণি বাংলা ভাষা পরিবর্তনের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণির বিকাশের জন্য ক্রমশ পূর্ব বাংলার সম্পদ, সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে কিছু কালের জন্য আধা উপনিবেশে পরিণত হলেও এখানে প্রথম থেকেই পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসকশ্রেণি নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের বিকাশ একচেটিয়া রূপ গ্রহণের পর্যায়ে এলে তারা শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমেই অধিকতর সমরবাদী করে এবং এভাবে পূর্ব বাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন উপনিবেশিক শোষণের রূপ নেয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণির উপনিবেশে পরিণত হয়। এ উপনিবেশিক শাসকশ্রেণি নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এ কারণে পাকিস্তান নিজেই একটি আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী দেশ।

এই পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার পাকিস্তানবাদী দালাল বুর্জোয়াদের মাধ্যমে এবং গ্রামে সামন্তবাদকে জীবিত রেখে এদেশে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ উপনিবেশিক শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার মাঝারী ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত বর্তমানে বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য, বিদেশী ঋণ হ্রাসের ফলে কল-কারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও মাঝারী বুর্জোয়া শ্রেণির এক অংশ তথা সমগ্র পূর্ব বাংলার জাতি এ শোষণে শোষিত। এ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণি অখণ্ড পাকিস্তান, ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি, তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি, পূর্ব বাংলা একটি প্রদেশ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করার জন্য এক দেশ, এক জাতি প্রভৃতি প্রচারে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকশ্রেণির এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় ঃ পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষকজনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব ঃ

গ্রামে সরকারি কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার), মৌলিক গণতন্ত্রী (বি.ডি.), জমিদার, ধনীচাষী, অসৎ ভদ্রলোক (টাউট) ও মাঝারী চাষীর ওপরের স্তর গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীর ব্যাপক অংশের ওপর সামন্তবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণি গ্রামের সামন্তবাদীদের জিইয়ে রেখেছে এবং তাদের বিকাশের সর্বময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ শাসক শ্রেণি তাদের বিকাশের নিমিত্তে পুঁজি ও সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহের জন্য সামন্তবাদী শোষণ তীব্রতর করছে।

গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের প্রকাশ হলো ভূমিকর ও অন্যান্য খাজনা বৃদ্ধি, গ্রামে রেশন চালু না করা, বুনিয়াদী গণতন্ত্র সৃষ্টি করা, মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদান করা, বর্গা, পত্তনি, ঠিকা ও সুদ ব্যবস্থার অবসান না করা, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে চাষীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করা, সেচ প্রকল্প কার্যকরী না করা,

বিভিন্ন ধরনের ইজারাদারী প্রথা, পোকা ধ্বংসের ব্যবস্থা না করা, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা প্রভৃতি।

তৃতীয় ঃ ক) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের এক অংশের সাথে আঁতাত রাখছে এবং এদের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা ঋণ, প্রত্যক্ষ ব্যবসায় প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণকে শোষণ করছে। তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী[①], কমিউনিস্ট বিরোধী ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরা নিজস্ব শ্রেণি স্বার্থেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে বর্তমানে আঁতাত করতে পারছে না এবং নিজেদের শ্রেণি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষত চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলার উপনিবশিক শাসন ও শোষণের সুযোগ নিয়ে তাদের সমর্থক পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সমর্থন করছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক এ দালাল বুর্জোয়ারা উপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ আন্দোলনকে মূলধন করে দুইভাবে ব্যবহার করছে– একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন বিরোধী পাক-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য; অন্যদিকে এই দালাল বুর্জোয়াদের দ্বারা পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে চীন বিরোধী পূর্ব বাংলা-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন ও পূর্ব বাংলাকে প্রত্যক্ষ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বর্তমানে মার্কিন সমর্থক পূর্ব বাংলার দালাল বুর্জোয়ারা ছয় দফা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সামন্তবাদীদের স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মীয় পার্টিগুলোকে সাহায্য ও সমর্থন করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র।

খ) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সংশোধনবাদ, বিশেষত সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তারা সমর্থন করবে না। কারণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাথে আঁতাত রেখে পাকিস্তানসহ তার উপনিবেশকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করবে যাতে পূর্ব বাংলাকে শোষণের একটা ভাগ তারা পায়।

প্রসঙ্গক্রমে বায়াফ্রা, বার্মা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখযোগ্য। বায়াফ্রার জনগণ সংগ্রাম করছে জাতীয় অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য।

[①] সে সময়ে চীন মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল।– *প্রকাশ*

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজেরীয় সামরিক সরকারকে অস্ত্র, অর্থ ও লোক সরবরাহ করে বায়াফ্রার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা সমগ্র নাইজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে শোষণ চালাতে পারে। তারা বার্মার মুক্তি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার, ভিয়েতনামের মহান সংগ্রামকে মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

গ) পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব ঃ

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সরকার সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়ার নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা এবং চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী একটি মিত্র পাওয়া। কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্বে মুক্ত পূর্ব বাংলা সহায়ক হবে আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির। এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ শ্রমিক-কৃষকের পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থ ঃ পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব ঃ

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এদের মাঝে একটি অংশ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছে, অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরোধী, যারা সত্যিকার জাতীয় বুর্জোয়া। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের প্রথম অংশ দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা ভারতের সাথে আঁতাত রেখে নিজস্ব শ্রেণি বিকাশের জন্য যতটুকু জাতীয় অধিকার প্রয়োজন তার জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ বর্তমানে এদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। এদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। এদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করে ততক্ষণ জনগণের সাথে একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণির তৃতীয় অংশ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম করে ততক্ষণ একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক দালাল বুর্জোয়াদের হাতে। এ নেতৃত্বের অবসান তিন প্রকারে হওয়া সম্ভব। (ক) সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে কৃষক-জনতাকে উপনিবেশবাদ ও সামন্ত-বাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে; (খ) উপনিবেশিক শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে চীন বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী জোট স্থাপন করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাহায্য ও সমর্থনে দালাল বুর্জোয়াদের জাতীয় সংগ্রাম ধ্বংস করতে সক্ষম হবে; (গ) উপনিবেশিক শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে আপোষে আসলে এই দালাল বুর্জোয়াদের আসল বিশ্বাসঘাতকতা ও গণবিরোধী চরিত্র প্রকাশ পাবে।

প্রধান দ্বন্দ্ব

উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলো ছাড়াও পূর্ব বাংলার সমাজে আরো বহু দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব। সভাপতি মাও বলেছেন, "*কোনো প্রক্রিয়াতে যদি কতকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নিবে। তাই দুই বা দু'য়ের অধিক দ্বন্দ্ব বিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরলে সব সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়।*"

পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া, মাঝারী বুর্জোয়ার এক অংশ এবং দেশপ্রেমিক ধনী চাষী ও জমিদারদের অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কাজেই বর্তমান সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।

কিন্তু উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণিকে রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ একযোগে অথবা আলাদাভাবে নিজেদের সৈন্য দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে। এ অবস্থায় পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ গণসংগ্রাম বিরোধী প্রধান ভূমিকা থেকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ব বাংলার গণবিরোধী সংগ্রামের গৌণ ভূমিকা থেকে ক্রমশ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অথবা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তি সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্য পাকিস্তানে যোগ দেয়। কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণি পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া বিকাশের জন্য যে সুবিধা প্রয়োজন তা নিজেদের বিকাশে ব্যবহার করে। ফলে এদেশে বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি অর্থাৎ সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের অবসান প্রয়োজন।

সামন্তবাদের অবসান সম্ভব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এবং উপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্ভব জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে। কাজেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে না। নিজেরাই কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যায়। এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করার মত একটি শক্তিই রয়েছে তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণি ও

তার পার্টি। সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের লক্ষ্য ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র। বিপ্লব সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে পরিচিত হবে যা বিশ্ব বিপ্লবের একটি অংশ।

এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণির রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন এবং এদের সাহায্যে উপনিবেশিক শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করছে। এ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণি ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণি ও স্তরের সমন্বয়ে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। সভাপতি মাও-এর ভাষায় বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটা চরিত্র হলো দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এ বিপ্লবে দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। কারণগুলো হচ্ছে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-জনগণের অনৈক্য অবস্থা, সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী পার্টির অভাব, সংশোধনবাদী ও নয়া-সংশোধনবাদী পার্টি কর্তৃক জনগণকে বিপথে পরিচালনা, জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের প্রভাব।

পক্ষান্তরে উপনিবেশিক শক্তি একত্রিত, শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়, বি.ডি. প্রথার মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত তাদের শাসন ব্যবস্থা বিস্তৃত এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ তাদের সাহায্য করবে। তাই বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের পক্ষে। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন; কাজেই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী দুরূহ যুদ্ধের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো গ্রাম্য এলাকা দ্বারা শহর ঘেরাও এবং পরে শহর দখল। সভাপতি মাও বলেন, "*নিয়ম অনুসারে বিপ্লব আরম্ভ হয়, গড়ে ওঠে এবং জয়ী হয় ঐ সকল স্থানে যেখানে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল।*" কাজেই গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং পরে শহর দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে, জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা অপরিহার্য।[①]

[①] এখানে লিন পিয়াও সংক্রান্ত একটি বক্তব্য ছিল। পূর্বে প্রকাশিত রচনা সংকলনে সেটি বাদ দেয়া হয়েছিল। সে অংশটি সংগ্রহ করা যায়নি বিধায় এখানে সংযুক্ত করা গেল না। উল্লেখ্য, কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে '৭৩ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম অধিবেশনে পার্টির সংবিধান থেকে লিন পিয়াও সংক্রান্ত সমস্ত অধ্যায় বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।– *প্রকাশক*

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে, সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ বিরোধী সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণি ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যফ্রন্টের মাঝে সর্বহারা শ্রেণির পার্টি অবশ্যই আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতিতে অটল থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য জিদ ধরবে।

কাজেই ঐক্যফ্রন্টে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব, স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণ থাকতে হবে, আর তা থাকার একটি মাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে সর্বহারার পার্টির নেতৃত্বে একটি গণফৌজ। সভাপতি মাও বলেছেন, *"গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।"* কাজেই ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে গণফৌজ।

জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কর্মনীতি

১। সর্বহারার পার্টির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এমন স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে।

২। গ্রাম্য মজুর, গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীকে উজ্জীবিত করতে হবে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধে।

৩। কৃষি বিপ্লব ঃ উপনিবেশবাদ সমর্থক জমিদার, ধনী চাষীদের জমি দখল করে তা ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সরকারি (পুলিশ, সার্কেল অফিসার) এবং বি.ডি.-দের মাঝে উপনিবেশবাদ সমর্থকদের ধ্বংস করতে হবে।

দেশপ্রেমিক জমিদার, ধনী চাষী ও অন্যান্যদের বর্গা বদলানো বাতিল, পত্তনি বদলানো বাতিল, বর্গা শোষণ ও পত্তনি শোষণ কমানো প্রভৃতি কার্যকরী করতে হবে। সুবিধাজনক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ভূমি সংস্কার করতে হবে।

৪। গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করতে হবে।

৫। ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬। গ্রাম্য এলাকা দখল করে তা দিয়ে শহর ঘেরাও ও শেষ পর্যন্ত শহর দখল করতে হবে।

৭। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ ও তার দালাল পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্য যে সকল বৈদেশিক শক্তি উপনিবেশিক শ্রেণিকে সমর্থন করে (যদি তাদের সম্পত্তি এ দেশে থাকে) এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের দালালদের (যখন তারা জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৮। দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণি ও স্তরের সহযোগিতায় শত্রুর ওপর একনায়কত্ব ও জনগণের মাঝে গণতন্ত্র কায়েম করবে।

৯। বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

১০। সকল অবাঙালী দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

১১। জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ কর্মনীতি

১। নিয়মিত বাহিনী গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান রূপ;

২। প্রধানত চাষীদের নিয়ে গঠিত লালফৌজ প্রধান সংগঠন;

৩। গেরিলা যুদ্ধের গতিপথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠবে;

৪। দীর্ঘস্থায়ী দুরূহ যুদ্ধ চলবে।

প্রধান কাজ ঃ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

অনুপূরক কাজ ঃ (১) সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদেরকে গেরিলা যুদ্ধে উজ্জীবিত করা; (২) প্রধানত চাষীদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী করা ও গেরিলা যুদ্ধ করা; (৩) কৃষি বিপ্লব করা; (৪) নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করা।

আন্তর্জাতিক বক্তব্য

বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব;

২। একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদের মাঝে দ্বন্দ্ব;

৩। সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণির সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব;

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ ঃ

১.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার পথে এবং বিশ্বকে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে পুনর্বণ্টনের পথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক চীনকে প্রধান বাধা বলে মনে করে। কারণ, চীন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শোষণের স্বরূপ তুলে ধরছে। এ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির

একমাত্র পথ বিপ্লবের পতাকাকে চীন উর্ধ্বে তুলে ধরছে। চীনের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণি বিশ্বের দেশ ও জাতিসমূহের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে ও বাস্তব সাহায্য করছে। চীন বিশ্বের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ এ প্রতিবন্ধককে ধ্বংস করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের অবসান করতে অক্ষম। সভাপতি মাও বলেছেন, "*আজকের দিনে দু'ধরনের বাতাস প্রবাহিত, পূবালী বাতাস ও পশ্চিমী বাতাস। চীনে একটি প্রবাদ আছে, 'হয় পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিমী বাতাস পূবালী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে।' আমাদের মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে। এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।*" এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ, ব্লাকমেইল এবং অভ্যন্তরীণ দালালদের সাথে যোগাযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সভাপতি মাও সেতুঙ কর্তৃক সূচিত ও পরিচালিত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদী দালালদের চীনে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্নকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। এ সাংস্কৃতিক বিপ্লব পথ দেখিয়েছে কিভাবে বিপ্লবীরা সংশোধনবাদী দেশসমূহে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

২.

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নিজেদের মাঝে ও সংশোধনবাদী দেশগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহকে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সামরিক জোটে আবদ্ধ করছে এবং এভাবে তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করছে। এ কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব রয়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণিগুলোর সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সংশোধনবাদী দেশগুলোকে শাসন ও শোষণ করছে এবং যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জোটে আবদ্ধ রেখেছে যাতে তার খপ্পর থেকে কেউ বেরুতে না পারে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থে সংগ্রাম ও সহযোগিতা করে। তারা নয়া-উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জন্য

ক্রমশ পৃথিবীকে নিজেদের প্রভাবের এলাকা হিসাবে ভাগ করে নিচ্ছে। এ এলাকা বন্টনের বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আবার নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা সহযোগিতা করে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

৩.

সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণির সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব ঃ

সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণি নিজেদের দেশের আপামর জনসাধারণকে শোষণ করছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ কারণে তাদেরকে বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয়েছে। এ সামরিক ব্যয়ভার আসে দেশের জনগণের কাছ থেকে, ফলে জনগণের ওপর শাসন ও শোষণ তীব্রতর হচ্ছে। কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু জাতির ওপর শাসন ও শোষণ অধিকভাবে চালানো হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফ্রো-আমেরিকান (নিগ্রো)-দের ওপর জাতিগত শোষণ করছে। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ গুটিকয় বিশ্বাসঘাতক দালালদের সহায়তায় সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে শোষণ করছে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু ইহা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

৪.

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের দ্বন্দ্ব ঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শাসন ও শোষণ করছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহকে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে পরিণত করে। এ শোষণের ওপর নির্ভর করছে তাদের বিকাশ। এ কারণে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো হচ্ছে পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল। তাদের লুণ্ঠন করে বেঁচে আছে পৃথিবীর শহরাঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুদৃঢ় নয় এবং অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল, সেখানেই বিপ্লবের সূচনা করতে হবে এবং কালক্রমে সমগ্র গ্রামাঞ্চল দখল করে শহর অবরোধ করা এবং শেষে শহর দখল করা মাও সেতুঙের চিন্তানুসারী নীতি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিগুলোকে মুক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের এটা একটা বিরাট বিজয়। কিন্তু এই বুর্জোয়া শ্রেণি, শ্রেণি বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ দেশকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত করেছে। এ অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত তৈরি করা সর্বহারা শ্রেণির ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

ভিয়েতনামের বীর জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধপতিত দোসর সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শান্তি আলোচনার প্রহসনের ভেতর দিয়ে এ মহান মুক্তি সংগ্রামকে মুছে দেয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

তবু ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, নক্সালবাড়ী, বিহার, কঙ্গো, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, আজানিয়া, প্যালেস্টাইন, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু।

এ দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং ইহাই প্রধান দ্বন্দ্ব।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান বিপদ হলো সংশোধনবাদ ও নয়া-সংশোধনবাদ। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদ বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি দ্বারা কু-দেতা ঘটিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশে। যে সকল কমিউনিস্ট পার্টির এখনো ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়নি সেগুলোর মাঝে বুর্জোয়া দালালদের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবী কাজ পরিচালনা করছে এবং কোনো কোনো পার্টির ক্ষমতা এই দালালরা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জঘন্য চক্রান্ত করছে।

কোনো কোনো পার্টি সংশোধনবাদীদের এ চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্বাধীন পথ অনুসরণ করছে ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবাদী পথ অনুসরণ করছে, সংশোধনবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা আর সংশোধনবাদের মাঝে কোনো মাঝারী পথ নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও আলবেনিয়ার শ্রমিক পার্টি সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সভাপতি মাও সেতুঙ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বর্তমান দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণির মহান নেতা ও পরিচালক।[১]

"*সভাপতি মাও সেতুঙ প্রতিভার সঙ্গে, সৃজনশীলভাবে ও সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, রক্ষা করেছেন ও বিকাশ করেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।*" মার্কস ও এঙ্গেলস মার্কসবাদের

[১] এখানে লিন পিয়াও সংক্রান্ত বক্তব্য ছিল। বক্তব্যটি পূর্বে প্রকাশিত রচনা সংকলন থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। দেখুন, এই রচনাবলীর *পৃষ্ঠা– ১৫*-এর ফুট নোট।– *প্রকাশক*

প্রতিষ্ঠাতা। লেনিন মার্কসবাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সর্বহারা বিপ্লব পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন, সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিষ্ঠা করেন, মার্কসবাদ লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। স্তালিন লেনিনবাদকে রক্ষা করেন ও সর্বহারা বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন। সভাপতি মাও সেতুঙ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংসের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকাশ করেছেন। তিনি সমাধান করেছেন, কিভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা যায় এবং যে সকল দেশে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার সর্বহারা বিপ্লবীরা কীভাবে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। তিনি প্রতিভার সঙ্গে দুনিয়ার প্রথম মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদকে এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেন, যে স্তর হলো মাও সেতুঙ চিন্তাধারার স্তর।

'বিশাল সাগর পার হবার জন্য নির্ভর করি কর্ণধারের ওপর, বিপ্লব করার জন্য নির্ভর করি মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ওপর।' কাজেই বর্তমান যুগের বিপ্লবীদের চেনার উপায়— মাও সেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তার ভাল সৈনিক হওয়ার ওপর।

বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন ধরনের সংশোধনবাদ দেখা দিয়েছে। এরা মুখে মাও সেতুঙ-এর বুলি ঝাড়ে এবং কাজে তার বিরোধিতা করে; কথায় ও কাগজে মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী পথ অনুসারী। মাও সেতুঙ চিন্তাধারার মুখোশ এঁটে জনগণকে ও বিপ্লবীদের ধোঁকা দেয়ার বুর্জোয়া দালালদের এ এক অভিনব কারসাজি ও ইহাই নয়া-সংশোধনবাদ।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট পুনর্গঠন-পুনর্বিন্যাসের সময়। বিভিন্ন দেশে যেখানে সংশোধনবাদী ও নয়া-সংশোধনবাদীরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করছে, সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারীরা নতুন পার্টি সৃষ্টি করে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালনা করছে।

নয়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সভাপতি মাও বলেছেন, *"যদি বিপ্লব করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে। বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বে ও বিপ্লবী রীতিতে গড়ে ওঠা একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণি ও ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্ব দান করা অসম্ভব।"* আমাদের দেশে গতানুগতিক যে মার্কসবাদী নামধারী পার্টি ছিল তা 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' নামধারী দুই উপদলে বিভক্ত হয়। তাদেরকে, তাদের থেকে বেরিয়ে আসা অথবা বিতাড়িত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল ও উপদলগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সংশোধনবাদী পার্টি

এই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সকল মূল তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষক শ্রেণি অর্থাৎ উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষকদের বিপথে পরিচালিত

করছে। এই অধপতিত দলদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থনীতিবাদ, বার্নস্টাইনবাদের অনুসারী। শ্রমিক-কৃষক জনগণকে বিভ্রান্ত করে শোষক শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধি এদের লক্ষ্য। এরা 'মস্কোপন্থী' নামে পরিচিত। এরা পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক জনগণের জাতীয় শত্রু।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামধারী নয়া-সংশোধনবাদী পার্টি

এরা কথায় ও কাগজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ এরা লাল পতাকা ওড়ায় লাল পতাকা বিরোধিতা করার জন্য। এরা পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানী উপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট উপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসাবে পরিচিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একদিকে উপনিবেশিক শাসকশ্রেণির হাত শক্ত করছে এবং অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে উপনিবেশিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিনের দালাল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে। 'পিকিংপন্থী' নাম ধরে তারা বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে। এরা নয়া-সংশোধনবাদী।

নতুন দল, উপদল ও বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী

পূর্ব বাংলায় বিপ্লবের ফুটন্ত অবস্থা হওয়ায় বর্তমানে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। মার্কসবাদী নামধারী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিবিপ্লবী চরিত্র, দালালী ক্রমশ পার্টি কর্মী ও বিপ্লবীদের সামনে প্রকাশ হওয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারীরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহ করছে। এ অবস্থায় কিছু সুযোগ সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে নেমেছে।

মোটামুটি অনুসন্ধানের ফলে তাদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

নয়া-সংশোধনবাদী পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে বিতাড়িত একটি চক্র নিজেদেরকে সঠিক মার্কসবাদী, নক্সালবাদী অনুসারী বলে জাহির করে। তবে এ গ্রুপটি সকল কর্মী ও জনসাধারণের নিকট উপনিবেশিক শক্তির দালাল বলে প্রকাশ্যভাবে পরিচিত।

অপর গ্রুপ বর্তমানে নয়া-সংশোধনবাদীদের সাথে আঁতাত করছে। এরা অধপতিত ভাগ্যান্বেষী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর একটি ভগ্নাংশ। সচেতন কর্মীদের গ্রুপটি একটি ঘোট বা সুবিধাবাদী, নেতৃত্বলোভী ও হীনমনা গ্রুপটি সুযোগসন্ধানী ও পদলোভী, মেরুদণ্ডহীনদের একটি প্রতিক্রিয়াশীল আঁতাত।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দল মার্কসবাদী নামধারী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রূণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত। বক্তব্যের দিক দিয়ে তারা নয়া-সংশোধনবাদী পার্টি থেকে অভিন্ন। জাতীয় বক্তব্যে এরা অস্পষ্ট, তত্ত্বগতভাবে দুর্বল।

আরেকটি গ্রুপ বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদে বুর্জোয়াদের একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা ধার করা বক্তব্য, এলোপাতাড়ি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার কথা বলে তাদের সত্যিকার ক্ষুদে বুর্জোয়া চরিত্র গোপন করার প্রয়াস পায়। এরা শিশু অবস্থায় পার্টির মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে

স্ট্যালিন ও মাও সেতুঙ কর্তৃক বহুপূর্বে ধিকৃত ভাববাদী ডেব্রানন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে আন্দোলন কয়েকজন ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর পকেটস্থ হয়। এ ছাড়া রুদ্ধদ্বার নীতি, মনগড়া মনোলিথিজম, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে ঐক্যে আতংকবোধ কিন্তু সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী ও প্রমাণিত দালালদের সাথে নীতিহীন সুবিধাবাদী পবিত্র আঁতাত রাখতে উৎসাহী, বহুকেন্দ্রের তত্ত্বে বিশ্বাস, বিপ্লবী যুবকদের হাতে পার্টির নেতৃত্ব থাকবে এই তত্ত্ব, সভাপতি মাও সেতুঙ-এর গেরিলা যুদ্ধের নীতির পাশে চে-র মার্কসবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বের স্থান প্রদান প্রভৃতি অন্যান্য মার্কসবাদ বিরোধী ক্ষুদে বুর্জোয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিছু কিছু বিপ্লবী এদের খপ্পরে পড়লেও অচিরেই তারা এদের সঠিক রূপ আবিষ্কার করে বেরিয়ে আসবে। সম্প্রতি তারা মার্কসবাদী নয়া সংশোধনবাদী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রূণ পার্টির সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত যে পার্টির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে বহু বিপ্লবী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। তারা কেউ সমঝোতা রেখে, কেউ সমঝোতাহীনভাবে কাজ করছেন, আবার কেউ এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছেন।

কাজেই প্রতিটি বিপ্লবী যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারী ও সে অনুযায়ী অনুশীলনকারী তাদেরকে অবশ্যই সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ ও অন্যান্য মার্কসবাদ বিরোধী আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং *"প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত"*– এ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। সভাপতি মাও বলেছেন, *"ধ্বংস ব্যতীত কোনো প্রকার গঠনকার্য সম্ভব নয়। ধ্বংস বলতে সমালোচনা ও বর্জন বুঝায় এবং ইহাই বিপ্লব। যুক্তি সহকারে সত্য বের করা তার সাথে জড়িত, যা হলো গঠনমূলক কাজ।"*

কাজেই প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাও সেতুঙ চিন্তানুসারীদের উচিত নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশব্যাপী সর্বহারা শ্রেণির একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। সভাপতি মাও বলেছেন, *"সুশংখলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে যুক্ত এমন একটি পার্টি; এমন একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্য বাহিনী; এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সকল বিপ্লবী শ্রেণি ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট– এ তিনটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান অস্ত্র।"*

এই বিপ্লবী তত্ত্বে ও বিপ্লবী রীতিতে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য, উপরের কর্মসূচি ও বক্তব্য বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সক্রিয় সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন।

- **চেয়ারম্যান মাও– দীর্ঘজীবী হোন!**
- **মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা– জিন্দাবাদ!**

☆

পূর্ব বাংলার সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণ

(দলিলটি ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে '৭২ সালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।– *প্রকাশক*)

কারা আমাদের শত্রু, কারা আমাদের মিত্র? এটাই হলো বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন এত অল্প সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা।

বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথ প্রদর্শক। বিপ্লবী পার্টি যখন তাদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না। পূর্ব বাংলার বিপ্লবের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ভারতীয় বিপ্লবের ৪৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী, ট্রটস্কী ও চেবাদীরা জনগণকে বিপথে চালিত করেছে এবং এ কারণে ভারত ও পূর্ব বাংলার বিপ্লব বাস্তবায়িত হয়নি।

আমরা অবশ্যই এ সকল বিশ্বাসঘাতক নেতিবাচক উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো এবং বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালনা করে জনগণের মুক্তি বাস্তবায়িত করবো। প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে মনোযোগী হবো।

প্রকৃত শত্রু ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ করতে হবে।

পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থা কি রকম?

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণি

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণি চারভাগে বিভক্ত।

এক ভাগ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাবেদার, এক ভাগ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার, অপর এক ভাগ মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার। এক ভাগ জাতীয় বুর্জোয়া।

সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার বুর্জোয়া পূর্ব বাংলার সামন্ত গোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই শ্রেণি পূর্ব বাংলার সবচাইতে পশ্চাদপদ প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উৎপাদন শক্তির বিকাশ ব্যাহত করে। পূর্ব বাংলার বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান অসঙ্গতিপূর্ণ।

এরা সামন্তবাদ এবং বৈদেশিকদের পক্ষ নেয়, এবং সর্বদাই অতিমাত্রায় প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালন করে।

এরা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি।

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় কর্মচারীরাও এ শ্রেণির মাঝে পড়ে।

বুর্জোয়াদের চতুর্থ অংশ

এরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাঁবেদারদের দ্বারা নিপীড়িত এবং অভ্যন্তরীণ সামন্তবাদ কর্তৃক শৃঙ্খলবদ্ধ। এ কারণে উভয়ের সাথেই এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এদিক দিয়ে এরা বিপ্লবী শক্তিগুলির একটি।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ কর্তৃক নিপীড়িত বলে উপরোক্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াদের এ অংশ কিছুটা উৎসাহ প্রদর্শন করে।

কিন্তু অন্যদিকে এ সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে তারা সক্ষম নয় যেহেতু তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অদৃঢ় এবং এখনো সামন্তবাদ ও বৈদেশিক শোষকদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়ে গেছে। তাদের এ দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন জনগণের বিপ্লবী শক্তি জোরদার হয়ে উঠে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বিমুখী চরিত্র থেকে পাওয়া যায় যে, কোন কোন সময় এরা বৈদেশিক শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ বিরোধী সংগ্রামে কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে বিপ্লবী শক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু অন্য সময়ে এরাই আবার দালাল, বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়াদের অনুসরণ করতে পারে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের কখনো নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

বর্তমানে তারা যে শুধু দালাল বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়া ও জমিদারদের থেকে পৃথক তাই নয় তারা বিপ্লবের মিত্রও। এ কারণে এটা অবশ্যই প্রয়োজন, জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে একটি সঠিক নীতি থাকা।

এই নীতি হচ্ছে তাদের ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি, সর্বহারারা নিজস্ব স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা এবং উদ্যোগ বজায় রেখে জাতীয় বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ করবে, একই সাথে তাদের দোদুল্যমানতা, বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে এবং সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

ক্ষুদে বুর্জোয়া

কৃষক ব্যতীত যারা এই শ্রেণিতে পড়ে তারা হচ্ছে–

ক) বিশাল বুদ্ধিজীবী

খ) ক্ষুদে ব্যবসায়ী

গ) হস্তশিল্পী

ঘ) পেশাদার লোক।

এদের সামাজিক অবস্থা মাঝারী চাষীদের সাথে মিলে। তারা সকলেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শোষণে শোষিত হচ্ছে এবং দেউলিয়া ও ধ্বংসের পথে চালিত হচ্ছে। এ কারণে এই ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বিভিন্ন স্তর বিপ্লবের একটি পরিচালক শক্তি এবং সর্বহারার বিশ্বস্ত মিত্র। কেবলমাত্র সর্বহারার নেতৃত্বেই এরা মুক্তি অর্জন করতে পারে। এবার আমাদের এই শ্রেণির বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমত ঃ বুদ্ধিজীবী

ছাত্র-যুবক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারী, ক্ষুদে কেরানী প্রভৃতি। এরা একটি আলাদা শ্রেণি বা স্তর নয়। বর্তমান পূর্ব বাংলার সামাজিক অবস্থায় এদের পারিবারিক উৎপত্তি, জীবন ধারণের অবস্থা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিচার করে এদের ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিতে ফেলা যায়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত বুদ্ধিজীবী ছাড়া অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা নিপীড়িত এবং সর্বদাই চাকুরি হারাবার বা পড়াশুনা বন্ধ হবার ভয়ে থাকে। এ কারণে তারা বিপ্লবী হয়। তারা মোটামুটি বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনা রয়েছে এবং কোন কোন সময় অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে অথবা বর্তমান বিপ্লবের পর্যায়ে জনগণের সাথে সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করে। বিশাল দরিদ্র বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক-কৃষকের সাথে হাত মিলাতে পারে বিপ্লবের অংশগ্রহণ করার জন্য।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে মার্কসবাদ প্রথম প্রচার লাভ করেছে বুদ্ধিজীবীদের মাঝে এবং তারাই প্রথম মার্কসবাদ গ্রহণ করে। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ব্যতীত বিপ্লবী শক্তিসমূহকে সাফল্যের সাথে সংগঠিত করা এবং বিপ্লবী কার্য সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবী গণসংগ্রামে মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথবা মনস্থির করে জীবন প্রাণ দিয়ে জনগণের সেবা করার এবং তাদের একজন হওয়ার, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রায়ই আত্মগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অদৃঢ় এবং অবাস্তববাদী হয়।

এ কারণে যদিও পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা একটি অগ্রগামী ভূমিকা বা জনগণের সাথে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু এদের সকলেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকবে না। কেউ কেউ সংকটপূর্ণ সময়ে বিপ্লবী সারি থেকে ঝরে পড়বে এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, আবার কেউ হয়তো বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হবে। বুদ্ধিজীবীরা তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র দীর্ঘদিনের গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত ঃ ক্ষুদে ব্যবসায়ী

সাধারণত এরা ছোট দোকান চালায় এবং এক-আধজন কর্মচারী রাখে। তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাবেদারদের শোষণের চাপে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ হস্তশিল্পী

এদের সংখ্যা প্রচুর, এদের নিজেদের উৎপাদনের উপায় রয়েছে এবং এরা বেতনভুক্ত কোন কর্মচারী রাখে না, রাখলেও একজন দু'জন সাহায্যকারী বা শিক্ষানবীশ রাখে। এদের অবস্থা মাঝারী চাষীদের মত।

চতুর্থ ঃ পেশাদার লোক

এদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার, উকিল ও অন্যান্য পেশাদার লোক। তারা অন্য লোককে শোষণ করে না, করলেও সামান্য করে। এদের অবস্থা হস্তশিল্পীদের মতই।

ক্ষুদে বুর্জোয়াদের এই অংশগুলো বিশাল জনতা নিয়ে গঠিত যাদেরকে অবশ্যই আমরা আমাদের পক্ষে আনবো এবং তাদের স্বার্থ আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো। কেননা সাধারণভাবে তারা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে বা সমর্থন করতে পারে এবং এরা আমাদের ভাল মিত্র। তাদের দুর্বলতার দিক হলো তাদের কেউ কেউ সহজেই বুর্জোয়া প্রচারে প্রভাবান্বিত হয়। আমরা অবশ্যই এদের সাথে বিপ্লবী প্রচারণা চালাবো এবং সাংগঠনিক কাজ করবো।

ক্ষুদে বুর্জোয়াদের নিম্নলিখিত স্তরে বিভক্ত করা যায় ঃ

ক্ষুদে বুর্জোয়াদের উচ্চ স্তর ঃ

এই স্তরে পড়ে যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও খাদ্য আছে অথবা যারা শারীরিক অথবা মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতি বছর যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক উপার্জন করে। এ ধরনের লোক ধনী হতে অত্যন্ত আগ্রহী। বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা না থাকলেও এরা বুর্জোয়াদের স্তরে উন্নীত হতে সর্বদাই ইচ্ছুক। লোকের নিকট সম্মান পায় এমন টাকাওয়ালা লোক দেখলেই তাদের মুখ দিয়ে লালা নির্গত হয়। এই ধরনের লোক ভীরু। তারা সরকারি অফিসারকে ভয় করে এবং বিপ্লবকে ভয় করে। যেহেতু এদের অর্থনৈতিক অবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার অত্যন্ত কাছাকাছি, তাই তারা বুর্জোয়া শ্রেণির প্রচারকে খুবই বিশ্বাস করে এবং বিপ্লবের প্রতি সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে এ অংশ সংখ্যালঘু এবং এরা ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির দক্ষিণপন্থী।

ক্ষুদে বুর্জোয়াদের মাঝারী স্তর ঃ

এরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটি নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে। এ শাখার লোক প্রথম শাখার লোক থেকে অনেক ভিন্ন। এরা ধনী হতে চায়, কিন্তু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাবেদার কর্তৃক শোষিত হয়ে তারা অনুভব করে যে অধিক পরিশ্রম করলেও বেঁচে থাকা কষ্টকর। আন্দোলন সম্পর্কে তারা

সন্দেহ পোষণ করে ইহা বিজয় অর্জন করবে কিনা, তারা আন্দোলনে ঝুঁকি সহজে নিতে চায় না এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু কখনো বিপ্লবের বিরোধিতা করে না। এ শাখায় লোকসংখ্যা খুব বেশি, ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রায় অর্ধেক।

ক্ষুদে বুর্জোয়াদের নিম্ন স্তর ঃ

এই শ্রেণিতে রয়েছে তারা যাদের জীবন যাত্রার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে। এ শাখার লোক অনেকেই পূর্বে হয়তো কোন অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর। তাদের জীবনযাত্রার মানের ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। এ ধরনের লোক অধিক মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে, কারণ তাদের অতীত ও বর্তমানের মাঝে একটা বৈপরিত্যের তুলনা রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনে এ ধরনের লোক অতি গুরুত্বপূর্ণ। এদের সংখ্যাও কম নয়। এরাই ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বামপন্থী অংশ।

ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির উপরোক্ত তিনটি শাখাই স্বাভাবিক সময়েই বিপ্লবের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময় অর্থাৎ যখন বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার বৃদ্ধি পায়, বিজয়ের আলো চোখে পড়ে, তখন শুধু ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বামপন্থী নয়, মধ্যপন্থীও বিপ্লবে যোগদান করতে পারে। এমনকি সর্বহারা শ্রেণি ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্লবিক স্রোতে ভেসে দক্ষিণপন্থীরা বিপ্লবের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়।

ক্ষুদে হস্তশিল্পী

ক্ষুদে হস্তশিল্পীদেরকে আধা সর্বহারা শ্রেণি বলা হয়, কারণ যদিও তাদের উৎপাদনের সরল উপকরণ আছে এবং স্বতন্ত্র পেশা রয়েছে তবু তারা প্রায়শই আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের মতোই। তাদের সংসার খরচের ভারী বোঝা উপার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের জ্বালা ও বেকারত্বের আশংকার থেকে বিচার করলে গরীব কৃষকদের সঙ্গে তাদের মোটামুটি সাদৃশ্য আছে।

দোকান কর্মচারী

দোকান কর্মচারী হচ্ছে ভাড়াটে কর্মী, নিজেদের সামান্য বেতন দিয়েই তাদের পরিবার চালাতে হয়। যদিও প্রতি বছরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তবু তাদের বেতন একবার মাত্র বাড়ে। আপনি যদি কখনো তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন তাহলে তখনই তারা তাদের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনাতে থাকবে। তাদের অবস্থা গরীব কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীদের থেকে বেশি পৃথক নয়, বিপ্লবী প্রচারণাকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে।

ফেরিওয়ালা

ফেরিওয়ালারা পণ্যদ্রব্য নিজেরা বহন করুক বা রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান খুলে বিক্রয় করুক, তাদের মূলধন অল্প এবং উপার্জিত অর্থও কম। এতে তাদের খাওয়া-পরার

খরচ কুলায় না। তাদের অবস্থা গরীব কৃষকদের থেকে বেশি পৃথক নয়। তাই তাদেরও গরীব কৃষকদের মত বিপ্লবের প্রয়োজন হয় যা তাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করবে।

জমিদার শ্রেণি

জমিদারের জমি আছে কিন্তু সে নিজে শ্রমে অংশগ্রহণ করে না (সামান্য করতেও পারে) এবং চাষীদের শোষণ করে বেঁচে থাকে। জমি পত্তনির টাকা, বর্গা ও ভাগা আদায়ই তাদের শোষণের প্রধান ধরন। সে কারখানা ও ব্যবসা করতে পারে।

[সুদখোর– যাদের আয়ের প্রধান অংশ সুদ খাওয়া এবং যাদের অবস্থা গড়পড়তা মাঝারী চাষীর চাইতে ভাল তাদেরকেও জমিদারের শ্রেণিভুক্ত করা হবে]।

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, স্কুল ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও এই শোষণের আওতায় পড়ে।

একজন দেউলিয়া জমিদার যদি শ্রমে অংশগ্রহণ না করে, অন্যদের ঠকিয়ে তা লুট করে অথবা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সাহায্যে গড়পড়তা মাঝারী চাষীর চাইতে ভাল অবস্থায় থাকে তাহলে সেও জমিদারের পর্যায়ে পড়ে।

পঞ্চায়েত সদস্য, সরকারি কর্মচারী (তহশীলদার, সি.ও, পুলিশ-দারোগা), মুজিববাদী, মস্কোপন্থী স্থানীয় জালিম ও টাউট ভদ্রলোকেরা জমিদার শ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও অতিশয় নিষ্ঠুর লোক। ধনী চাষীদের মধ্যে প্রায়শই ক্ষুদে স্থানীয় জালিম ও টাউট ভদ্রলোক দেখা যায়।

যে সকল ব্যক্তিরা জমিদারকে বর্গা-পত্তনি ইত্যাদিতে সাহায্য করে এবং তার সম্পত্তি দেখাশুনা এবং জমিদার কর্তৃক চাষী শোষণের উপর যাদের আয়ের প্রধান অংশ নির্ভর করে, যদি তারা গড়পড়তা মাঝারী চাষীর চাইতেও ভাল অবস্থায় থাকে তাহলে তাদেরকেও জমিদারের পর্যায়ভুক্ত করা হবে।

এই শ্রেণি বিদেশী শোষণের একটি প্রধান স্তম্ভ। এরা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে বাধা হিসেবে কাজ করে এবং এদের কোন প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। এ কারণে শ্রেণি হিসেবে এরা বিপ্লবের পরিচালক শক্তি তো নয়ই, বরঞ্চ বিপ্লবের লক্ষ্য। বর্তমানে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ শ্রেণির এক অংশ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল হিসেবে কাজ করছে, আর এক অংশ দোদুল্যমান। কিন্তু বেশ কিছুসংখ্যক মাঝারী ও ছোট জমিদার রয়েছে যারা কিছুটা পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংস্পর্শে এসেছে এবং যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করতে পারে। এদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের নেতৃত্বে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালাবো। এরাই হলো গ্রামের আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোক।

ধনী চাষী

সাধারণ নিয়মেই ধনী চাষীর জমি আছে। কোন কোন ধনী চাষীর কিছুটা জমি বর্গা বা পত্তনি নেওয়া, বাকিটা নিজের। আবার কোন কোন ধনী চাষীর নিজের কোন জমি নাই, সবটাই বর্গা বা পত্তনি নেয়া। সাধারণত ধনী চাষী গড়পড়তার বেশি চাষের যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, গরু) আছে এবং বেশি নগদ টাকা আছে। সে নিজে শ্রমে অংশগ্রহণ করে, তার

শোষণের প্রধান ধরন কামলা বা মজুর খাটানো (দীর্ঘমেয়াদী মজুর)। এ ছাড়াও সে জমির কিছু অংশ বর্গা পত্তনি দিতে পারে এবং বর্গা বা পত্তনির মাধ্যমে শোষণ চালাতে পারে। সে টাকা কর্জ দিতে পারে বা ব্যবসা বাণিজ্যও করতে পারে। যে ব্যক্তি তার উর্বর জমির কিছুটা মজুর না খাটিয়ে নিজেই চাষ করে কিন্তু বাকিটা পত্তনি দিয়ে শোষণ করে, কর্জ দিয়ে বা অন্য উপায়ে শোষণ করে তাকে ধনী চাষী ধরা হবে। ধনী চাষী নিয়তই শোষণ করে এবং ইহা তার আয়ের প্রধান উৎস।

সাধারণভাবে বলতে গেলে তারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পারে এবং জমিদার বিরোধী ভূমি বিপ্লবী সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকতে পারে। এ কারণে আমরা ধনী চাষীদের জমিদার শ্রেণিভুক্ত করবো না এবং অপরিপক্কভাবে তাদের ধ্বংস করার নীতি নেব না।

মাঝারী চাষী

অনেক মাঝারী চাষীর জমি আছে। কারো কিছুটা জমি নিজের, বাকিটা বর্গা অথবা পত্তনি নেয়া। এদের সকলেরই বেশ কিছু চাষের যন্ত্রপাতি আছে। একজন মাঝারী চাষীর আয়ের সম্পূর্ণ বা প্রধান অংশ আসে নিজের শ্রম থেকে। সাধারণত সে অন্যকে শোষণ করে না। বরং বছর শেষে বর্গা (বর্গার অংশ দেওয়া), পত্তনির টাকা, কর্জের সুদ, সরকারের ক্রমবর্ধমান খাজনা, উন্নয়নকর, শিক্ষাকর, চৌকিদারীকর প্রভৃতি দিয়ে নিজেই শোষিত হয়। কিন্তু সাধারণত সে শ্রম বিক্রয় করে না (মজুরী বা কামলা খাটে না)। কিছু কিছু (স্বচ্ছল) মাঝারী চাষী কিছু শোষণও করে, কিন্তু তা তাদের নিয়মিত কিংবা আয়ের প্রধান উৎস নয়।

মাঝারী চাষীরা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কেবল অশগ্রহণই করে না, তারা সমাজতন্ত্রও গ্রহণ করবে। এ কারণে সমগ্র মাঝারী চাষীরাই সর্বহারাদের নিকটতম মিত্র এবং বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক শক্তি। মাঝারী চাষীদের সমর্থন বা বিরোধিতা বিপ্লবের বিজয় বা পরাজয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা বিশেষভাবে সত্য কৃষি বিপ্লবের পর যখন তারাই লোকসংখ্যায় সংখ্যাগুরু হয়।

গরীব চাষী

গরীব চাষী কারো কারো নিজের কিছু জমি ও অল্প কয়টা চাষের যন্ত্রপাতি আছে। সাধারণত গরীব চাষীকে বর্গা বা পত্তনি নেয়া জমিতে কাজ করতে হয়। গরীব চাষীকে বর্গায় (ফসলের ভাগ দেয়া), পত্তনির টাকা, কর্জের সুদ, সরকারের ক্রমবর্ধমান খাজনা, উন্নয়ন কর, শিক্ষা কর, চৌকিদারীকর, সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও সর্বোপরি মজুরী খাটায় শোষিত হয়।

সাধারণত মাঝারী চাষীর শ্রম শক্তি বিক্রয় করতে হয় না (অর্থাৎ মজুরী বা কামলা খাটতে হয় না), অন্যদিকে গরীব চাষীকে তার শ্রম শক্তি বিক্রয় করতে হয়। ইহাই মাঝারী চাষী ও গরীব চাষীকে পার্থক্য করার প্রধান উপায়।

গরীব চাষীরা সহজেই বিপ্লবী প্রচারণা গ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির পার্টি অবশ্যই গরীব চাষীর উপর নির্ভর করে মাঝারী চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করবে, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ও ভূমি সংস্কার করবে। *"বিপ্লবের গোড়ার দিকে মাঝারী কৃষকগণ দোটানায় ছিলেন। যখন তারা ঘটনা প্রবাহের সাধারণ ধারা স্পষ্টভাবে দেখতে পান এবং বিপ্লবের বিজয় আসন্ন হয়, শুধু তখনই তারা বিপ্লবের পক্ষে আসেন"*– বলেছেন সভাপতি মাও সেতুঙ।

সর্বহারার নেতৃত্বেই গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীরা মুক্তি পেতে পারে। কেবলমাত্র সর্বহারাই গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে পারে। কৃষক বলতে আমরা ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মাঝারী চাষীকে বুঝি।

সর্বহারা শ্রেণি

পূর্ব বাংলার আধুনিক শিল্প সর্বহারারা প্রধানত চটকল, চিনিকল, বস্ত্র, শিল্প, রেলওয়ে, ডক, পরিবহন ইত্যাদিতে কর্মরত। এদের মধ্যে অধিকাংশ পুঁজির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, প্রতিষ্ঠানের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। শিল্পীয় সর্বহারা যদিও সংখ্যায় অল্প, তবুও তারা পূর্ব বাংলার নতুন উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক পূর্ব বাংলায় তারাই সবচাইতে প্রগতিশীল শ্রেণি এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালক শক্তি। কেন তারা এই ভূমিকা দখল করে? এর প্রথম কারণ হচ্ছে তারা কেন্দ্রীভূত। অন্য যে কোন অংশের লোক এদের মত কেন্দ্রীভূত নয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের। উৎপাদনের উপকরণ হতে তারা বঞ্চিত, নিজের হাত দু'টি ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধনী হবার কোন আশা নেই এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাবেদাররা তাদের সঙ্গে অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। সুতরাং সংগ্রামে তারা অগ্রবর্তী। শহরের কুলি, মুটে-মজুর, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ঝাড়ুদার, মেথর, ঠেলাওয়ালা, ঠিকা ঝি, হোটেল বয়, বিড়ি শ্রমিক প্রভৃতিদেরও নিজেদের হাত দু'টি ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প শ্রমিকদের মতই। কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের চেয়ে এরা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাম্য সর্বহারা বা গ্রাম্য শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর

পূর্ব বাংলার কৃষিতে এখনো পুঁজিবাদী কৃষিকর্ম খুব কম। গ্রাম্য সর্বহারা শ্রেণি বলতে বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক ভাড়াটে কৃষকদের বুঝায়। এই ধরনের ভাড়াটে কৃষকদের শুধু যে জমি এবং কৃষির যন্ত্রপাতি নেই তা নয়, এমনকি তাদের কোন মূলধনও নেই। শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে হয়। তাদের কাজের সময় এত দীর্ঘ, বেতন এত কম, শ্রমের অবস্থা এত শোচনীয় এবং কাজ এত নিরাপত্তাহীন যে অন্য সকল শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের লোকেরাই সবচেয়ে কষ্ট ভোগ করছে এবং কৃষক আন্দোলনে এদের অবস্থান গরীব চাষীদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রষ্ট সর্বহারা

গ্রাম ও শহরে বহু বেকার রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত বলে তারা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে। এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছে ডাকাত, চোর, ভিক্ষুক, পতিতা এবং বহু লোক যারা ফকিরালী, ওঝা, তাবিজ বিক্রি প্রভৃতি করে বেঁচে থাকে। এই সামাজিক স্তর অস্থায়ী। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃক ক্রীত হতে পারে। অন্যরা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে। এ ধরনের লোকদের গঠনমূলক গুণের অভাব রয়েছে এবং সহজেই ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে। বিপ্লবে যোগদানের পর বিপ্লবী সারিতে তারাই হয় ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীবাদের এবং নৈরাজ্যবাদের উৎস। অতএব আমাদের জানতে হবে কিভাবে তাদেরকে পরিবর্তিত করতে হয় এবং তাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে ঠেকানো যায়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখি আমাদের শত্রু হলো ভারতীয় সম্প্রসারণ ও তাদের শাসক গোষ্ঠী, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের উপর নির্ভরশীল দালাল বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ।

বিপ্লবের নেতা হলো শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টি, নিকটতম মিত্র হলো কৃষক ও ক্ষুদে বুর্জোয়া। জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি থাকবে। যতক্ষণ তারা জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র সমর্থন করবে এবং সর্বহারার পার্টির বিরোধিতা করবে না, ততক্ষণ তাদেরকে আমাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যখন তারা সর্বহারার পার্টির বিরোধিতা করবে এবং জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করবে তখন তাদেরকে সমালোচনা করতে হবে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।

☆

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি

(২ মার্চ, ১৯৭১)

আপনার ও আপনার পার্টির ছয় দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ব বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করছে ঃ

১। পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করুন।

২। পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক, প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তর করুন।

৩। পূর্ব বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।

৪। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "জাতীয় মুক্তি পরিষদ" বা "জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন করুন।

৫। প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

৬। পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে ঃ

(ক) পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ব বাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। উপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে ঘৃণ্যতমদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারি খাস ভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার, জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আটঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যায্য দাবিপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গুরুপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ করা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট-বুলেটের নিকট আত্মসমর্পণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করেছে স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

- পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা- জিন্দাবাদ।
- পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র- জিন্দাবাদ।
- পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন।
- গ্রামে শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন।
- সমস্ত দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করুন!

☆

শেখ মুজিব ও তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে ভারতে গঠিত পূর্ব বাংলার 'জনগণের প্রজাতান্ত্রিক সরকার' প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন

(২০ এপ্রিল, ১৯৭১)

পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করে এক স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার জন্য তার ফ্যাসিবাদী সামরিক বাহিনী দ্বারা সবাইকে হত্যা করছে, সবকিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং সবকিছু লুট করছে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ এই চরম ফ্যাসিবাদী বর্বরতার নিকট আত্মসমর্পণ না করে বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নিকট স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় আর কিছুই নেই। এর জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত।

পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ফ্যাসিবাদী হামলা পরিচালনা করার যখন পায়তারা করছিল তখন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ২রা মার্চ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নিকট একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করে। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ ছিল ঃ

* পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করা ব্যতীত ছয় দফা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করা সম্ভব পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনীকে পূর্ব বাংলার ভূমিতে পরাজিত ও ধ্বংস করে তার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার মাধ্যমে।

* মিটিং-মিছিল-অহিংস অসহযোগের ভুল পথ পরিত্যাগ করে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করা এবং পূর্ব বাংলার প্রকাশ্য, গোপনে কার্যরত সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী কোয়ালিশন সরকার গঠন করা।

* এ সরকার পূর্ব বাংলাব্যাপী কায়েম করার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য ও গোপনে কর্মরত পূর্ব বাংলার সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত-উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট স্থাপন করা। এই সাথে পূর্ব বাংলার সরকারের সর্বনিম্ন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির কথা

উল্লেখ করা হয়। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, অহিংস অসহযোগের ভুল পথে লেগে থাকে, স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন ও মুক্তিফ্রন্ট গঠনে বিরত থাকে। এভাবে জনসাধারণকে তারা ফ্যাসিবাদী হামলার মুখে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নেতৃত্বহীন করে রাখে।

পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু করে। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র-নিরপরাধ জনসাধারণ নিহত হয়, আহত হয় ও প্রাণভয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়। তবুও তারা অসীম আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সাথে প্রায় নিরস্ত্রভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, রক্তের ঋণ তারা তুলবেই।

এ পর্যায়ে শেখ মুজিব ও তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠনের কথা ভারতের বেতারে শোনা যায়।

পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহ পালন করতে হবে।

* এই সরকার অবশ্যই একটি কোয়ালিশন সরকার হবে যেখানে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপনে কর্মরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত-উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

* পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে এ সরকার স্থাপনের নিমিত্ত পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য পারস্পরিক স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট স্থাপন করা; এতে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার সকল প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়-ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা।

* এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট কর্তৃক পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গণযুদ্ধের পথ গ্রহণ করা ও তাতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা।

* বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন নীতিসমূহ পালন করবে ঃ

– ভারতসহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরস্পর অনাক্রমণ, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক সহায়তা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে।

– পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের ওপর নির্ভর করা। ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কোনো দেশের সৈন্য, সশস্ত্র ব্যক্তিকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সহায়তার নামে পূর্ব বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রদান না করা। এর বিরোধিতা করা। তাদের বেসামরিক বা সামরিক ব্যক্তির পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কোনো সাহায্য গ্রহণ না

করা, তাদের হস্তক্ষেপ বিরোধিতা করা।

– পশ্চিম বাংলার সাথে সংযুক্ত হয়ে যুক্তবাংলা স্থাপন বা ভারতের সাথে ফেডারেশন স্থাপনের বিরোধিতা করা।

– ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বা অন্য কোন দেশের সাথে কোন প্রকার সামরিক জোট স্থাপন না করা, এদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান না করা, এ সকলের বিরোধিতা করা।

– এদেরকে পূর্ব বাংলায় কোনো প্রকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং কোনো প্রকার সামরিক তৎপরতায় পূর্ব বাংলার ভূমি ব্যবহারের বিরোধিতা করা।

– পূর্ব বাংলায় সরকারের কার্য পরিচালনায় এবং নীতি নির্ধারণে ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বা অন্য কোনো দেশের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা প্রভাবের বিরোধিতা করা।

পূর্ব বাংলার মুক্তির বিষয়ে শর্তহীনভাবে সকল প্রকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা। কিন্তু শর্তযুক্ত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সকল প্রকার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা ও তার বিরোধিতা করা।

ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের নিপীড়িত জাতি, দেশ ও জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম এবং সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং সহায়তা করা।

* এ সরকার ও মুক্তিফ্রন্ট দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন নীতিসমূহ পালন করবে ঃ

– গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা এবং জনগণ থেকে আসা ও জনগণের নিকট নিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করা।

– পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সরকার ও বেসরকারী সমস্ত পুঁজি ও প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করা।

– ব্যক্তিগত জাতীয় পুঁজি রক্ষা করা।

– পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজি (একচেটিয়া ব্যবসা, ব্যাংক, বীমা ও কারখানা) বাজেয়াপ্ত করা।

– মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব বাংলাস্থ সকল পুঁজি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, তাদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করা।

– পর্যায়ক্রমে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করে যে জমি চাষ করে তার হাতে জমি প্রদান করা।

– শ্রমিকের আট ঘণ্টা সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করা।

– দেশপ্রেমিক প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি বা সংগঠনের কার্য পরিচালনার অবাধ অধিকার প্রদান করা। তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা, গ্রেফতার ও বিনা বিচারে বন্দী রাখার পদ্ধতি বিরোধিতা করা।

উপরোক্ত সর্বনিম্ন নীতিসমূহের অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত কোনো সরকার বা সংস্থা পূর্ব বাংলার জনগণের সত্যিকার রাজনৈতিক মুক্তি আনয়ন করতে পারে না। উপরন্তু এসকল বিষয় ব্যতীত মুক্তি সংগ্রাম হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী সংগ্রাম এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে পূর্ব বাংলা হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং এ সরকার হবে এদের পুতুল সরকার।

পূর্ব বাংলার জনগণ এক উপনিবেশিক শোষণের পরিবর্তে অপর এক উপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ হতে চায় না।

কাজেই উপরোক্ত শর্তসমূহ ব্যতীত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন শেখ মুজিব ও তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন করে না এবং এ সরকার বাস্তবায়নে কোনো প্রকার সহযোগিতা বা সংগ্রাম করে না। উপরোক্ত শর্তসমূহ ব্যতীত এ সরকারকে পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রের ফল, যার উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করা, একে লুণ্ঠন ও শোষণ করা। পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন একে বিরোধিতা করে।

পূর্ব বাংলার সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং উপজাতীয় সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগের সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের প্রতি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আহ্বান জানাচ্ছে উপরোক্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের গণযুদ্ধে লেগে থাকুন, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন।

পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট

১। পাকিস্তানের ফ্যাসীবাদী উপনিবেশিক সামরিক চক্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

২। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রাম প্রগতিশীল নয়। এ কারণে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের সর্বহারারা ইহা সমর্থন করে না (থিসিস দ্রষ্টব্য)।

৩। শেখ মুজিব ও তার সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে পারবে না।

৪। ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ও সহায়তায় পূর্ব বাংলার সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে না, আসতে পারে নতুন শৃঙ্খল ও পরাধীনতা।

৫। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে অর্জিত হবে।

৬। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ পূর্ব বাংলার মুক্তির পথ।

৭। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কর। জাতীয় শত্রু খতম কর।

৮। পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবী ও জনগণকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কর।

৯। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন সঠিক।

☆

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হোন, দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন, জাতীয় শত্রু খতম করুন, জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলুন, কর্মসূচি বাস্তবায়িত করুন

(২৩ এপ্রিল, ১৯৭১)

পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার পদলেহী কুকুর পূর্ব বাংলার বিশ্বাস-ঘাতকরা পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জেলা, মহকুমা শহর দখল করেছে এবং সেখানে নিজেদের দখল বজায় রেখেছে। যে কয়টি জেলা বা মহকুমায় তাদের অধিকার কায়েম হয়নি তা অচিরেই তারা দখল করবে। শহরে আওয়ামী লীগ, বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর., পুলিশের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ছে। শহরে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের ফ্যাসিবাদী বর্বরতা অব্যাহত রেখেছে এবং ভেঙ্গে যাওয়া বেসামরিক প্রশাসন পুনরায় চালু করার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-লুণ্ঠন চালাবার চেষ্টা করছে।

পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের থানা, ফাঁড়িসমূহ নিষ্ক্রিয়। তারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালাচ্ছে না এবং কারও ইচ্ছে থাকলেও সাহস করছে না। এদের অনেকেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সমর্থন ক'রে আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতা করছে।

থানাসমূহের বেসামরিক প্রশাসন কোনো কোনো এলাকায় চলছে, কোনো কোনো এলাকায় নিষ্ক্রিয়। তারাও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, জনগণ ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কিছু করছে না বা কেউ করতে চাইলে সাহস পাচ্ছে না।

স্থানীয় টাউট, জুলুমবাজ, জাতীয় শত্রুরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে এবং অনেকে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক রেখে বেঁচে আছে। তারাও জনগণ ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করছে না।

আওয়ামী লীগের অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ। কোথাও কোথাও তাদের নেতৃত্ব পালিয়েছে বা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। সাধারণ কর্মীরাও নেতৃত্বশূন্য হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। তারা অভ্যন্তরীণ কোন্দল, উপনিবেশিক সরকারের চাপ, জনগণের ওপর নির্ভরতা ও বিপ্লবী কাজে অক্ষমতার জন্য ভারতীয় সমর্থন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশের সহায়তা

সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পেয়েও তা যথাযথভাবে দখল করে জনগণের উপকারে লাগায়নি। উপরন্তু তারা অর্থ আত্মসাৎ, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, টাউট, জাতীয় শত্রুদের ছত্রছায়া দিয়েছে। তাদের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্ব জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে আওয়ামী লীগের দ্বারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

জনগণের রয়েছে উঁচু রাজনৈতিক চেতনা, কালোবাজারী-মজুতকারী ও মুনাফাখোর, জাতীয় শত্রু ও উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর উৎখাতের তীব্র আকাঙ্খা; তারা মুক্তিযুদ্ধ চালাতে, এতে শরীক হতে এবং তাতে সহায়তা করতে চায়।

মুনাফাখোর, কালোবাজারী, মজুতদারদের কারণে গ্রামে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। শহর থেকে গ্রামে শ্রমিকরা চলে আসায় এবং গ্রামে কর্মস্বল্পতাও এর কারণ।

উপরোক্ত অবস্থা থেকে দেখা যায় উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব শহর এলাকায় স্থাপিত হয়েছে, এবং তা সুদৃঢ় হচ্ছে, এতে তারা সক্ষম। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব নেই। ইহা পূর্বের মত স্থাপন করতেও এদের বহু সময় লাগবে। বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্মচারীদের পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো, পুলিশ বাহিনী থানায় মোতায়েন করে তাদের দ্বারা স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করানো সময়সাপেক্ষ।

সৈন্যবাহিনীর নিজেদের পক্ষে থানায় ঘাঁটি করা, সেখান থেকে গ্রাম দখল করা, তাদের সৈন্যস্বল্পতা, জনগণ এবং বিপ্লবীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে সম্ভব নয়। তারা বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে (অল্প সৈন্য নিয়ে যাবে না কারণ তাহলে তারা ধ্বংস হবে, এ সম্ভাবনা রয়েছে বলে) এক এক এলাকায় "খোঁজ কর ও ধ্বংস কর", "ঘেরাও কর ও দমন কর" অভিযান চালাবে এবং সবাইকে হত্যা করবে, সবকিছু পুড়িয়ে দিবে এবং লুট করবে। এবং পুনরায় শহরের ঘাঁটিতে ফিরে যাবে।

এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকায় পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের সরকার কায়েম করা, জাতীয় শত্রুদের খতম করা, জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলা এবং আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

ক্ষমতা দখল

গ্রাম্য এলাকায় পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের গ্রাম, থানা ভিত্তিক কমিটি কায়েম করতে হবে, কমিটি জনগণের সভা আহ্বান করে নির্বাচিত হবে। কমিটিতে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, শ্রমিক, মাঝারী চাষী, দেশপ্রেমিক জমিদার ও বুর্জোয়া ও আমাদের প্রতিনিধি থাকবে।

কমিটিতে সভাপতি-সহসভাপতি ও সদস্য থাকবে (৫ বা ৭ জন)।

এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে। কালোবাজারী-মজুতদারী, অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের শাস্তি দিতে হবে। স্কুল, কলেজ, ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থের হিসেব নিতে হবে। অর্থ আত্মসাৎকারীদের শাস্তি দিতে হবে।

এই কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হবে জনসাধারণ, গেরিলা, সশস্ত্র জনসাধারণ (গ্রামরক্ষী বাহিনী ইত্যাদি) দ্বারা।

গ্রামের জাতীয় শত্রুদের বিচার ও শাস্তি বিধান করা, তাদের ভূমি বিতরণ করা, সুদ বাতিল করা, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করা; গ্রাম্য বিচার করা, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি বন্ধ করা।

জাতীয় শত্রুদের নিকট থেকে বলপূর্বক চাঁদা নিতে হবে। জনসাধারণের নিকট থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী চাঁদা নিতে হবে।

জনসাধারণের মাঝে প্রতিরোধের প্রচার চালাতে হবে, জনতাকে গ্রামরক্ষী বাহিনীতে সংগঠিত করতে হবে, তাদের মধ্য থেকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুকদের সংগ্রহ করতে হবে। স্কুল, কলেজ, হসপিটাল ও অন্যান্য জনগণের প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে।

জাতীয় মুক্তিবাহিনী

গ্রাম্য এলাকায় জনসাধারণের মধ্য থেকে সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা সম্ভব। তাদের ভাতার ব্যবস্থা করা সম্ভব জাতীয় শত্রুদের অর্থ ও খাদ্য দ্বারা। তাদেরকে সশস্ত্র করা যায় থানাসমূহে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে তাদের অস্ত্র দ্বারা, জাতীয় শত্রুর অস্ত্র দখল করে এবং জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ করছে না এরূপ ব্যক্তিদের অস্ত্র সংগ্রহ করে তার দ্বারা এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা। সৈন্যবাহিনীকে খতম করে তার নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়।

সাত বা নয় জনকে নিয়ে একটি সেকশন, তিনটি সেকশন নিয়ে একটি স্কোয়াড, তিনটি স্কোয়াড নিয়ে একটি প্লাটুন গঠন করা। প্রতিটি ইউনিটের নেতা, সহকারী নেতা থাকবে। এদেরকে উদ্ধৃতির শৃংখলা, তিনটি প্রবন্ধ, গণযুদ্ধ পড়াতে হবে।

দীর্ঘ হাঁটা, অতর্কিত আক্রমণ, বোমাবর্ষণ, তীর, ল্যাজা, ছুরি, তরওয়াল ব্যবহার শেখানো, বেয়নেট মারা শেখানো উচিত।

এদের মধ্য থেকে পার্টি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে এবং পার্টি কমিটি গঠন করতে হবে।

এই সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন গ্রাম, ছোট শহর দখল করবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করবে, স্থানীয় জনসাধারণকে সশস্ত্র করবে। পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলবে, প্রচার করবে, সৈন্য সংগ্রহ করবে।

মুক্তি বাহিনীর স্কোয়াডসমূহ স্থানীয় পার্টিকর্মীর সহায়তায় এক এক গ্রামে প্রবেশ করবে এবং জাতীয়শত্রু খতম করবে। জনসমর্থন ও সহায়তার জন্য, অবস্থা বিরাজ করলে জনসভা করবে এবং উপরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

এই সৈন্যবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পক্ষে বর্তমান পর্যায়ে টিকে থাকা ও বিকাশ লাভ করা সম্ভব।

গ্রাম্য এলাকায় পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্থানীয় প্রশাসন ও দালাল জাতীয় শত্রুদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে সেখানে বিপ্লবীদের গোপন কাজ করা এবং বিকাশ করা কষ্টকর হবে, ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রণে বিপ্লবী কাজে ভাটা আসবে।

কাজেই আসুন, আমরা বর্তমান বিপ্লবী জোয়ারের সুবিধাজনক অবস্থায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রাম দখল করি, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করি, জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলি, কর্মসূচি বাস্তবায়িত করি।

- পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন– জিন্দাবাদ।
- পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র– কায়েম কর।
- গ্রাম্য এলাকা– দখল কর।
- রাজনৈতিক ক্ষমতা– কায়েম কর।
- জাতীয় শত্রু– খতম কর।
- জাতীয় মুক্তি বাহিনী– গড়ে তোল।
- কর্মসূচি– বাস্তবায়িত কর।
- পাকিস্তানের উপনিবেশিক ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস অনিবার্য। এরা কাগুজে বাঘ।
- পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবী জনগণ– ঐক্যবদ্ধ হোন।
- সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ, ট্রটস্কী-চেবাদ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত খতম করুন।
- পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সঠিক। এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হোন।
- আমাদের বিজয় অনিবার্য।
- ইয়াহিয়া-টিক্কার ধ্বংস অনিবার্য।

☆

দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল

(অক্টোবর, ১৯৭১)

১.

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের বিনিময়ে উপলব্ধি করছেন যে, পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক পার্টি, মুক্তি বাহিনী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকুরীজীবী, শিশু, নারী, কৃষক, বৃদ্ধ, ধর্মীয়, ভাষাগত, উপজাতীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতির ঐক্য ব্যতীত পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট খুনীদের পূর্ব বাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা আন্তরিকভাবে সকলের ঐক্য কামনা করে।

জনগণের এ আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন স্বরূপ পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে সর্বহারা পার্টি এ উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে উল্লেখ করে– পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

কর্মীস্বল্পতা, আর্থিক অসুবিধা এবং নতুন সংগঠন হওয়ার জন্য ব্যাপক জনতাকে সংগঠিত করা ও তাদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার করা সম্ভব হয়নি। তবুও গত সাড়ে তিন বৎসর সময়ের মাঝে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় গোপনভাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করা হয়। আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি.এন.আর. এবং ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমা বর্ষণ করে।

আমাদের সংগঠন সর্বপ্রথম তুলে ধরে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে, জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করার সঠিক সামরিক লাইন। আমাদের সংগঠনের বিপ্লবী কর্মী ও গেরিলারা সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে জাতীয় শত্রু খতম করে।

গত নির্বাচন, পরবর্তীকালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন এ পথের ভুল ও ব্যর্থতা তুলে ধরে এবং সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করার জন্য

বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে বোমাবর্ষণ করে এবং কর্মীদের গ্রামে গ্রামে গেরিলাযুদ্ধ সূচনার নির্দেশ দেয়।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের বাঘের মত ভয় পায় এবং বহু কর্মীকে গ্রেফতার করে। তারা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৎপরতা শ্বেতপত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নিকট প্রকাশ্য পত্র প্রেরণ করে। একই সময় বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্য আহ্বান জানায়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন নিজস্ব উদ্যোগেই ছাত্রলীগের রবগ্রুপ, কমান্ডার মোয়াজ্জেম গ্রুপ, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির দেবেন-বাসার গ্রুপের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ সকল প্রচেষ্টায় সাড়া না দিলেও স্থানীয় ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিকদের অনেকেই আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে ৩রা জুন প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ব বাংলার বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি "পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি"। গত মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মাঝে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে পাঁচটিরও বেশি জেলায় গেরিলা যুদ্ধ চলছে; জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এভাবে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে ওঠে।

সর্বত্রই আমাদের গেরিলা ও কর্মীরা জাতীয় ঐক্যের নীতিতে দৃঢ় থেকেছে, দেশপ্রেমিক জনসাধারণের, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্যদের রক্ষা করেছে, ঐক্যে ইচ্ছুকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের ২৫শে মার্চের পরবর্তীকালীন আক্রমণের ফলে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ ও মুক্তি বাহিনীর বহু নেতা ও কর্মীকে সর্বহারা পার্টির কর্মী ও গেরিলারা আশ্রয় দেয়। তাদের ও তাদের পরিবারকে অর্থ, বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের সুযোগ প্রদান করে।

পরবর্তীকালে ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনী পূর্ব বাংলায় ফিরে এলে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্ব আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা এ জঘন্য অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে। কিন্তু তবু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নীতির স্বরূপ উপলব্ধি

করে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয়।

অতীতে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্বের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, নিজেদেরকে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ– এই ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত করে। পূর্ব বাংলাকে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়, তারা ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংসের কাজকে প্রাধান্য দেয়, পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থ বিক্রয়কারী জাতীয় শত্রুদের পয়সার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়; জনগণের ওপর অত্যাচার করে।

২.

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার মুক্তি বাহিনী বরিশালের স্বরূপকাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে, অন্যান্যদের খুঁজে বেড়ায়। মাদারীপুরে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যরত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে। এই তাবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীর বাড়িতে হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে, বাড়ি লুট করে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দু'জন কর্মীর সাথে বৈঠকে মিলিত হয় এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে। তারা গ্রেফতারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায়। আমাদের গেরিলারা এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। একজন নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এলাকার এক জাতীয় শত্রুর নির্দেশে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, কাউখালি, স্বরূপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদের বন্দী করে, আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনীরা হত্যা করেছে।

এ এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়।

তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দী করে, তার পরিবারের সকলকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে, শিখার উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাকে ধর্ষণ

করে। তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি।

তারা আরো কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে।

তাদের এই ঘৃণ্য, বর্বর, ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ, গুর্খা সৈন্য ও অফিসাররা।

তারা ফরিদপুরের কালকিনী অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দু'জন গেরিলাকে বন্দী ও নিরস্ত্র করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে জনসাধারণ বুক পেতে দেয়, "আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর এদেরকে হত্যা কর।" জনগণের হস্তক্ষেপে তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কুখ্যাত ডাকাত-নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা মেহেদিগঞ্জেও আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদের গ্রেপ্তার করে। তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায়।

গৌরনদী অঞ্চলে তারা আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয় এবং কর্মীদের খতম করার প্রচেষ্টা চালায়।

মঠবাড়িয়া অঞ্চলে এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। গেরিলাদের সামনাসামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। একসাথে কাজ করার ভাওতা দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পিছন থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে। এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামক অপর এক কর্মী।

বরিশালের পাদ্রিশিবপুর অঞ্চলে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা সুযোগ সন্ধান করে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে।

ঢাকার নরসিংদি অঞ্চলে আমাদের গেরিলাদের তারা অস্ত্র জমা দিতে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলে, অন্যথায় খতম করবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের নিকট বেত দেখিয়ে এ ফ্যাসিস্টরা বলে, "তোমাদের নেতা 'সিরাজ সিকদার'কে গ্রেফতার করে বেত দিয়ে মারতে মারতে ভারতে নিয়ে যাব।"

পূর্ব বাংলার সর্বত্র মুক্তি বাহিনীর এই ফ্যাসিস্টরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের গোলাম হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ দেশপ্রেমিকদের খতম করার জন্য। পাক-সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের খোঁজ করা–খতম করার ওপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

৩.

পঁচিশে মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে ভুলে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবরস্থ করা, নকশাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে। কিন্তু তারও ধৈর্য তাদের ছিল না, অনেক স্থানেই দেশপ্রেমিকদের তারা

শত্রুতা শুরু করে। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের কর্মীদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়।

তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়ে হিটলারের ইহুদী নির্মূলের পথ অনুসরণ করে। অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে অবাঙালী উর্দু ভাষাভাষী শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধ অর্থাৎ সবাইকে হত্যা করার ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালায়। শত শত নিরপরাধ নারীদের তারা ধর্ষণ করে, উলঙ্গ করে হাঁটায়, নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালায়, শিশুদের মায়ের সামনে হত্যা করে, মাকে শিশুর রক্ত পানে বাধ্য করে, বৃদ্ধ-যুবকদের সারি বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। এ জঘন্য কাজে তারা মেশিনগান, কামান পর্যন্ত ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আগুন দিয়ে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু-নারীদের তারা নদীর মাঝে নির্জন দ্বীপে ফেলে আসে অভুক্ত অবস্থায় তাদের মারার জন্য। নিরীহ নারী-শিশুরা আশ্রয়ের জন্য গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে বেড়ায়। এই ফ্যাসিস্টদের ভয় উপেক্ষা করে কেউ কেউ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেয়। এ সকল আশ্রয়হীন নারী-শিশুদের তারা পথিমধ্যে হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও অপহরণ করে।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী প্রাণ হারায়।

এদের অপরাধ এরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এভাবে এরা পূর্ব বাংলার উর্দু ভাষাভাষী জনগণের সাথে বাঙ্গালীদের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে।

তাদের এসকল কার্যকলাপের সাথে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কার্যকলাপের কোন পার্থক্য নেই।

৪.

পাক-সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টরা আমাদেরকে উৎখাত করতে চায়। শীতকালীন অভিযানে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, টিকতে পারবে না, বাধ্য হয়ে তাদেরকে ভারতে পালাতে হবে। পরবর্তী বর্ষাকাল আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাদের ভয় হলো আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ধ্বংস করতে না পারলে আমরা তাদের পরিত্যক্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবো। ফলে তাদের ফিরে আসা অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পথে তারা আমাদেরকে প্রধান বাধা বলে মনে করে। বর্তমানে তারা অস্ত্র, অর্থ, আশ্রয় ও সমর্থনের বিনিময়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট পূর্ব বাংলাকে বন্ধক দিয়েছে। যুদ্ধ করে পূর্ব বাংলাকে দখল করতে ব্যর্থ হলে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের তাবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টরা পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোষ করবে, পূর্ব বাংলাকে একসাথে ভাগ করে লুট করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

পূর্ব বাংলাকে যত্রতত্র বিক্রির ষড়যন্ত্রকে আমরাই জনগণের সামনে তুলে ধরি, জনগণ তাদের চরিত্র বুঝে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কবরস্থ করবে।

৫.

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত হবে। এতে পূর্ব বাংলার কোন উপকার হবে কি?

ভারতের শাসকগোষ্ঠী হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের প্রতিনিধি। পূর্ব বাংলায় নেমে আসবে এই চার পাহাড়ের শোষণ, এর সাথে যুক্ত হবে চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠনের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ অর্থাৎ দুই পাহাড়। পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের দ্বারা মুক্ত হলে এভাবে ছয় পাহাড়ের শোষণ জনগণের ওপর চেপে বসবে।

চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারত আজ দুর্ভিক্ষ, অভাবের দেশে পরিণত হয়েছে। সেখানে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকা একটা ইলিশ মাছ, একটা ডিম এক টাকা। জনগণ সারাদিন দেড় ছটাক চালও খেতে পায় না। অনাহার, বেকারী, অসুস্থতার ফলে জনগণ উপলব্ধি করছে, বৃটিশের হাত থেকে 'স্বাধীনতা' অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে বিড়লা, টাটা, ভারতের জমিদার-জোতদার এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি, উপজাতিকে শোষণ করছে। তাঁরা গণতন্ত্রের নামে কায়েম করেছে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, তারা পাক সামরিক দস্যুদের মত রাজপথে, বাড়িতে বিনাবিচারে জনগণকে গুলি করে হত্যা করে, বন্দী করে, গ্রাম লুট করে, পুড়িয়ে দেয়, সেখানে জনগণকে হত্যা করে।

শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতের কৃষক-জনতা আজ বিদ্রোহ করছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে চার পাহাড়ের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। এরাই আজ নকশাল নামে জমিদার, পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ভারত পূর্ব বাংলায় তার কলোনী স্থাপন করে তার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট কিছুটা দূর করার চেষ্টা করছে। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের এই কলোনীতে লুণ্ঠন ও শোষণের বখরা নেয়া এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে।

পূর্ব বাংলার সীমান্ত বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার মাছ, মাংস, ধান, পাট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কালোবাজার হয়ে ভারতে যায়। এর ওপর রয়েছে পাক সামরিক দস্যুদের লুণ্ঠন ও শোষণ। তবুও পূর্ব বাংলার জনগণ দেড় টাকা বা তার কম সের চাল, এক টাকা দেড় টাকা দর ইলিশ মাছ, ছোটোখাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য, কিছু কিছু চাকুরি পায়।

ভারতের কলোনী হলে পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-চাল-সব্জি চলে যাবে কোলকাতা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয়ে। পূর্ব বাংলার জনগণকে তখন খেতে হবে পাঁচ টাকা সের চাল, আট টাকায় একটি ইলিশ মাছ, সাধারণ শিক্ষিত দূরের কথা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের মাঝে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারীদের চাকুরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ভারতের প্রায় লাখ খানেক বেকার ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়েক লাখ বেকার ডাক্তারদের সাথে। একশ' দেড়শ' টাকার চাকুরি তাদের জন্য সৌভাগ্য হবে।

পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প চলে যাবে ভারতের বিড়লা, টাটা এবং অন্যান্য দক্ষ পুঁজিওয়ালা মারোয়ারী, সাহা, বসাকদের হাতে।

পূর্ব বাংলা থেকে ১৯৪৭ সাল ও তার পরবর্তীকালে বিতাড়িত হিন্দু জমিদার-জোতদাররা পুনরায় ফিরে আসবে গ্রামসমূহে, দখল করবে তাদের পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি, কৃষকদের ওপর শুরু করবে নির্যাতন।

সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর নেমে আসবে ধর্মীয় নির্যাতন, রায়ট, দাঙ্গা।

পূর্ব বাংলার জনগণ পৃথক ভূখণ্ড চেয়েছিল কেন? সুদীর্ঘকাল থেকেই পূর্ব বাংলা ছিল হিন্দু জমিদার আর ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠনক্ষেত্র। জমিদার-ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, পূর্ব বাংলা ছিল কলিকাতার পশ্চাদভূমি। পূর্ব বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল। হিন্দু জমিদারদের নির্মম মুসলিম বিরোধী নির্যাতনের কাহিনী শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম জনগণের ওপর এ নির্মম নির্যাতন ও শোষণের কারণেই তারা পৃথক ভূখণ্ড পূর্ব বাংলা দাবি করে।

পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনীতে পরিণত হলে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য হবে তপ্ত খোলা থেকে চুলায় পড়ার সামিল।

৬.

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর দস্যুরা এখনও পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল করেনি, এর মাঝে তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহ্য করছে না, ফ্যাসিস্ট হিটলারের মত পূর্ব বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ করছে এরূপ অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য বন্দুক ব্যবহার করছে। পূর্ব বাংলা এদের নেতৃত্বে মুক্ত হলে সেখানে এরা কায়েম করবে হিটলারের এক পার্টির একনায়কত্বের শাসন ও লুণ্ঠন।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে এরা যে গণতন্ত্র চায় তা হলো হিটলারের এক পার্টির ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, এরা যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন এবং এরা যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চায় তা হচ্ছে ভারতের ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনী হিসেবে পূর্ব বাংলাকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করা।

৭.

পূর্ব বাংলার জনগণকে এরা ভাওতা দিতে সক্ষম হচ্ছে কারণ, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-বাসার, মতিন-আলাউদ্দিন ট্রটস্কী-চেবাদী, কাজী-রণো ষড়যন্ত্রকারী এবং মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকচক্র পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে বামপন্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এদের অনেকে পাক-সামরিক দস্যুদের দালালী করে।

৮.

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট দস্যুরা ব্যাপক হারে ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করছে। তারা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-শস্ত্রে

সুসজ্জিত। তারা দম্ভভরে বলে বেড়াচ্ছে পূর্ব বাংলা তারা এবার দখল করবে, একে ভারতের কলোনীতে পরিণত করবে।

এরা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে ভারতের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয় এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের আক্রমণ করছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, পাট পুড়াচ্ছে, জনগণকে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উৎখাত করছে, যত্রতত্র মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, জনগণকে হত্যা করছে, বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করছে। পানাহার, নারী নিয়ে মত্ত রয়েছে। পাক-সামরিক দস্যু ও তাদের দালালদের আক্রমণ করা তাদের গৌণ কাজ।

এদের অধিকাংশই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ভারতে কয়েকদিন ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকে, নৌকায় অবস্থান করে. অনেক সময় সামন্ত-জমিদার-জোতদারদের বাড়িতে থাকে। কয়েকটি দলের একজন কমান্ডার থাকে। এ সকল দলের নিজেদের মাঝে ঐক্য বা হৃদ্যতা, শৃংখলা খুবই নিম্নমানের। মাদারীপুর মহকুমার ডামুড্যিায় পাক-সামরিক দস্যুদের আক্রমণের সময় দেখা যায় তাদের মাঝে কোন সমন্বয় নেই। ফলে এরা মার খায়।

এরা মুখে বলে গেরিলা যুদ্ধ করছে, নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে এরা প্রয়োগ করছে সামনা-সামনি অবস্থান যুদ্ধ, ঘেরাও যুদ্ধের কৌশল। ডামুড্যিয়া এলাকায় তারা বাংকার থেকে পাক-সামরিক দস্যুদের আক্রমণ করে। পাক-দস্যুদের একদল পিছন দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে খতম করে। ডামুড্যিয়ার নিকট ভেদরগঞ্জ থানা পনেরো ঘণ্টা ধরে আক্রমণ করে, বহু মর্টার-গোলা বর্ষণ করে তা ধ্বংস করে।

অস্ত্রের ওপর অতি নির্ভরতা, দখলকৃত ভূমি হাতছাড়া হতে না দেয়া, নিজেদের শক্তির ওপর অতিবিশ্বাস, শত্রু শক্তির ওপর অবিশ্বাস. জনগণের ওপর অনির্ভরতা প্রভৃতি নিজেদের ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে না শেখার ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাদের উপরোক্ত যুদ্ধনীতি ও কৌশল।

শত্রুকে তাদের গেটের বাইরে ঠেকাবার জন্য তারা তাদের শক্তি একত্রিত করে, পাক-দস্যুদের বাধা দেয়, সামনা-সামনি যুদ্ধ করে এবং ধ্বংস হয়।

তারা জাতীয় শত্রুদের খতম করা, জাতীয় শত্রুদের ভূমি কৃষকদের মাঝে বিতরণ. দেশপ্রেমিক সামন্তবাদীদের শোষণ কমানো. দেশপ্রেমিক অন্যান্য শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, জনগণকে সশস্ত্র করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করা, জনগণের ওপর নির্ভর করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে না; উপরন্তু জনগণকে করে অত্যাচার, দেশপ্রেমিকদের হত্যা। একারণে পূর্ব বাংলার কোটি কোটি জনতা তাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের নিয়মিত বাহিনী একার পক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

সর্বোপরি তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধ করছে। একারণে তারা ব্যর্থ হচ্ছে গণযুদ্ধের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে।

অতীতেও তারা এই যুদ্ধনীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেছে। তারা শহর দখল করার দিকে প্রথম নজর দেয়, শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে, নিজেদের দখলকৃত এলাকা বজায় রাখার জন্য শহর-বন্দরে সামরিক দস্যুদের বাধা দেয়। তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র-লোকজন এবং দখলকৃত শহর-বন্দর থাকতেও তারা পরাজিত ও উৎখাত হয়।

চট্টগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর., পুলিশ, ছাত্র, ভারতীয় সৈন্য সমেত হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিরোধ তৈরি করে, টেলিফোন লাইন বসায়, অস্ত্র, সৈন্য আনার জন্য ভারতের সাথে ট্রাক যোগাযোগ স্থাপন করে, তারা কামান, মর্টার, মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যতীত সবকিছু ব্যবহার করে। কিন্তু সম্মুখ অবস্থান যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় এবং ভারতে বিতাড়িত হয়।

মেজর জিয়া দম্ভভরে চট্টগ্রামে ঘোষণা করেছিল ঢাকা কয়েকদিনের মাঝে দখল করবে। মেজর জলিল ঘোষণা করেছিল বরিশাল আর পরাধীন হবে না। এদেরসহ আরো অনেক মেজর-ক্যাপ্টেন-লেফটেনান্টের মাথা শেষ পর্যন্ত দেয়ালে ঠেকে, তারা ভারতে বিতাড়িত হয় বা প্রাণ হারায়। এদের ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং তারা ভারতে যেতে বাধ্য হয়।

ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যদি তাদের আশ্রয় না দিত, পুনরায় সশস্ত্র না করতো তবে তাদের এই বিদ্রোহ জুন-জুলাই মাসেই শেষ হয়ে যেতো।

ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে পুনরায় তাদের পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করার প্রক্রিয়ায় তাদের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। অতীতে তাদের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয়, তারা ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধক দেয়।

এভাবে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ জাতীয় পরাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলাসহ পৃথিবীর কোনো প্রগতিশীল শক্তিই তাদের এ প্রগতিবিরোধী পশ্চাদগামী যুদ্ধ সমর্থন করে না।

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধনীতি ও কৌশল এবং কার্যকলাপ এবং প্রগতিবিরোধী যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী দস্যুরা তাদের সবল দিকসমূহ ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা তাদের সৈন্যদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, উন্নত সৈন্যসংস্থান (কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ান, রেজিমেন্ট ইত্যাদি), শৃংখলা, ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক অস্ত্র, আন্তর্জাতিক দেশসমূহের সমর্থন বা নিরপেক্ষতা ব্যবহার করছে।

এ কারণে ২৫শে মার্চের পরবর্তী সময় বিরাট এলাকা ও শক্তি এবং গণসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টরা পরাজিত হয়।

বর্তমানেও তারা একই কারণে পরাজিত হবে যত অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য তাদের থাকুক না কেন। তাদের লোকজন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, অনেকে ভারতে পালিয়ে যাবে। তাদের

অস্ত্র-শস্ত্র কিছু অংশ পাক-সামরিক দস্যুদের হাতে যাবে, কিছু অংশ নদী-খাল-পুকুর-মাটির তলে আশ্রয় নেবে, কিছু অংশ আমাদের হাতে আসবে, বাকিটা ভারতে ফেরত যাবে। তাদের ভুলের জন্য পুনরায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাবে, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হবে।

পাক-সামরিক দস্যুদের পরাজিত করে পূর্ব বাংলা দখল করতে হলে বিরাট সংখ্যায় অর্থাৎ হাজারে হাজারে তাদেরকে একে একে যুদ্ধে খতম করতে হবে; তাদের ঘাঁটি ও শহর দখল করতে হবে। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের ঘেরাও যুদ্ধ ও অবস্থান যুদ্ধও করতে হবে। এজন্য যে সৈন্য-সংস্থান, শৃংখলা, যুদ্ধ অভিজ্ঞতা, মনোবল ও যুদ্ধনীতি এবং কৌশল প্রয়োজন তা এ মুক্তি বাহিনীর দস্যুদের নেই।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দ্রুত পূর্ব বাংলা দখল করার আরেকটি পথ অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা বা গোটা পাকিস্তান আক্রমণ করা এবং তাদের তাবেদার মুক্তি বাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটানো। অর্থাৎ সীমান্ত আক্রমণ করে পাক দস্যুদের সেখানে ব্যপৃত রাখা ও তাদের ধ্বংস করা এবং তাবেদার বাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলা ভেতর থেকে দখলের সুযোগ করে দেয়া।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে সৈন্য আসতে না পারে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত আক্রমণ করা, সমুদ্র দিয়ে যাতে পূর্ব বাংলায় সামরিক দস্যুরা আসতে না পারে তার জন্য সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এতে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে যাবে। চীনসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পূর্ব বাংলা দখলের এ আগ্রাসী যুদ্ধকে বিরোধিতা করবে। পূর্ব বাংলার জনগণেরও একটা বিরাট অংশ এ যুদ্ধকে বিরোধিতা করবে। ভারত নিজেও অধিকতর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে।

ভারতের আগ্রাসী বাহিনী এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরস্থ তাবেদার মুক্তি বাহিনীর একযোগে আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

একটি পরিস্থিতি হতে পারে– পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয়, পূর্ব বাংলা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনীতে রূপান্তর, মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় একটি পুতুল সরকার গঠন।

অন্য পরিস্থিতি হতে পারে– পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট দস্যুরা অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান ও ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে, তখন আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনার পথ গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোন পথ থাকবে না। এর ফলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হবে, আপোষ-টেবিলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ স্বীকার করে সমাধানে আসার জন্য ভারত, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাবেদার মুক্তি বাহিনী প্রচেষ্টা চালাতে পারে। ফলে অনিবার্যভাবেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে এসে পড়বে।

পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের কলোনীতে রূপান্তরিত করলে পূর্ব বাংলার জনগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হবে তাদের রক্তদান বৃথা হয়েছে; ছয়

পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন উপড়ে ফেলার জন্য তারা প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করবেন। সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টি ব্যতীত এ সংগ্রামে নেতৃত্বদানের আর কেউ থাকবে না।

যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের নেতৃত্ব আসবেই।

ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে পূর্ব বাংলাকে তার কলোনীতে রূপান্তরিত করবে এ সম্ভাবনা কম, ভারতের পক্ষে সীমান্তে উসকানি সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। এর কারণ ভারতের এই আগ্রাসী যুদ্ধ চীনসহ বিশ্বের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ বিরোধিতা করবে। এ যুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে, এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠবে। প্রথম মহাযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে চীনসহ আরো বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ। কাজেই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান, ভারত, পূর্ব বাংলা যে কোন স্থানেই সর্বহারা শ্রেণির দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এজন্য প্রচেষ্টা চালাবে যুদ্ধকে রোধ করতে।

৯.

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার আওয়ামী লীগ ও মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের দ্বারা জাতীয় মুক্তির নামে প্রগতি বিরোধী জাতীয় পরাধীনতার যে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চলছে তা পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্র বা আপোষ-টেবিল কোনোটার মাধ্যমেই এরা পূর্ব বাংলাকে সকল বৈদেশিক শোষণমুক্ত এবং দেশের অভ্যন্তরে সামন্তবাদীদের উৎখাত করে কৃষকের মুক্তি আনতে সক্ষম হবে না।

পূর্ব বাংলার জনগণ অনেকেই এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছে না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক জনগণ এদের ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে এদের প্রকৃত ছয় পাহাড়ের দালালীর চরিত্র বুঝতে পারবে এবং অনিবার্যভাবেই জনগণ এদেরকে কবরস্থ করবে।

ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হতে ইচ্ছুক নয়, এরূপ আমাদেরসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধরত দেশপ্রেমিকদের এবং নিরীহ শিশু, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধের রক্তে এরা হাত কলংকিত করেছে, আজ হোক কাল হোক, রক্ত দিয়েই তাদেরকে এ রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। সমাজ নিজস্ব নিয়মেই এগিয়ে যাচ্ছে। যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন তারা পূর্ব বাংলাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না, পূর্ব বাংলার জনগণ ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের জাতীয় পরাধীনতার প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার বিপ্লবী যুদ্ধ দ্বারা বিরোধিতা করবে, পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে পূর্ব বাংলা থেকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করবে, সামন্তবাদকে উৎখাত করে কৃষক-জনতাকে মুক্ত করবে, এবং স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করবে। পূর্ব বাংলার জনগণের বিজয় অনিবার্য।

☆

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ওপর নির্ভর করুন
পাক-সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান এবং ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জনগণবিরোধী তৎপরতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন
গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিন

(অক্টোবর, ১৯৭১)

পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের শীতকালীন অভিযান শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ অভিযান তীব্রতর ও নির্মম হয়ে উঠবে। ১৯৭২ সালের জুন-জুলাই পর্যন্ত এ অভিযান চলবে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের এ শীতকালীন অভিযানের লক্ষ্য হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন জাতীয় মুক্তি বাহিনীর গেরিলা এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তি বাহিনীকে গ্রাম থেকে উৎখাত করা, গ্রামসমূহকে পরিষ্কার করা, ডিসেম্বরের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের শীতকালীন অভিযানে যুক্ত হয়েছে ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্যা। এরা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ও তার নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি বাহিনীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কাজেই একদিকে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের শীতকালীন অভিযান, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের টিকে থাকা ও বিকাশ লাভ করার সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

১.

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তি বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে ধ্বংস করার জন্য পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টরা ঘেরাও-দমন অথবা 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান পরিচালনা করবে।

প্রথমটিকে তারা প্রয়োগ করে ঐ সকল এলাকায় যেখানে মুক্তি বাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র রয়েছে বলে তারা মনে করে। যেমন ১নং ফ্রন্ট এরিয়া[1]। প্রথমে সমগ্র অঞ্চলকে তারা ঘেরাও করে, এ অঞ্চল থেকে বেরুবার পথসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে প্রধান

---

[1] বরিশালের পেয়ারাবাগান এলাকাটি ছিল ১নং ফ্রন্ট এরিয়া।– *প্রকাশক*

ক্যাম্প স্থাপন করে, কারফিউ জারি করে, প্রতি ক্যাম্পের মধ্যকার অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করে। এ সকল প্রধান ক্যাম্পের সাথে নিকটবর্তী বড় সামরিক ঘাঁটির সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে।

এরপর তারা ঘেরাওকৃত অঞ্চলের মাঝে কয়েকটি উপক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পগুলো সাধারণত তারা স্কুলবিল্ডিং বা পাকা বাড়িতে স্থাপন করে। এ সকল ক্যাম্প থেকে তারা ঘেরাও-এর মধ্যকার ও আশেপাশের প্রতিটি গ্রামে 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান পরিচালনা করে এবং সবকিছু লুট করে, পুড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে হত্যা করে।

অনেক ক্ষেত্রে তারা বন্দুক দেখিয়ে এবং জাতীয় শত্রুদের সহায়তায় আশেপাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার জনসাধারণকে গেরিলাদের খোঁজ করা, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যার কাজে লাগায়। অনেক সময় তারা ধর্মের পার্থক্য বা ভাষা, জাতীয়তার পার্থক্যকে কাজে লাগায় এবং জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

গেরিলারা ধ্বংস হয়েছে বা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বা নিজেদের পরাজয় বরণ পর্যন্ত এ অভিযান তারা অব্যাহত রাখে। এর পর তারা ঘেরাও উঠিয়ে চলে যায়।

'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান সাধারণত দিনে শুরু হয়, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয়, কয়েক দিক থেকে ধ্বংসকারী বাহিনী একস্থানে মিলিত হয়, সারাদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দস্যুবাহিনী দিন থাকতেই শহরের ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

ঘেরাও-দমন বা 'খোঁজ কর, খতম কর' অভিযানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাক-সামরিক দস্যুদের ইউনিটসমূহ ঝোপঝাড়, মাঠ ঘাট লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। এর কারণ, তারা অজানা-অচেনা গ্রামের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়, মাঠ-ঘাট, বাড়ি ঘরকে শত্রু বলে ভয় করে, যে কোন স্থান থেকে অতর্কিতে হামলার সম্ভাবনায় তটস্থ থাকে। এর ফলে তাদের অবস্থান সহজেই জানা যায়।

শহরে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রু, আশে-পাশের জাতীয় শত্রু ও তাদের গ্রামস্থ গোপন ও প্রকাশ্য চররা সামরিক ফ্যাসিস্ট দস্যুদের সাথে আসে, পথ দেখিয়ে দেয়; লুট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করে; খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে, খবর সরবরাহ করে, গেরিলাদের খোঁজ করে, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেয়।

২.

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাযথ খবরের ভিত্তিতে আমাদের কোন কোন ইউনিটকে ঘেরাও করে, নিরস্ত্র করে কিছুসংখ্যক কর্মীকে হত্যা করে। টাঙ্গাইলের জাতীয় শত্রু চেয়ারম্যানের খবরের ভিত্তিতে তারা আমাদের দু'জন গেরিলাকে কেটে কেটে লবণ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বহু স্থানে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে।

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল এরূপ কিছু বুদ্ধিজীবী, ভ্রষ্ট সর্বহারাদের আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের গেরিলা বাহিনীতে নিয়েছিলাম, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ভারত-

প্রত্যাগত মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা প্ররোচিত হয়ে দলত্যাগ করে এবং বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে আমাদের কর্মীদের ও ইউনিটের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তাদের সাথে যোগদান করে। অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে বেঁচেছিল এরূপ কিছু সংখ্যক সামন্তবাদী, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী সহানুভূতিশীলরা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খবর সরবরাহকারী হয়।

কয়েক ক্ষেত্রে ঐক্যের আলোচনার কথা বলে তারা ঐক্য-বৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করে, মৃত্যুদণ্ড দেয়। এক্ষেত্রে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে; তারা বুক পেতে বলে আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর একে হত্যা কর; জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কয়েক ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত আমাদের কর্মীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

৩.

আমাদের গেরিলা বাহিনী শূন্য থেকে গড়ে উঠেছে, তাদের সংখ্যা কম, বন্দুক এবং পুরানো রাইফেল দ্বারা সজ্জিত। অস্ত্রের স্বল্পতার জন্য সকল গেরিলা সশস্ত্র নয়। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে লড়াইয়ে তারা অভ্যস্ত নয়। এগুলো হচ্ছে তাদের দুর্বলতা। পক্ষান্তরে তাদের শক্তিশালী দিক হলো, তাদের শৃংখলা উন্নত, তারা নিজেদের দেশে ন্যায় যুদ্ধ করছে। জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে পোড় খাওয়া, রাত্রি-অভিযানে অভ্যস্ত, বিভিন্ন ইউনিট ও উচ্চস্তরের সাথে দৃঢ় সংযোগ রয়েছে, গেরিলাদের পরিচালনাকারী একটি সঠিক রাজনৈতিক পার্টি রয়েছে, রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ, জনসাধারণের সাথে তারা অনেকখানি যুক্ত।

পাক-সামরিক দস্যুদের শক্তিশালী দিক হলো তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা, আধুনিক অস্ত্র, সামন্তবাদী ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কষ্টসহিষ্ণুতা। কিন্তু তাদের দুর্বল দিক হলো তারা বিদেশে অন্যায় বর্বর যুদ্ধ করছে, তাদের জনসমর্থন নেই। তাদের সংখ্যাস্বল্পতা, অজানা-অচেনা গ্রামে তারা লড়াই করছে।

আওয়ামী লীগের মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের সবল দিক হলো তাদের আধুনিক অস্ত্র রয়েছে, লোকবল রয়েছে, ভারত তাদেরকে সহায়তা ও সমর্থন করছে, ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করছে, তাদের কিছুটা গণসমর্থনও আছে। তাদের দুর্বল দিক হলো তারা জনগণের ওপর অত্যাচার করে, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব নেই, ছয় পাহাড়ের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনী স্থাপনের জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধ করছে, তাদের নিজেদের মাঝে সংযোগ কম, নিজেদের মাঝে সংঘর্ষ হয়, তারা জনগণের সাথে যুক্ত নয়।

আমাদের দুর্বলতা ও শত্রুর সবলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে আমাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হবে, এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের সবলতা এবং শত্রুর দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে আমরা শত্রুর আক্রমণকারী দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও

আক্রমণ করে দ্রুত ধ্বংস করতে পারি। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দুর্বলতা কেটে যাবে, শত্রুর দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের হাতে ধ্বংস হবে।

৪.

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টরা সংখ্যাস্বল্পতার কারণে ঘেরাও-দমন বা 'খোঁজ কর, ধ্বংস কর' অভিযানে নিজেদেরকে ছোট ছোট ইউনিটে (২ জন, ৪ জন, ৬ জন) ভাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমগ্রের তুলনায় কোন কোন ক্ষুদ্রদল দুর্বল হয়ে পড়ে।

জনসমর্থন নেই এবং জনগণ তাদের সাথে সহযোগিতা করে না বলে তারা গেরিলাদের অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ খবর পায় না, অজানা-অচেনা এলাকায় যুদ্ধ করছে বলে তারা পথ-ঘাট চেনে না, ফলে তাদের অগ্রসরমান ইউনিটসমূহের মাঝে ফাঁক রয়ে যায়, ঘেরাও বলয়েও ফাঁক রয়ে যায়।

আমাদের গেরিলারা অগ্রসরমান পাক-সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটের ফাঁকের মাঝে অবস্থান করতে পারে, সবচাইতে দুর্বল ইউনিটকে অনুসন্ধান করে তাকে অনুসরণ করতে পারে, সুবিধামত স্থানে দস্যুদলটিকে কয়েকজন গেরিলা সমাবেশ করে অতর্কিতে হামলা করে ধ্বংস করতে পারে। আক্রান্ত ইউনিটের সহায়তায় অন্য কোন নিকটস্থ ইউনিট যাতে আসতে না পারে সেজন্য তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য গেরিলা নিয়োগ করা যায়। গেরিলারা দস্যুদলটিকে পরিপূর্ণভাবে ঘিরে ফেলবে, গুলির জাল তৈরি করবে, একটিও দস্যু যেন বেরিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে, দ্রুত শত্রুদের খতম করে আহত, বন্দী, অস্ত্র, পোশাক নিয়ে সরে পড়তে হবে। সম্ভব হলে ও সুযোগ থাকলে অন্য দস্যু ইউনিটকে আক্রমণ করতে হবে।

চলমান শত্রুকে এভাবে আক্রমণের জন্য আমাদের শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোপন থাকতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাল-লতা-পাতা দিয়ে ছদ্মাবরণ তৈরি করতে হবে, ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন-কলার ঝাড়, জঙ্গল, শত্রুর পথে পড়বে এরূপ বাড়িতে লুকিয়ে ওৎ পেতে থাকতে হবে।

অনুসন্ধানের ভুলের জন্য বড় শত্রুকে আক্রমণ করে ফেললে বা অন্য কারণে দ্রুত খতম করা সম্ভব না হলে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য অল্পসংখ্যক গেরিলা রেখে গেরিলাদের প্রধান অংশকে সরে পড়তে হবে। বাকিরা শেষে সরে পড়বে। পাক-সামরিক দস্যুরা যখন কোন বিল্ডিং-এ ক্যাম্প করে বা বেশি সংখ্যায় অবস্থান করে তখন আমরা আক্রমণ করবো না। কেবলমাত্র চলমান শত্রুকে আমরা পূর্ব থেকে ওৎ পেতে অতর্কিতে আক্রমণ করবো।

শত্রু খতম নিশ্চিত হলেই আমরা আক্রমণ করবো। শত্রুদের খতম করা, তাদের অস্ত্র দখল করা যায় না এরূপ অবস্থায় আমরা একটিও বুলেট নষ্ট করবো না, অর্থাৎ ক্ষয়কারক যুদ্ধ করবো না। শত্রু সম্পূর্ণ খতম হলেই তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ আমরা দখল করতে পারি, তাদের শক্তি কমিয়ে দিতে পারি, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে, জনগণ ও গেরিলাদের সাহস বাড়াতে পারি, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরাও শক্তিশালী হতে পারি।

"শত্রু এগোয় আমরা পিছুই, শত্রু শিবির ফেলে আমরা হয়রান করি, শত্রু ক্লান্ত হয় আমরা আক্রমণ করি, শত্রু পালায় আমরা পিছনে ধাওয়া করি।" "যখন আমরা জিততে পারি তখন লড়ি, জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি। তারা (শত্রু) যখন আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, আমরা তখন লড়বো না, এমনকি, আমাদের খুঁজেও পায় না। কিন্তু আমরা যখন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই তারা যেন পালাতে না পারে এবং সঠিকভাবে আঘাত হানি ও নিশ্চিহ্ন করি। যখন আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারি তখন করি, যখন পারি না তখন আমাদের নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ দেই না।" প্রভৃতি নীতিসমূহ আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের আক্রমণের সাথে যুক্ত করতে হবে জনসাধারণের প্রতিরোধ। সমস্ত রাস্তা উপড়ে ফেলে ক্ষেত বানিয়ে ফেলা, শত্রুর আগমন পথে খাদ কেটে বাঁশের বা সুপারী গাছের বিষাক্ত শলা পুঁতে রেখে ঠিক রাস্তার মত বানিয়ে রাখা, শত্রুর চলার পথে পড়ে এরূপ খালের মধ্যে বিষাক্ত শলা পুঁতে রাখা, রাস্তায় গর্ত করে পায়ের মাপমত কাঠে লোহার শলা মেরে পুঁতে রাস্তার সমান করে ঢেকে রাখা, গ্রামের ঝোপ-ঝাড় থেকে বিষাক্ত তীর, ল্যাজা, বল্লম মারার ব্যবস্থা করা, রাস্তায় গ্রেনেডের ফাঁদ বানানো, মাইন পোতা, সম্ভব হলে ভীমরুল ট্রেইন করে তার ফাঁদ পেতে রাখা প্রভৃতি কাজ জনসাধারণের সাহায্যে করা যায়।

এভাবে গেরিলা ও জনগণের সমন্বিত যুদ্ধের ফলে পাক দস্যুদের ব্যাপকভাবে ক্ষতি করা সম্ভব। এ ধরনের সমন্বিত যুদ্ধ সম্ভব জাতীয় শত্রুমুক্ত আমাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায়, যেখানে জনগণ আমাদের পক্ষে এবং শত্রুর নিকট খবর যাবে না। এ কারণে সামরিক দস্যুদের ভুলিয়ে মুক্ত অঞ্চলের গভীরে নিয়ে আসতে হবে, তাদেরকে জনগণ ও গেরিলাদের সমন্বিত যুদ্ধের সমুদ্রে ফেলতে হবে।

এভাবে যদিও আমাদের অস্ত্র, সৈন্য-সংখ্যা কম, ও তাদের মান নিচু, কিন্তু অধিকাংশ গেরিলাদের একত্রিত করার পদ্ধতি, জনগণের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষিত, আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ গেরিলাদের একত্রিত করলে তা পাক-সামরিক দস্যুদের দুর্বল অংশের তুলনায় অনেকগুণ শক্তিশালী হয়। এভাবে সমগ্রের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও অংশের তুলনায় আমরা উৎকৃষ্ট, এভাবে তাদের ঘেরাও-দমনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গ্রহণ করি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি। কিন্তু তাদের দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও ও ধ্বংস করে আমরা প্রয়োগ করি আত্মরক্ষার মাঝে আক্রমণের রণকৌশল।

যখন পাক-সামরিক দস্যুরা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে, গেরিলাদের অঞ্চল ছোট, জনসাধারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, পাক-সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটসমূহের শক্তি ক্ষমতা আমাদের আক্রমণের ক্ষমতার চেয়ে বেশি, তখন আমাদেরকে গ্রুপে ভাগ হয়ে ঘেরাও বলয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আশে-পাশের শত্রু-অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। অনেক সময় নিকটবর্তী আমাদের অন্য অঞ্চল থাকলে সেখানে সরে যাওয়া যায়। শত্রু অঞ্চলে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, সহানুভূতিশীল, তাও সম্ভব না হলে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, সবুজ শস্যের যবনিকার মাঝে আশ্রয় নেওয়া যায়।

ঘেরাও-দমন অভিযানে টিকতে না পারলে কোথায় স্থানান্তরিত করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি থাকা উচিত। বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হলে বিপর্যয়ের ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ১নং ফ্রন্ট এরিয়া থেকে পাক-সামরিক দস্যুদের চাপের ফলে প্রত্যাহার এর উদাহরণ।

ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে গেরিলাদের থাকতে হবে (শত্রু এলাকায়, মুক্ত এলাকায়ও), তাদের মধ্য থেকে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে, পার্টি গড়ে তুলতে হবে, তাদের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করে জাতীয় শত্রু খতম অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। শত্রু-এলাকায় উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনার সাথে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে।

বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটসমূহকে যোগাযোগের স্থান, উপায়, দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ঘেরাও-দমনের বাইরের শত্রু-এলাকায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিটের স্বাধীনভাবে কার্যপরিচালনার ক্ষমতা।

ঘেরাও উঠে গেলে গেরিলা বাহিনী পুনরায় তাদের ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসবে।

এজন্য সমভূমিতে অস্থায়ী চরিত্রের ঘাঁটিতে বিরাট বিরাট স্টোর করা উচিৎ নয়, বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় এরূপ মালপত্র রাখা উচিত। দখলকৃত দ্রব্যাদির মাঝে যা বিক্রয় করা যায় তা বিক্রি করতে হবে, যা জনগণের মাঝে বিতরণ করা যায় তা বিতরণ করতে হবে।

এ সকল অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পার্টির নেতৃত্বে এক বা একাধিক শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের চাবিকাঠি। স্থানীয় অনিয়মিত গেরিলাদের মধ্য থেকে উন্নতমানের গেরিলাদের নিয়ে নিয়মিত গেরিলাগ্রুপ গঠন, নিয়মিত গেরিলাগ্রুপ নিয়ে প্লাটুন, কয়েকটি প্লাটুন নিয়ে কোম্পানী– এভাবে সৈন্যসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। এ সেনাবাহিনীর মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যুদ্ধের মাধ্যমে একে পরিপক্ক করে তুলতে হবে, জনগণের মাঝে যুদ্ধ ছাড়াও প্রচার চালানো, তাদের মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের সশস্ত্র করা, তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েমে সহায়তা করা, তাদেরকে গণসংগঠনে সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে দক্ষ করে তুলতে হবে। এভাবে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ, জনগণের সাথে যুক্ত, পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে।

অস্থায়ী বা স্থায়ী মুক্ত অঞ্চলে আমাদেরকে প্রকাশ্য কাজের সাথে গোপন কাজের সমন্বয় করতে হবে। ঘেরাও-দমন বা অন্য কোন কারণে আমাদের সেনাবাহিনী ও প্রকাশ্য কার্যরত কর্মীরা অন্যত্র চলে গেলেও গোপন কার্যরত কর্মীরা পার্টি-সংগঠন, গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় গেরিলাগ্রুপ, গ্রাম পরিচালনা কমিটি এবং অন্যান্য গণসংগঠন তৈরি ও পরিচালনা করতে পারবে, উচ্চতর স্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে। স্থায়ী বা অস্থায়ী মুক্ত এলাকায় এ কারণে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। পার্টি-কাজ কিছুটা প্রকাশ্য হলে মূল অংশ গোপন থাকবে। শত্রু এলাকার পার্টি-কাজ সম্পূর্ণ গোপনে হবে। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঘেরাও-দমনের ফলে নতুন জাতীয়

শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করতে না পারে বা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট মুক্তি বাহিনী আমাদের এলাকা দখল করলেও যেন আমাদের কাজ চলতে পারে।

আমাদের নেতৃত্বে জাতীয়-শত্রুমুক্ত এলাকা বিস্তৃত হলে এক অংশে ঘেরাও-দমন হলে আমরা অন্য অংশে সরে যেতে পারি। ১নং ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের মুক্ত এলাকার এক অংশ পাক-সামরিক দস্যুরা ঘেরাও করলেও কিছু অংশ ঘেরাও-দমনের বাইরে ছিল। এ কারণে সভাপতি মাও বলেছেন, গেরিলাদের সমভূমিতে টিকে থাকার প্রধান শর্ত হলো ঘাঁটি এলাকার বিস্তৃতি।

কোন একটি এলাকায় গেরিলা তৎপরতা শুরু করার সাথে সাথেই বিস্তৃতির সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। গেরিলা তৎপরতার সময় দূর-দূরান্ত থেকে জনগণ জাতীয় শত্রু খতমের তালিকা নিয়ে আসে এবং গেরিলাদের আমন্ত্রণ জানায়। গেরিলারা অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, প্রথমে অল্পদূরে এক-দুই দিনের জন্য যাবে, তারপর অধিক দিনের জন্য অধিক দূরে যাবে। এভাবে দূর-দূরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃত হবে, গেরিলা গ্রুপসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিখবে।

যে সকল অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ আসেনি কিন্তু আমাদের স্বার্থে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন সেখানে প্রথমে প্রেরণ করতে হবে সন্ধানী অগ্রগামী দল বা কর্মী। এর কাজ হবে গোপনে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক ও সহানুভূতিশীলদের মাঝে কাজ করে জাতীয় শত্রুদের বিষয় অনুসন্ধান করা, গেরিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা, স্থানীয় লোক সংগ্রহ করা। এই কাজের ভিত্তিতে আসবে গেরিলা দল। তারা জাতীয় শত্রু খতম করবে, সন্ধানী দল এগিয়ে যাবে। তার পিছনে যাবে গেরিলা দল, গেরিলা দলের পিছনে আসবে সংগঠক দল। সংগঠক দল বা ব্যক্তির কাজ হবে জাতীয় শত্রু খতম হয়েছে বা হচ্ছে এরূপ এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে পার্টি, গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ, বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিকদের মাঝে পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুকদের মাঝে গড়ে তুলবে পাঠচক্র।

বিস্তৃতি উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ করা উচিত নয়। বিস্তৃতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চল, ঘাঁটি এলাকা বা ফ্রন্ট এরিয়ার সাথে সংযোগ সাধন করা, মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের বড় সমাবেশ এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া, গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক অঞ্চলের দিকে এগুনো ইত্যাদি।

আমাদের গেরিলা অঞ্চলগুলোর সাথে নদী-খাল যুক্ত। কাজেই নদী-খালে মাঝি, জেলে, চরের লোকদের মাঝে কাজ করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে বা নৌকাসহ গেরিলাদের নদীতে নৌ-গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করতে হবে। তারা নদীতে নৌকা ভাড়া খাটবে বা মাছ ধরে গেরিলা তৎপরতা চালাবে। নদী-খাল সংলগ্ন সমভূমির গেরিলারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সহজেই এ সকল নৌকায় যেতে পারবে। নৌ-গেরিলারা চরাঞ্চল, নদী-খালের উভয় পার্শ্বে, নদী-খালে স্বাধীনভাবে এবং সমভূমির সাথে সমন্বিত করে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পারবে। শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হবে। এভাবে পূর্ব বাংলার বিশেষত সমভূমি আর নদী খাল, উভয় অংশে সমন্বিতভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হলে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

শহরের গেরিলারা গ্রাম এবং নদীর গেরিলাদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রুদের খতম করবে। এভাবে গ্রামের বিপ্লবী যুদ্ধের সাথে শহরের কাজকে সমন্বিত করতে হবে।

৫.

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশেষ কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ, পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠনের লোক ব্যতীত সরাসরি কাউকে গেরিলা দলে রিক্রুট না করা, গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ, মুক্তি বাহিনী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে ইচ্ছুকদের প্রথমে যথাযথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পাঠচক্রে সংগঠিত করতে হবে, সেখানে তারা কৃষকদের মাঝে কাজ করবে, পার্টির লাইনে শিক্ষা গ্রহণ করবে, গেরিলাদের সাথে অপারেশনে যাবে। এ প্রক্রিয়ায় যারা পার্টিতে যোগদানের যোগ্য তাদেরকে গেরিলা বাহিনীতে সংগ্রহ করা যায়। পাঠচক্র বা পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুক নয় এরূপ বুদ্ধিজীবী, জমিদার, ধনী চাষী, মাঝারী চাষী ও অন্যান্য শোষক শ্রেণি থেকে আগতদের গেরিলা হিসেবে সরাসরি সংগ্রহ করা বন্ধ করতে হবে, সংগৃহীত হয়ে থাকলে বের করে দিতে হবে। আলোচনার বিষয়ে আলোচনা সংক্রান্ত নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

যে সকল এলাকায় আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা রয়েছে সেখানে গেরিলা ও পার্টি-কর্মীরা কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করবে। প্রধানত শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষীদের ওপর নির্ভর করবে, তাদের বাড়িতে ছড়িয়ে থাকবে, তাদের মাঝে পার্টি গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলবে, তাদের ওপর নির্ভর করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করবে।

কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামের সবচাইতে বিপ্লবী শ্রেণি। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ মূলত এদেরই যুদ্ধ। আমরা কতখানি এদের ওপর নির্ভর, এদেরকে জাগ্রত ও সংগঠিত করি তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব ও বিপ্লবের বিজয়।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীদের মাঝে জাতীয় শত্রুদের ভূমি বিনামূল্যে বিতরণ এবং দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদার-সুদখোরদের শোষণ কমানো দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতে হবে। ভূমি বিতরণ ও সামন্তবাদী শোষণ কমানোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে কৃষক জনতা একচেটিয়াভাবে আমাদের সমর্থন করবে। আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা এ কর্মসূচির বিরোধিতা করে কৃষকের শত্রু বলে পরিচিত হবে। ইহাই হবে তাদের সাথে আমাদের কাজের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

এদের ওপর নির্ভর করে ছয় পাহাড়ের দালালদের গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করে ধ্বংস করা যায়। জনগণের ওপর নির্ভর করে আমাদের সতেরজন গেরিলা এই প্রতিক্রিয়াশীলদের দুইশত সাতাশি জনকে আক্রমণ করে, পাঁচজনকে হত্যা করে, বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত তারা পাক-সামরিক দস্যুদের হাতে নিহত হয়।

আমাদের মুক্ত এলাকায় ঢুকে পড়া আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ওপরে উল্লিখিতভাবে গেরিলা তৎপরতা চালাতে পারি এবং তাদেরকে উৎখাত ও বিতাড়িত করে আমাদের এলাকায় আমাদের অধিকার কায়েম রাখতে পারি।

৬.

সম্প্রতি আমাদের গেরিলাদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা, আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার মোকাবেলা করা এবং তাদের উপস্থিতি রয়েছে এরূপ অঞ্চলে কাজ করা যাবে কিনা।

সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ১নং ফ্রন্ট এরিয়ায় পাক-সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন অভিযানের তীব্রতা ও নির্মমতা এবং কর্মীদের বই পড়ে সৃষ্ট, পার্বত্য অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক এ ধারণা থেকে। শেষোক্ত প্রশ্নটি উদ্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সর্বত্র উপস্থিতি, তাদের 'নকশাল' পেলেই খতম কর নীতি এবং ১নং ও অন্যান্য ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের ইউনিটসমূহকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করা, কর্মীদের বন্দী ও হত্যা করা, শেষ পর্যন্ত গেরিলাদের বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে প্রত্যাহারের কারণে।

পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমি এবং নদীমাতৃক। পূর্ব বাংলার বিপ্লবের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে এ সমভূমি ও নদীসমূহে গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করা, টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করার সমস্যার সমাধানের ওপর।

গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে সমভূমিতে অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা বা পরিবর্তনশীল মুক্ত এলাকা স্থাপন করা যায়। ১নং, ২নং, ৫নং* পাবনা এবং টাঙ্গাইলের ফ্রন্ট এরিয়াসমূহ তার প্রমাণ।

এ সকল এলাকা জাতীয় শত্রু মুক্ত, গেরিলারা অবাধে বিচরণ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম হচ্ছে বা হয়েছে।

১নং ফ্রন্ট এরিয়া ও অন্যান্য ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে পাক-সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন আমাদের ধ্বংস করতে পারে না, ঘেরাও-দমন পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলেও, ঘেরাও-দমনের বলয় অতিক্রম করে নূতন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করা ও টিকে থাকা যায়। এভাবে ১নং ফ্রন্ট এরিয়ার ঘেরাও-দমনের পর বরিশাল জেলার কয়েকটি অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করে, গেরিলারা টিকে থাকে।

কিন্তু গেরিলাদের মাঝে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা ছিল যারা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগ দেয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমাদের গেরিলাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। কোন কোন এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার-জমিদার, বুদ্ধিজীবীরা আমাদের খবর আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের দিয়ে দেয়। এর ফলে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

---

* ২নং ও ৫নং ফ্রন্ট এরিয়াগুলো ছিল বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে।– *প্রকাশক*

গেরিলা গ্রুপসমূহে পার্টি-সংগঠন না করা, গেরিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষা না দেওয়া, নেতৃত্বের সমরবাদ, কমান্ডার-রাজনৈতিক কমিসারদের উচ্চস্তর ও সদস্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকা, জনসাধারণের মাঝে কাজ না করা, কৃষকের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভর না করা, গেরিলাদের অবস্থানের বিষয় এবং উচ্চস্তর-নিম্নস্তরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথাযথ গোপনীয়তা বজায় না রাখা প্রভৃতি এ বিপর্যয়ের কারণ। কাজেই উপরোক্ত কারণসমূহ দূর করলেই অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগ বন্ধ হবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ আমাদের খতম করতে পারবে না।

উপরন্তু সরাসরি গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ ও পার্টির নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনের বিপ্লবীদের মধ্য থেকে। বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে যারা পাঠচক্রে যোগদানের মাধ্যমে পার্টিতে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে তারাই গেরিলা বাহিনীতে যেতে পারে।

গেরিলা ও পার্টি-কর্মীদের ক্যাম্প করে থাকার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে ছড়িয়ে থাকতে হবে. তাদের সাথে শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, এভাবে কর্মীদের পুনর্গঠন এবং কৃষকদের ওপর নির্ভরতা জন্মাবে এবং জনগণের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এভাবে কৃষক-শ্রমিক-বিপ্লবীদের সমন্বয়ে জনগণের সাথে যুক্ত একটি অপরাজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে।

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা নৌকায় থাকে বা জোতদার-মহাজনদের বাড়িতে থাকে। তারা গেরিলা সংগ্রহ করে কমপক্ষে অষ্টমশ্রেণী পাশ বুদ্ধিজীবী থেকে। অর্থাৎ জোতদার, মহাজন, ধনী চাষী. বুর্জোয়াদের ছেলেদের থেকে।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের সমাজ জোতদার-জমিদার-ধনী চাষীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পক্ষে সহজেই ক্ষেতমজুর. গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে গোপন কাজ করা, গেরিলা সংগ্রহ করা, জাতীয় শত্রু খতম করা, পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম ও নিরস্ত্র করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনী রয়েছে এরূপ অঞ্চলে কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে হবে, একজন একজন করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে। গোপনে থাকতে হবে, প্রয়োজনবোধে থাকার স্থান গোপন রাখার জন্য প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করে থাকা যায়; থাকার স্থানে রাতে প্রবেশ করা আবার শেষ রাতে বেরিয়ে আসা. দিনে প্রয়োজন হলে মাচার ওপর থাকা প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। গেরিলাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া, ফিসফিস করে প্রচার, পোস্টার, লিফলেট মারফত প্রচার চালানোর পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

এক গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরীব চাষীদের সাথে অন্য গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরীব চাষীদের আত্মীয়তা, পরিচয় রয়েছে। এভাবে এক গ্রামে কৃষকের মাধ্যমে গ্রামের পর গ্রামে গেরিলা গ্রুপ গঠন, পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, জাতীয় শত্রু খতম করা, গেরিলা তৎপরতাকে বিস্তৃত করা যায়।

এ সকল কাজে ঐ ধরনের বুদ্ধিজীবী লাগাতে হবে যারা সহজেই ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীদের মত জীবন ধারণ করতে পারে ও কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে মুক্তি বাহিনী স্থায়ীভাবে থাকে না কিন্তু আনাগোনা করে সেখানেও ওপরের পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ঢাকার নিকটে তিনটি অঞ্চলে এভাবে কাজ হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের নাকের ডগায় আমাদের কাজ হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহানুভূতিশীল বা কর্মীদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এদের নিরস্ত্র ও উৎখাত করার কাজ অচিরেই শুরু হচ্ছে।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে রিক্রুটমেন্ট এবং কাজের বেলায় উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের এলাকায়, তারা আনাগোনা করে এরূপ এলাকায় আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা ও টিকিয়ে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে বিতাড়িত করে তাদের এলাকা দখল করা যায়।

আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা সাধারণত নৌকায় অবস্থান করে, চলমান অবস্থায় থাকে। তারা সাধারণত সামন্ত জমিদার, ধনী চাষীদের বাড়িতে ওঠে, বেপরোয়া পান-ভোজ চালায়, অর্থের বিনিময়ে জাতীয় শত্রু ছেড়ে দেয়, তাদের বাড়িতে থাকে, জোর করে অর্থ সংগ্রহ করে, কখনও কখনও গরীব লোকদের বাড়িতে উঠে মাংস-ভাত খেতে না পেলে মারধোর করে, বন্দুকের ডগায় গরীব মাঝিদের বিনাপয়সায় কাজে লাগায়, জনগণকে অস্ত্র বহনে বাধ্য করে, মেয়েদের ওপর নির্যাতন করে, ডাকাতি করে, জনগণের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করে, বিশেষ করে পাট পুড়িয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে।

প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা হচ্ছে জমিদার-জোতদার-ধনী চাষী, বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ শোষক শ্রেণির সন্তান। তারা স্থানীয় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার জন্য বন্দুক ব্যবহার করে।

তারা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যাকে খুশি তাকেই হত্যা করে, এমনকি নিজেদের লোকদেরও হত্যা করে।

তারা জনসাধারণের মাঝে প্রচার, তাদেরকে সশস্ত্র করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজ করে না।

তারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে নিরস্ত্র ও খতম করার পথ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে ছয় পাহাড়ের স্বার্থে কাজ করছে।

এ সকল কারণে জনসাধারণ অধিকাংশ এলাকায় তাদের উপর ক্ষুব্ধ এবং তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কোন কোন এলাকায় জনগণ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম

করলে পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। তারা পাক-সামরিক দস্যু ও মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যুদের উভয়কেই উৎখাত করতে চায়।

এ প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মাঝে প্রায় ক্ষেত্রেই কোন সংযোগ নেই। তারা নিজেদের মাঝে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে নিরস্ত্র করে বা হত্যা করে।

পাক-সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন বা 'খোজ কর, ধ্বংস কর' অভিযান মোকাবিলা করার জন্য যে সামরিক নীতি ও কৌশল, মনোবল, জনগণের ওপর নির্ভরতা প্রয়োজন তা তাদের নেই, যদিও তাদের আধুনিক অস্ত্র ও লোকবল রয়েছে।

যে সকল জাতীয় শত্রুদের বাড়িতে তারা থাকে বা যাদেরকে তারা ছেড়ে দেয় তারাই সামরিক দস্যুদের ডেকে এনে তাদেরকে খতম করবে। কোন কোন এলাকায় জনসাধারণও তাদের বিরুদ্ধে সামরিক দস্যুদের সাথে সহযোগিতা করবে।

পাক-সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযানের মুখে আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বড় বড় ইউনিটসমূহের টেকা সম্ভব হবে না। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে, ভারতে চলে যাবে। ইতিমধ্যেই পরবর্তী বর্ষায় আসবে বলে অনেকেই ভারতে চলে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে এভাবে গ্রেফতারের ফলে বিভিন্ন ইউনিট-সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এর ফলে মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর সৃষ্ট আমাদের উপর চাপ কমে যাবে।*

এরূপ অবস্থায় এ দস্যুবাহিনীর সদস্যদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা, তাদের পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আমাদের পুরোনো এলাকায় পুনরায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

৭.

উপরোক্ত বিষয়সমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করা এবং সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা হলে আমরা অবশ্যই সক্ষম হবো আমাদের বিকাশ ও গতিকে বজায় রাখতে, আরো জটিলতর সমস্যার মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করতে।

নোট ঃ

* আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের পক্ষে শীতকালে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হামলার মুখে টেকা সম্ভব ছিল না।

পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ উৎখাত হয়ে গেলে একমাত্র পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি থাকতো মুক্তিযুদ্ধ চালাতে এবং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শেষ পযন্ত সর্বহারা শ্রেণি জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের নেতৃত্বে চলে আসতো, দেশপ্রেমিকরা সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্টে যোগদান করতো, পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের প্রকৃত মুক্তি আনয়নকারীরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বে এসে পড়তো।

অর্থাৎ, পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে অনিবার্যভাবেই মুক্তিযুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব পরাজিত হতো। বিপ্লবী নেতৃত্ব কায়েম হতো। এ সত্য উপলব্ধি করে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা যুদ্ধ দ্রুত মীমাংসা করার জন্য পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে, যাতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব তার দালালদের হাতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে সৈন্য, অস্ত্র, রসদ আনতে না পারে তার জন্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার জলপথ ও আকাশপথ বন্ধ করে দেয়। পূর্ব বাংলায় যাতে কোন বৈদেশিক সাহায্য না আসতে পারে তার জন্য সমুদ্র অবরোধ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সেখানেও আক্রমণ চালানো হয়।

যৌথ কমান্ড গঠনের নামে মুক্তি বাহিনী প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধীনস্থ সহায়ক বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। মুক্তি বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর কামানের খোরাকের কাজে, রাস্তাঘাট, পুল নষ্ট করা, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও টানার কাজে ব্যবহার করে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের বিমান বাহিনী পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের বিমানসহ যুদ্ধে অভ্যস্ত সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

কাজেই ভারতীয় আক্রমণ ও সরাসরি পূর্ব বাংলা দখল লেখকের বিশ্লেষণ– মুক্তি বাহিনীর পক্ষে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের শীতকালীন অভিযানের মুখে টেকা সম্ভব নয় এসত্য প্রমাণ করছে।

লেখক ও পার্টির যথাযথ বৈদেশিক যোগাযোগের অভাবে ভারতের সরাসরি আক্রমণের বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি। যে কারণে ভারতীয় আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক পরিস্থিতি কি হবে তা বিশ্লেষণ করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

☆

বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে
পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির খোলা চিঠি

(জানুয়ারি, ১৯৭২)

পূর্ব বাংলার সত্যিকার স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ জনগণ আত্মবলিদান করেছেন। তাদের আকাংক্ষিত প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন দাবিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঃ

১। পূর্ব বাংলার ভূমি থেকে অনতিবিলম্বে শর্তহীনভাবে সকল ভারতীয় সৈন্য, সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের ভারতে ফেরত পাঠানো।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থিতিশীলতা আনয়ন, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন বা অন্য কোন কাজে সহায়তা করার জন্য ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সামরিক বা বেসামরিক নাগরিকদের উপদেষ্টা বা অন্য কোন পদে নিয়োগ না করা, নিয়োজিত হয়ে থাকলে তাদেরকে অনতিবিলম্বে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক নাগরিকদের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের অবসান করা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা যাতে জনগণের উপর অত্যাচার করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। পূর্ব বাংলার স্থিতিশীলতা আনয়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজের জন্য পূর্ব বাংলার সম্পদ এবং কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক জনগণের উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা।

৩। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্য থেকে নিয়মিত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গড়ে তোলা এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সশস্ত্র করে স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলা। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য এই সামরিক বাহিনী ও জনগণের উপর নির্ভর করা।

পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য ভারত বা অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর না করা। পূর্ব বাংলার নিয়মিত বাহিনী ও স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব মুক্তি বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। মুক্তি বাহিনীকে নিরস্ত্র করা থেকে ভারতীয় বাহিনীকে বিরত করা। মুক্তি বাহিনীর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা জনগণের উপর অত্যাচার বন্ধ করা।

ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে প্রকাশ্য বা গোপন কোন প্রকার প্রতিরক্ষা চুক্তি, সামরিক চুক্তি বা বন্ধুত্বের চুক্তির আবরনে সামরিক চুক্তি না করা।

৪। পূর্ব বাংলার জামাত, পিডিবি, মুসলীম লীগ (তিন অংশ), নিজামে ইসলাম এবং পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে সহযোগিতা করেছে এইরূপ অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী, দল ও ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়া, ভোট প্রদানের অধিকার, মিটিং, মিছিল ও সংগঠিত হওয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার বাতিল করা। তাদের ভূমি গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা। ভূমি ব্যতীত তাদের শিল্প-ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রাষ্ট্রীয়করণ করা।

এদের মধ্যকার গোঁড়া জনগণ-বিরোধীদের বিচার করা ও শাস্তি প্রদান করা।

৫। আদমজী, দাউদ, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, গান্ধারা, করিম, হাবিব ও অন্যান্য অবাঙালীদের পূর্ব বাংলাস্থ বৃহৎ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রাষ্ট্রীয়করণ করা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জাতীয় পুঁজিকে রক্ষা ও তার বিকাশে সাহায্য করা।

৬। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে সহযোগিতা করেনি– এরূপ পূর্ব বাংলার সামন্ত-জমিদার-জোতদারদের ভূমি ক্ষতিপূরণসহ ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা। মহাজনী প্রথা, সুদ গ্রহণের প্রথা ও বন্ধকী প্রথা বাতিল করা এবং এর ফলে হারানো ভূমি কৃষকদের মাঝে বিনা ক্ষতিপূরণে ফেরত দেয়া। গ্রাম-পঞ্চায়েত ও গ্রাম রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে গ্রামে জমিদার, জোতদার, মহাজন, টাউট, অত্যাচারী, জুলুমবাজদের শাসন কায়েম ও তাদের রক্ষা না করা। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৭। ২৫শে মার্চের পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের তৎপরতার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত, যুদ্ধকালে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য শুরু করার জন্য সাহায্য করা।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা আটককৃত সকল রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান করা।

৮। শর্তহীন ও স্বল্প সুদে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ গ্রহণ করা। প্রকাশ্য বা গোপনে ভারত বা অন্য কোন দেশের সাথে কোন প্রকার স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী অসম বাণিজ্য চুক্তি, পণ্য বিনিময় চুক্তি না করা। গোপনে সম্পাদিত সকল প্রকার চুক্তি জনসাধারণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করা। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারি, শাক-সবজি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভারতে রপ্তানী বন্ধ করা।

ভারত কর্তৃক সরাসরি পূর্ব বাংলা থেকে পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি ক্রয়ের অধিকার বাতিল করা, অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারাবেন।

৯। পূর্ব বাংলার শিল্প ব্যবস্থা, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন, যোগাযোগ এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের পুঁজির অনুপ্রবেশ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিরোধ করা। পূর্ব বাংলা থেকে ভারত বা অন্য কোন রাষ্ট্রে পুঁজি পাচার বন্ধ করা।

পূর্ব বাংলার সীমান্তে কাস্টম ব্যবস্থা চালু করা। পূর্ব বাংলা থেকে ভারত বা ভারত থেকে পূর্ব বাংলায় চোরাকারবারী বা অননুমোদিত উপায়ে দ্রব্যাদি পাচার রোধ করা।

১০। পূর্ব বাংলায় ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, হালকা শিল্প ও কুটীর শিল্প বিকাশ সাধন করা। এদেরকে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে ভারত বা অন্য দেশের পণ্যে পূর্ব বাংলার বাজার দখল প্রতিহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা বরখাস্তকৃত, ছাঁটাইকৃত, ছুটি প্রদত্ত, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এরূপ সকল কর্মচারীদের পুনরায় কাজে বহাল করা। বেকারদের চাকুরির ব্যবস্থা করা।

চাকুরিকালীন অবস্থায় মৃতদের পেনশন ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক নাগরিকদের সরকারি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ না করা। নিয়োজিত হয়ে থাকলে তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

সরকারি, বেসরকারি, সামরিক এবং অন্যান্য সকল চাকুরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পার্টিগত, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রভাবের বিরোধিতা করা, যোগ্যতাকে নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছাঁটাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা।

১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করা, ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, জাতি ও দেশ গঠনমূলক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

১৩। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক শিল্পকলা-চলচ্চিত্র, সাহিত্যসহ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের অবাধ বিকাশের ব্যবস্থা করা। ভারত বা অন্য দেশের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দেশীয় সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা।

১৪। বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রকে একক পার্টির প্রচারযন্ত্র বা বৈদেশিক প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা।

১৫। দেশে সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করা, উপাসনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রদান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা রক্ষা করা। ধর্মীয় সমতার ব্যবস্থা করা।

১৬। বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার ও সমাবেশের স্বাধীনতা, বিক্ষোভ প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। প্রকাশ্যে বা গোপনে বিনা বিচারে গ্রেফতার, হত্যা, আটক রাখার বিরোধিতা করা।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ভারতে না গিয়ে নিজেদের ও জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির মহান গেরিলা যুদ্ধ চালায়, মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলে, একে স্বাগত জানাবার পরিবর্তে মুক্তিবাহিনীর মধ্যকার ফ্যাসিস্টরা এ সকল অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করে নেয়, সর্বহারা পার্টির বহু দেশপ্রেমিক কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল ও জনগণকে নকশাল অভিহিত করে হত্যা করে।

বর্তমানেও প্রকাশ্যে বা গোপনে আওয়ামী লীগ থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের নকশাল অভিহিত ক'রে তাদের বিরুদ্ধে খতম অভিযান পরিচালনা বন্ধ করা। যে সকল ফ্যাসিস্ট খুনীরা এ ধরনের জঘন্য কাজ করেছে তাদের বিচার করা ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জনগণের নিকট প্রকাশ করা। শহীদদের পরিবারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দান করা।

প্রমাণিত আল-বদর, রাজাকার ও পাক-সামরিক দস্যুদের অন্যান্য দালালের কঠোর শাস্তি বিধান করা। কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে স্বতন্ত্র বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিকদেরকে আল-বদর, রাজাকার বা পাক-সামরিক গোষ্ঠীর দালাল বলে খতম করার ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরোধিতা করা।

১৭। পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অনাক্রমণ, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক সহায়তা এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, এই পঞ্চশীলার নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অন্য দেশের সামরিক তৎপরতায় শরীক না হওয়া, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা।

১৮। ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ কর্তৃক পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তাদের দ্বারা প্রদত্ত সাহায্য সুদসহ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৯। ভারত বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের পূর্ব বাংলায় আগমন বা পূর্ব বাংলা থেকে ভারত ও বৈদেশিক রাষ্ট্রে গমনের জন্য প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রবর্তন করা। অবাধ চলাচল প্রতিহত করা।

২০। মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অগ্রাহ্য করা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের ঋণ পরিশোধের যে অংশ পূর্ব বাংলার ওপর পড়ে তা প্রদান না করা।

মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীর পূর্ব বাংলাস্থ সকল সম্পত্তি ও পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা।

২১। সকল ক্ষেত্রে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও কর্মের সুযোগ প্রদান করা।

২২। সকল প্রকার শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময় নির্ধারণ করা এবং প্রগতিশীল শ্রম আইন প্রণয়ন করা। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে নিহত শ্রমিকদের

পরিবারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করা।

২৩। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে ও যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কর্মে অক্ষম ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা।

২৪। আত্মসমর্পণকারী পাক-সামরিক দস্যুদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা। এ সকল দ্রব্যাদি ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক দখল ও ভারতে প্রেরণ বন্ধ করা।

২৫। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

২৬। পূর্ব বাংলায় চালু মুদ্রার মান কমানোর ফলে ভারত লাভবান হচ্ছে। পূর্ব বাংলার বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ভারত অর্জন করছে। ইহা প্রতিরোধ করা এবং মূল্যমান বাড়িয়ে পূর্বের মূল্য ধার্য করা, বাজারে ভারতীয় মুদ্রা চালু বন্ধ করা।

পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য পাচার বন্ধ করা।

২৭। ফারাক্কা বাঁধজনিত সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা।

উপরিউক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়িত না করার অর্থ পূর্ব বাংলার সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতার আবরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খল।

পূর্ব বাংলার জনগণ আশা করে বাংলাদেশ সরকার উপরিউক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়িত করে তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রমাণ দেবেন। অন্যথায় এ সরকার হবে ভারতের পুতুল সরকার এবং পূর্ব বাংলা হবে ভারতের উপনিবেশ।

☆

ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি?

(মার্চ, ১৯৭২)

[১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এদেশ সফরে আসেন। এই প্রচারপত্রটি তখন রচনা ও প্রচার করা হয়েছিল।– *প্রকাশক*]

আপনার সেনাবাহিনী মিত্র বাহিনী। কিন্তু মিত্র বাহিনী কিভাবে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কয়েকশত কোটি টাকার অস্ত্র-যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে গেল, পূর্ব বাংলার বহু কলকারখানা, তার খুচরো অংশ, গাড়ি, উৎপাদিত পণ্য, পাট, চা, চামড়া, স্বর্ণ, রৌপ্য ভারতে পাচার করল?

আপনি আপনার দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা বলে জনগণকে ভাওতা দিচ্ছেন। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাঙালীদের দ্বারা আপনার উপনিবেশ পাহারা দেওয়া, বাঙালীদের দমন করা। এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় দখলদার সৈন্য আপনি সাদা পোশাকে এবং বাংলাদেশ বাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলের ইউনিফর্মে পূর্ব বাংলায় রেখেছেন। আপনার সৈন্য প্রত্যাহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২। আপনি নিজেকে মুক্তি সংগ্রামের বন্ধু বলে জাহির করেন। কিন্তু নাগা, মিজো, কাশ্মিরী, শিখদের মুক্তি সংগ্রামকে কেন ফ্যাসিবাদী উপায়ে দমন করছেন?

ইহা কি প্রমাণ করে না আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সহায়তার বেশ ধরেছেন? এ উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ স্থাপন, আপনার হারানো পশ্চাৎভূমি পুনরুদ্ধার, পূর্ব বাংলা শোষণ ও লুণ্ঠন করে আপনার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপন করা।

৩। আপনি মিত্রের বেশে পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-ডিম-তরকারি-ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রশাসন, দেশরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছেন, পূর্ব বাংলায় আপনারা উপনিবেশ কায়েম করেছেন।

এ উপনিবেশ কায়েমের জন্য আপনি পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

যে সকল দেশপ্রেমিক বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মী যারা আপনার গোলাম হতে রাজী হয়নি তাদেরকে 'নকশাল' অভিহিত ক'রে আপনি খতম করিয়েছেন। এভাবে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্তে আপনি হাত কলঙ্কিত করেছেন।

এতদিন আপনি এ শোষণ ও লুণ্ঠন গোপন চুক্তির মাধ্যমে করেছেন। বর্তমানে ২৫ বৎসরের শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির নামে আপনার তাবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকার প্রকাশ্যে আপনাকে বাঙালী জাতির দাসখত লিখে দিয়েছে এবং আপনার শোষণ-লুণ্ঠনকে ন্যায়সঙ্গত করেছে।

আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলায় ৭০-৮০ টাকা মণ হয়েছে চাল, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য হয়েছে অগ্নিমূল্য। অনাহার-অর্ধাহার ও বেকারীর হাহাকার উঠেছে পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। না খেয়ে লোক মরছে। পূর্ব বাংলার জন্য আপনার দরদ উছলে পড়ছে, চাল ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য পূর্ব বাংলায় পাঠাবার কথা বলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কত গুণ বেশি লুটে নিচ্ছেন তা তো বলেন না, এর ফলেই আজ ভারতে চাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম কমেছে।

এভাবে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আপনি উদ্ধার পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

৪। আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু আপনার দেশে কি আপনি সামরিক বাহিনী, রিজার্ভ পুলিশ, পুলিশ, সশস্ত্র যুব কংগ্রেসের পাণ্ডাদের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট শাসন চালাচ্ছেন না? 'নকশাল' অভিহিত ক'রে শত-সহস্র জনগণকে হত্যা করছেন, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে আপনার নির্যাতনের কোন পার্থক্য আছে কি?

৫। আপনি গলাবাজি ক'রে বেড়ান আপনি ধর্ম নিরপেক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের তাবেদার কংগ্রেসস্থ হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীরা যদি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের উপর রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন না চালাতো তবে কি পূর্ব বাংলার জনগণ পৃথক ভূ-খণ্ড দাবি করতো? তারা এ কারণেই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

১৯৪৭-এর পরে ভারতে মুসলিম বিরোধী কয়েক শত রায়ট হয়েছে। অবাঙালী মুসলমান, কলিকাতা, আসাম, ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালী মুসলমান জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদেরকে বলপূর্বক কপর্দকহীন অবস্থায় পূর্ব বাংলায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা ১৯৪৭ সালে ভারতে গিয়েছিল তাদেরকে আপনি শরণার্থীর বেশে পূর্ব বাংলায় পাঠাচ্ছেন, আপনার পুতুল সরকারের মাধ্যমে তাদের ভূ-সম্পত্তি ফেরত দেওয়াচ্ছেন।

কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বিহারী এবং বাঙালী জনগণকে আপনি তাদের জন্মস্থান ভারতে ফেরত নিতে, তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে কেন রাজী হচ্ছেন না? আপনি আফ্রিকা, বার্মা, সিংহল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ফেরত নিয়েছেন। কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বাঙালী মুসলমানদের ফেরত না নিয়ে আপনি কি প্রমাণ করছেন না যে, 'মুসলিম' এই কারণে তাদেরকে ফেরত নিচ্ছেন না? ইহা প্রমাণ করে আপনি সাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ নন। আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার বুলির উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের বাধা দূর করা এবং ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো।

৬। আপনি 'সমাজতন্ত্র', 'গরিবী হটাও' বুলি কপচাচ্ছেন। এটা কি জনগণকে ভাওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু? সমাজতন্ত্রের নামে ভারতে চলছে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এই চার পাহাড়ের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন। এর ফলে জনগণ অকল্পনীয় খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে।

আপনার 'গরিবী হটাও', 'সমাজতন্ত্রে'র বুলির ভাওতা ঢাকার জন্য অন্য দেশ শোষণ ও লুণ্ঠন ক'রে চরম অর্থনৈতিক সংকট কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

অতীতে জাপানী ফ্যাসিস্টরা 'এশিয়াসহ উন্নত অঞ্চলের' বুলিকে এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের দখলকৃত এলাকায় তথাকথিত স্বাধীন পুতুল সরকার বসায়।

আপনিও জাপানী ফ্যাসিস্টদের কবরে যাওয়ার পদচিহ্ন বেয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার ক'রে আপনার সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করছেন।

পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার সুযোগ গ্রহণ ক'রে পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব বাংলা দখল ক'রে এখানে উপনিবেশ কায়েম করেছেন। মীরজাফরদের নিয়ে পুতুল সরকার কায়েম করেছেন।

কিন্তু এখানেই আপনার অভিলাষ শেষ নয়, আপনি নেহেরুর 'ভারত আবিষ্কার' অনুসরণ ক'রে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে রাজত্ব বিস্তার করার রঙীন স্বপ্ন দেখছেন। আপনার এই সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষায় সহায়তা করছে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নয়া জার ব্রেজনেভ-কোসিগিন বিশ্বাসঘাতক চক্র।

হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, জাপানী ফ্যাসিস্টদের চীন আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, একইভাবে আপনার ঢাকা দখল বিজয়ের পদক্ষেপ নয়, আপনার চূড়ান্ত কবরে যাওয়ার পদক্ষেপ মাত্র।

আপনার ও আপনার তাবেদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছেন। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করে পূর্ব বাংলার সত্যিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

- **পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি— জিন্দাবাদ!**
- **কমরেড সিরাজ সিকদার— জিন্দাবাদ!**

নোট ঃ

ছয় পাহাড়ের দালাল সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ— এই ছয় পাহাড়ের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ-ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সংগঠনসমূহ।

☆

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান

(মার্চ, ১৯৭২। সংশোধিত ও পুনঃমুদ্রিত, মে, ১৯৭২।
সংশোধিত ও পুনঃমুদ্রিত, মার্চ, ১৯৭৪)

১.

পূর্ব বাংলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশিক দস্যু, তাদের ওপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এ শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানে যোগদান করে।

পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় বিকাশ অবাধে চলতে দেয়ার পরিবর্তে পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করে, একে তার উপনিবেশে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলার জনগণ এ উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য মহান সংগ্রাম পরিচালনা করে, লক্ষ লক্ষ জনগণ এ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

পূর্ব বাংলার জনগণের এ মহান সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি মনিসিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদী, পূর্ব বাংলার লিউশাওচী-ক্রুশ্চোভ হক-তোয়াহা, পূর্ব বাংলার নাম্বুদ্রিপদ-জ্যোতিবসু দেবেন-বাসার, কাজী-রণো, পূর্ব বাংলার ট্রটস্কী-চে মতিন-আলাউদ্দিন প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এরা সকলেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ফলে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারা এ সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করে। প্রথমে তারা পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কানাগলিপথে জনগণকে পরিচালনা করে, এ পথের দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হলে তারা জনগণকে অহিংস-অসহযোগের ভুল পথে পরিচালনা করে, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টরা জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে এ পথেরও দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হয়, জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো স্থানে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণকে অসহায়ভাবে রেখে তারা ভারতে পলায়ন করে।

মীরজাফর ক্ষমতার লোভে বৃটিশ দস্যুদের নিয়ে আসে, তাদের হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দেয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। এই ইতিহাস পরিবর্তিত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি লাভ করে ১৯৭১ সালে। পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ ও মনিসিং-মোজাফ্‌ফর বিশ্বাসঘাতক চক্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; বাঙালী জাতির আত্মমর্যাদাকে পদদলিত করে পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে ডেকে আনে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা ও সমর্থনে এ সুযোগ গ্রহণ করে। তারা পূর্ব বাংলা দখল করার জন্য বাংলাদেশ পুতুল সরকার গঠন করে একে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায়, কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে তাবেদার মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলে, তাদেরকে পূর্ব বাংলায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার জন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র আগ্রাসী বাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা দখল করে নেয় এবং আওয়ামী লীগ বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পুতুল সরকার কায়েম করে।

এভাবে পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।

আওয়ামী লীগ, তার নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনী ও অন্যান্য সংগঠন, মোজাফ্‌ফর ন্যাপ, মনিসিং-মোজাফ্‌ফর কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদী বুর্জোয়া উপদল, এর নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীরা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এ ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। এরা এই ছয় পাহাড়ের দালাল। বাংলাদেশ পুতুল সরকার এই ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। দেবেন-বাসার, কাজী-রণো জ্যোতিবসু-নাম্বুদ্রিপদ উপদল ছয় পাহাড়ের দালালদের তাবেদারে পরিণত হয়েছে এবং ছয় পাহাড়ের দালালী করছে।

২.

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, মাছ, মাংস, ডিম, চাল, তরিতরকারি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, সাড়ে সাত কোটি লোকের বাজার, সস্তা শ্রমশক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, পূর্ব বাংলার গ্যাস, বিদ্যুত, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তা লুণ্ঠন করা; ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ব বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের অপর এক উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম, নাগা-মিজো, কাশ্মিরীদের মুক্তি সংগ্রাম ধ্বংস করা, ভারত মহাসাগরে ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্ব করা।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে সহায়তা ও সমর্থন করেছে ভারতের ওপর তার আধিপত্য জোরদার করা, পূর্ব বাংলা লুণ্ঠনের বখরা নেয়া, ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব করা, এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার জন্য।

৩.

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছে। এ শোষণ ও লুণ্ঠন আরো জোরদার করার জন্য তারা সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করছে।

পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-ডিম, তরিতরকারি, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রত্যহ ট্রাক, ট্রেন, জাহাজে ভারতে যাচ্ছে। বাজার করার জন্য কলিকাতা থেকে ভারতীয় নাগরিকেরা পূর্ব বাংলার সীমান্ত শহরগুলোতে আসছে। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলা দখলের সময় শতসহস্র মণ পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য শিল্পীয় কাঁচামাল লুট করে। ভারত কর্তৃক কাঁচামাল, বিশেষ করে পাট ক্রয়ের ওপর থেকে বাংলাদেশ পুতুল সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অবাধে পূর্ব বাংলার শিল্পীয় কাঁচামাল, পাট ক্রয় করা এবং বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে পূর্ব বাংলার কাঁচামাল বিশেষ করে পাটের ওপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সাথে পূর্ব বাংলার পাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার বহু গোটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি, খুচরা অংশ ভারতে পাচার করছে। পূর্ব বাংলার অসংখ্য গাড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য, পূর্ব বাংলার বাজারের বৈদেশিক দ্রব্যাদিও তারা পাচার করছে। এর ফলে বহু শিল্প-কারখানা চালু করা বা পুরো উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

তারা পূর্ব বাংলার বিদ্যুৎ-গ্যাস ভারতীয় শিল্পে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

এ সকলের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার শিল্প-কারখানা ধ্বংস করা; এর বিকাশ ব্যাহত করা এবং ভারতীয় শিল্পের সাথে পূর্ব বাংলার শিল্প যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

তাদের অপর এক উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার শিল্পকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তারা ভারত থেকে বিদ্যুৎ, তৈল, কাঁচামাল ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল করে পূর্ব বাংলার সীমান্ত এলাকার শিল্পসমূহ চালু করার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। এ সকল পণ্যদ্রব্য নিম্নমানের কিন্তু উঁচু মূল্যের। পূর্ব বাংলার জনগণ বাধ্য হচ্ছে এগুলো কেনার জন্য। এভাবে পূর্ব বাংলার

অতীতের মতো বর্তমানেও বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকরা এ প্রশ্নে নীরব থেকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্প্রদায়িক ও উপনিবেশিক চক্রান্তকে সহায়তা করছে।

৫.

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা প্রচার করছে তাদের আগ্রাসী বাহিনী যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সম্পন্ন হওয়ায় তারা ভারতে ফিরে গেছে। তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা হলো পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ স্থাপন করা, তার তাবেদার ছয় পাহাড়ের দালালদের ক্ষমতায় বসানো। তার তাবেদার বাহিনী ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ তার স্বার্থ রক্ষার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সৈন্য রাখা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তারা বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালী দমন করে শোষণ ও লুণ্ঠন চালাতে চায়।

তারা শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, গোয়েন্দা এবং তাবেদারদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ওপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। উপরন্তু পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের নিয়ন্ত্রণে এ সত্য বাংলাদেশ পুতুল সরকার বহু বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম দমনের জন্য বহু সৈন্য প্রেরণ করেছে, এমন কি বিমান বাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, লুণ্ঠন, শোষণ ও নির্যাতন প্রতিষ্ঠা করেছে, পূর্ব বাংলাকে তার উপনিবেশে পরিণত করেছে এবং পূর্ব বাংলাকে তাদের পশ্চাদভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার তার পুতুল সরকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তির মাধ্যমে এ শোষণ ও লুণ্ঠন-নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতনের সুযোগ করে দিয়েছে, পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে।

অতীতে জাপানী ফ্যাসিস্টরা এশিয়ায়সহ উন্নত অঞ্চল গড়ে তোলার শ্লোগানকে উপনিবেশ স্থাপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও তাদের অনুকরণে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগানকে তার উপনিবেশ স্থাপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের এ উপনিবেশে লুটের ভাগ বসাচ্ছে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এবং মার্কিনের নেতৃত্বে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা ঋণ প্রদান, অসম বাণিজ্যচুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের লুণ্ঠন চালাচ্ছে।

এভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় বিপ্লব অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে বৈদেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান ও স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সামন্ত জমিদার-জোতদারদের উৎখাত করে কৃষকের মাঝে ভূমি বিতরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্বও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য সামন্ত জমিদার-

জোতদার-মহাজন, টাউট ও অত্যাচারীদের শাসন কায়েম করেছে। এদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে ডাকাত দল গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

এভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

৬.

পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী প্রমাণ করছে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বা সামন্তবাদী কোনো শ্রেণির পক্ষেই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এরা নিজেদের ও জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বিদেশের কাছে দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দেয় এবং দেশের মধ্যকার সামন্তবাদের সাথে আপোষ করে।

কাজেই অনিবার্যভাবেই পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্ব এসে পড়েছে পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টির ওপর। পূর্ব বাংলার কিছু সংখ্যক মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-চাকুরিজীবী অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অচিরেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠন ও তাদের তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিরাটাকার সংগ্রাম পরিচালনা করবে। পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হলো এ সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা ও তাকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দখল কায়েম হওয়ার ফলে পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। পূর্ব বাংলার সমাজের বিকাশের জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহ দায়ী ঃ

১। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৩। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৪। মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের সাথে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের দালালদের দ্বন্দ্ব।

৫। পূর্ব বাংলার সামন্তবাদের সাথে কৃষক জনতার দ্বন্দ্ব।

৬। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ কায়েম করেছে. এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব উপরোক্ত দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্ব সমাধানের উপায় হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম ও উৎখাত করা, বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করা, পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শৃংখল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।

এ বিপ্লবের অপর এক লক্ষ্য হবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উৎখাতের সাথে সাথে পূর্ব বাংলা থেকে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা, এদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক সামন্ত জমিদার-জোতদারদের জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম ও উৎখাত করা, তাদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা, জাতীয় বিপ্লব সমর্থক সামন্তবাদীদের সামন্ত শোষণ কমানো, শেষ পর্যন্ত সামন্তবাদ উৎখাত করা। এভাবে পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় শত্রু হিসেবে উৎখাত করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এ বিপ্লব সমর্থক বুর্জোয়াদের রক্ষা করা, শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময় নির্ধারণ এবং তাদেরকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক মুসলিম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণ অবশ্যই তাদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করবেন। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার দালাল প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার-পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবী, টাউটদের মুসলিম জনগণের ওপর ধর্মীয় নিপীড়নের এবং সম্প্রসারণবাদী স্বার্থে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণকে ব্যবহার করার চক্রান্তকে বিরোধিতা করবেন। একই সাথে এ ধর্মীয় নিপীড়নের সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুসলিম ধর্মাবলম্বী দালাল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবী (পি.ডি.পি, জামাত, মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের একাংশ) এবং টাউটদের দেশপ্রেমিক হিন্দু জনগণ বিরোধী সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত এবং পূর্ব বাংলায় মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ স্থাপনের ষড়যন্ত্রকে বিরোধিতা করবেন। সকল প্রকার ধর্মীয় নিপীড়নের অবসান করবেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অধিকার, সমতা ও সম্প্রীতি রক্ষা করবেন।

পূর্ব বাংলার এই অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক পরিচালক শক্তি হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি। সর্বহারা শ্রেণি হচ্ছে এ বিপ্লবের নেতা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী নির্মম গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে, শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবীদের সমন্বয়ে শূন্য থেকে গেরিলাগ্রুপ গঠন করতে হবে, হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়ে ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম করতে হবে, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, গেরিলা যুদ্ধকে পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, গ্রাম্য এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন, নিয়মিত বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা, গ্রাম্য আত্মরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে

এবং শেষ পর্যন্ত উন্নত পর্যায়ের সচল যুদ্ধ, বড় রকমের ঘেরাও ও অবস্থান যুদ্ধ পরিচালনা করে শহরসমূহ দখল করতে হবে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণি কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় বুর্জোয়া এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করবে। একই সময়ে বুর্জোয়া সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের আপোষমুখিতা, দোদুল্যমানতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব ও কার্যকলাপকে সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে।

এ বিপ্লব পরিচালনা করে সমগ্র পূর্ব বাংলা মুক্ত করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণির যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

এই বিপ্লব পরিচালনার প্রক্রিয়ায় মুক্ত এলাকায় স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে হবে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকাংশের আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার সম্পর্কের সমস্যার (পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পশ্চিম পাকিস্তানস্থ বাঙালীদের ফিরিয়ে আনা, পূর্ব বাংলার গণহত্যা ও ফ্যাসিস্ট ধ্বংসযজ্ঞের অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা, পূর্ব বাংলা থেকে গত ২৪ বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানে যে পুঁজি ও মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়েছে তা সুদসহ ফেরত আনা, পূর্ব বাংলা থেকে পাচার করা ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি ফেরত আনা, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যা, পূর্ব বাংলায় তারা যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করা ইত্যাদি সমস্যা) সমাধান করা।

এভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করা।

৭.

পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রাম সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সর্বহারা শ্রেণির একটি নির্ভুল রাজনৈতিক পার্টি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে পথ প্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নিয়ে প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও গেরিলারা পাকিস্তান কাউন্সিল, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি.এন.আর-এ বোমা বর্ষণ করে, চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে

সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করে।

পঁচিশে মার্চ ও তার পরবর্তী সময়কার পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের চরমতম ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের মুখেও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা ভারতে পলায়ন না করে জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে জনগণকে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সঠিক পথে মুক্তিযুদ্ধে পরিচালনা করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা জাতীয় শত্রু ও পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্র দ্বারা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। অচিরেই বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, পাবনা ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলায় আটটিরও বেশি গেরিলা ফ্রন্ট, মুক্ত অঞ্চল ও নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে, গেরিলা যুদ্ধ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবে আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ সঠিক পথে পরিচালনা করে সমগ্র বাঙালী জাতির সামনে সঠিক পথের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কামানের গোলার শব্দের মাঝে গড়ে ওঠে ৩রা জুন, ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি "পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি"।

ছয় পাহাড়ের দালালরা পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম এবং অব্যাহতভাবে তা পরিচালনার পথে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিকে একমাত্র বাধা বলে গণ্য করে। তারা আমাদের আক্রমণ করে, আলোচনার ভাওতা দিয়ে আমাদের বহু গেরিলা, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাঁদের রক্তে হাত কলংকিত করে, আমাদের মুক্ত অঞ্চলসমূহ তারা দখল করে নেয়। এভাবে তারা সঠিক পথে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামকে অস্থায়ীভাবে ব্যাহত করে।

পূর্ব বাংলার প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পর তারা তাদের নির্যাতন ও লুণ্ঠন জোরদার করেছে। তারা যত্রতত্র লুটতরাজ, হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ, অগ্নিসংযোগ করছে। পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের মতো তারাও 'বধ্যভূমি' তৈরি করেছে। তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবে তারা মগের মুল্লুক কায়েম করেছে।

তারা অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে উর্দু ভাষাভাষী শিশু-যুবক, বৃদ্ধ-নারীদের হিটলারের ইহুদী নিধনের অনুরূপভাবে নির্মূল করছে।

তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য হয়েছে, শত-সহস্র লোক বেকার হয়ে পড়েছে। জনগণ অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন ধারণ করছে।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে, ছয় পাহাড়ের দালালরা যে গণতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের দালালদের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, তারা যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন, তারা যে ধর্ম নিরপেক্ষতা চায় তা হচ্ছে মুসলিম জনগণের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন, পূর্ব বাংলায় ভারতের উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের প্রতিবন্ধকতাকে দাবিয়ে রাখা, তারা যে জাতীয়তাবাদের কথা বলছে তা হচ্ছে জাতীয়

বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতীয় পরাধীনতা এবং পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু ও উর্দু ভাষাভাষীদের নির্মূল করা।

মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ উপলব্ধি করছেন পাক-সামরিক ফ্যাসিস্ট ও ছয় পাহাড়ের দালালদের মাঝে কোন তফাৎ নেই, তারা সাপের মুখ থেকে বাঘের মুখে পড়েছেন।

গত নয় মাসের বিপ্লবী ঝড়-তরঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের চেতনা খুবই উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। তাঁরা উন্নত রাজনৈতিক মান অর্জন করেছেন, মৃত্যুকে তাঁরা ভয় করেন না।

তাঁরা ছয় পাহাড়ের দালাল ও তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন।

পূর্ব বাংলার শ্রমিকরা ধর্মঘট, মিছিল, ঘেরাও সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন।

ছোট চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরাও সংগ্রাম শুরু করেছেন।

কৃষকরা ছয় পাহাড়ের দালাল জোতদার-জমিদার-টাউটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছেন।

এভাবে ছয় পাহাড়ের দালালরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে, জনগণ তাদের ভাওতা ও মীরজাফরী বুঝতে পারছেন।

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের প্রচণ্ড গণসংগ্রাম শুরু হয়েছে।

ছয় পাহাড়ের দালালদের নিজেদের মধ্যকার কামড়াকামড়ি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি নিজেদের মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষ, হত্যা, অপহরণ চলছে।

তারা সংকট এড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি হাতে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।

কিন্তু কোন কিছুই তাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। জনগণ পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের মতো তাদেরকেও তাদের প্রভুদেরসহ চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জনপ্রিয়তাহীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এককালের মুজিববাদের প্রণেতা রব গ্রুপ (বর্তমানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল করে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত করছে। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের মতো তাদের পতনও অনিবার্য।

৮.

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট ও তার তাবেদাররা জনগণের ওপর নির্যাতন জোরদার করার সাথে সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 'নকশাল' দমন অভিযান, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণ জোরদার করছে।

কাজেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের গোপনভাবে কার্য পরিচালনা করতে হবে। পার্টি পরিচিতি গোপন রেখে প্রকাশ্য কাজের সুযোগকে সশস্ত্র সংগ্রামে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।

পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের অবশ্যই ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা স্থাপন ও দৃঢ়করণ, ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনগণের মহান সংগ্রাম, নাগা, মিজো, কাশ্মিরীদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে হবে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে উৎখাত করতে হবে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান কমরেড চুন্নু যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ধ্বনি দিয়েছেন স্বাধীন পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ; কমরেড হিরু, নজরুল, আনিস, শশাঙ্ক, জিল্লু, তাহের, পলাশ, সাঈদ, রইস এবং অন্যান্যদের; গেরিলা মান্নান, মজিদ ও অন্যান্যদের; পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত কমরেড পিন্টু ও অন্যান্যদের; দুর্ঘটনায় নিহত কমরেড শাহিন ও অন্যান্যদের; নিখোঁজ কমরেড ও গেরিলা এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামে শহীদ লক্ষ জনতার কথা স্মরণ রেখে আসুন আমরা এগিয়ে যাই, পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে তুলি, ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে পেয়ারা বাগানে পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে তার পথ অনুসরণ করে পার্টির অধীন প্রধান ধরনের সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গড়ে তুলি, কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলি পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট, ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাই, শহীদ কমরেড গেরিলা ও বন্ধুদের রক্তের বদলা রক্ত নেই, সশস্ত্র সংগ্রামে লেগে থাকি। এর মাধ্যমে পার্টি, সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে তুলি, বন্দুকের নলের মাধ্যমে গড়ে তুলি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র, সম্পন্ন করি পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

* **পূর্ব বাংলার লিউশাওচী-ক্রুশ্চোভ হক-তোয়াহা, জ্যোতিবসু-নাম্বুদ্রিপদ দেবেন-বাসার, কাজী-রণো-অমল সেন, ট্রটস্কি-চে মতিন-আলাউদ্দিন বিশ্বাসঘাতক চক্র– নিপাত যাক!**
* **পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি– জিন্দাবাদ!**
* **কমরেড সিরাজ সিকদার– জিন্দাবাদ!**
* **পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করুন!**
* **পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট– জিন্দাবাদ!**
* **পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী– জিন্দাবাদ!**
* **স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন!**

☆

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
ছাত্রলীগের রব-গ্রুপের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন

(আগস্ট, ১৯৭২। সংশোধিত ও পুনঃমুদ্রিত সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)

১) আপনারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলেন এবং মার্কসবাদ মানেন এ কথাও বলেন। মার্কসবাদ শিক্ষা দেয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক বিষয় হলো সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও তা রক্ষা করা। কিন্তু আপনারা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না (মনি সিং-মোজাফ্ফর চক্রও বলে না)। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না করার অর্থ হলো সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালালদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু আপনাদের সমাজতন্ত্র সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে না সেহেতু ইহা সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালালদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে ও তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম করবে।

এর অর্থ হচ্ছে ভারত ও সোভিয়েটের তাবেদাররা মুজিববাদের নামে যে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করেছে, এর পরিবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করা।

এ কারণেই সর্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত সমাজতন্ত্র হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

২) আপনারা মার্কসবাদ মানেন, মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে হয়। পূর্ব বাংলায় কি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে?

পূর্ব বাংলায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ থেকে ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, এখানে সাম্রাজ্যবাদের দালালদের শোষণ এবং জমিদারদের শোষণ বিদ্যমান।

জনগণ চায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের উৎখাত করে জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করতে, স্বাধীন, সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং জোতদার-জমিদারদের উৎখাত করে গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে।

আপনারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কথার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের কথা বলে জনগণকে তাদের বর্তমানের প্রকৃত শত্রু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক

সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের আড়াল করছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে শত্রুর তাবেদারী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কারণেই আপনারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের প্রশ্নে নীরব।

৩) মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না করে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে ট্রটস্কীবাদ। বর্তমান বিশ্বে ট্রটস্কীবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত। আপনাদের সমাজতন্ত্রের কথা কি প্রমাণ করে না যে, আপনারা ট্রটস্কীবাদী এবং এ কারণে আপনারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত?

৪) আপনারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেন। কিন্তু মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারায় সুসজ্জিত সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব ব্যতীত এর কোনটাই সম্ভব নয়। তার প্রমাণ হলো পূর্ব বাংলার বুর্জোয়ারা তথাকথিত সামাজিক বিপ্লবের কথা, শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করেছে। এভাবে তারা সামাজিক বিপ্লবের নামে সামাজিক প্রতিবিপ্লব ঘটায়, শ্রেণি সংগ্রামের নামে শ্রেণি ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করে। একইভাবে আপনারাও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সামাজিক বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রামের নামে প্রকৃত পক্ষে পূর্ব বাংলাকে মার্কিনের উপনিবেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এভাবে সামাজিক প্রতিবিপ্লব, শ্রেণি ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

৫) আপনারা শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি শত্রু খতমের কথা বলেন।

বর্তমানে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি হচ্ছে জাতীয় সংগ্রাম করা (পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীন করা), জাতীয়শত্রু খতম করা (ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালদের জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম করা)।

শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি শত্রু খতমের নামে আপনারা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শত্রুদের বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। ইহা কি জাতীয় শত্রুদের তাবেদারী নয়?

আপনারা কেউ কেউ শ্রেণি শত্রু হিসেবে পূর্ব বাংলার প্রকৃত বামপন্থীদের (যাদেরকে চীনের দালাল বলা হয়) চিহ্নিত করেন। বর্তমানে আপনারা প্রকৃত বামপন্থী দেশপ্রেমিক কর্মীদের (আমাদের সহ অন্যান্যদের) তালিকা প্রণয়ন করছেন এবং নিজেরা বা মুজিববাদীদের সহায়তায় ধরিয়ে দিচ্ছেন বা খতম করছেন।

৬) শ্রেণি সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সামাজিক বিপ্লবের কথা বললেও আপনারা মার্কসবাদী বা বিপ্লবী নন, ইহা লেনিনের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করছে—

"*এটা প্রায়ই বলা এবং লেখা হয় যে মার্কসের তত্ত্বের সারবস্তু হলো শ্রেণি সংগ্রাম, এটা সত্য নয়। এ মিথ্যা থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসে মার্কসবাদের সুবিধাবাদী বিকৃতি, একে মিথ্যা করে বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয় করে তোলা। কারণ শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব মার্কস কর্তৃক সৃষ্ট নয়। মার্কসের পূর্বে বুর্জোয়ারাই ইহা সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে ইহা বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয়। যারা শুধু শ্রেণি সংগ্রামকে স্বীকার করে তারা এখনও মার্কসবাদী হয়নি, তারা এখনও বুর্জোয়া চিন্তা এবং বুর্জোয়া রাজনীতির আওতায় রয়ে গেছে। মার্কসবাদকে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হলো মার্কসবাদকে খর্ব করা, বিকৃত করা, বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয় এরূপ বিষয়ে*

রূপান্তরিত করা। কেবলমাত্র সে-ই একজন মার্কসবাদী যে শ্রেণি সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের স্বীকৃতিতে প্রসারিত করে। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদী এবং সাধারণ ক্ষুদে বুর্জোয়া (বড় বুর্জোয়াদেরও) মধ্যকার পার্থক্য।" [illegible]

এ থেকে পাওয়া যায় শ্রেণি সংগ্রামের কথা বললেই মার্কসবাদী বা বিপ্লবী হওয়া যায় না। ইহা বড় বুর্জোয়া এমন কি সাম্রাজ্যবাদের দালালরাও বলতে পারে।

৭) আপনারা তথাকথিত সরকার বিরোধিতা এবং প্রগতি মার্কা বক্তব্য ও স্লোগানের পিছনে আন্তরিক কর্মীদের আকৃষ্ট করে ভুল পথে পরিচালনা করছেন। এভাবে তাদেরকে মুজিববাদের শিকারে পরিণত করছেন। ইতিমধ্যে জাসদ ও তার সাথে যুক্ত সংগঠনসমূহের বহু কর্মী মুজিববাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন বা জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করছেন।

ইহা কি আন্তরিক দেশপ্রেমিক কর্মীদের জন্য ফাঁদ তৈরি করা নয়?

৮) আপনারা প্রকাশ্যে মুসলিম বাংলার বিরোধিতা করেন কিন্তু গোপনে কর্মীদের মাধ্যমে মুসলিম বাংলার প্রচার করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছেন, এভাবে মার্কিনের ষড়যন্ত্র মত কাজ করছেন।

প্রকৃতপক্ষেই আপনারা যদি মার্কসবাদ মানেন, সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত না হন, জনগণের সেবক হন তাহলে উপরোক্ত ভুল বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতিসমূহ সংশোধন করে সত্যিকার সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হোন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন। ইহা কায়েম সম্ভব জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গণযুদ্ধ সূচনা ও পরিচালনা করে। এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করতে হবে।

- **মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা– জিন্দাবাদ।**
- **পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি– জিন্দাবাদ।**
- **কমরেড সিরাজ সিকদার– জিন্দাবাদ।**

★

[illegible] Lenin on Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship. Foreign Language Press, Peking, 1960. P- 9

সমাজতন্ত্র, শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব প্রসঙ্গে

(অক্টোবর, ১৯৭২)

১. ভূমিকা

ছয় পাহাড়ের দালাল প্রতিক্রিয়াশীল আওয়ামী লীগ মুজিববাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে।

মনিসিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদী, কাজী-রণো-অমলসেন, দেবেন-বাসারও সমাজতন্ত্রের কথা বলছে, একই সাথে মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে।

রব গ্রুপ (বর্তমানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

মওলানা ভাসানী ইসলামিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের তাবেদার সংশোধনবাদীরাও সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

এ সকল বিভিন্ন আকৃতির তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ জনগণের মাঝে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। জনগণের অনেকেই এর ফলে প্রতারিত হচ্ছে।

কাজেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার সমাজতন্ত্র এবং মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের ভাওতা উদ্ঘাটন করে জনগণের সামনে তাদের প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক দালালীর চেহারা তুলে ধরা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

২. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

ইউরোপে সামন্তবাদী সমাজের মাঝে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ সামন্তবাদ কর্তৃক প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে সামন্তবাদ উৎখাত ব্যতীত এর বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠে।

তখনই সামন্ততন্ত্র উৎখাতের জন্য বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিক (অর্থাৎ বুর্জোয়ার) সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকদের চরম দুঃখ-দুর্দশা সামন্তবাদের দ্রুত পতন এবং ক্ষুদে বুর্জোয়াদের ভেঙ্গে পড়ার প্রক্রিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

এভাবে ক্ষুদে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, সামন্তবাদী সমাজতন্ত্র, সামন্ত সম্ভ্রান্তীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এরপর আসে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা।

এরা শ্রমিক এবং সমাজের দরিদ্রদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে, এটা খারাপ এ কথা বলে, কেউ কেউ পুরোনো সমাজ ভালো এমনি বলে। এ অবস্থার প্রতিকার করার জন্য কেউ কেউ আকাশকুসুম পরিকল্পনা করে। কিন্তু এরা কেউই সমাজের এ অবস্থার উদ্ভবের কারণ, এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি।

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রের ভুল উদ্ঘাটন করেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সৃষ্টি করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস সারা জীবন কাল্পনিক ও অন্যান্য সকল প্রকার মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করেন, এ সকল তথাকথিত সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে পরাজিত ও কবরস্থ করেন।

৩. সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি

মার্কসের পূর্বেকার সমাজতন্ত্রীদের সমাজতন্ত্র কাল্পনিক ও অবাস্তব হয়েছে, তার কারণ তখনও আধুনিক শিল্প-কারখানা ও শ্রমিক শ্রেণি বিকাশ লাভ করেনি। শ্রমিক শ্রেণি তখনো পুঁজিবাদের সারবস্তু বুঝেনি, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যকার শোষণের সম্পর্ক এবং নিজের ঐতিহাসিক দায়িত্ব তারা বুঝেনি।

শ্রমিক শ্রেণি তখন মেশিন-পত্র ভেঙ্গে ফেলত এবং স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম করতো।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন, "*এই ঐতিহাসিক অবস্থা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিপক্কতা এবং অপরিপক্ক শ্রেণির অবস্থা (শ্রমিক শ্রেণি– লেখক) সাথে খাপ খায় অপরিপক্ক তত্ত্ব (অর্থাৎ কাল্পনিক ও অবাস্তব সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব– লেখক)।*" [১]

"*পুঁজিবাদের বিকাশ ও সামন্ততন্ত্রের উপর বিজয়, বিজ্ঞানের বিকাশ, শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত ও সচেতন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদী সমাজের সারবস্তু বুঝতে পারে, শ্রেণিগুলোর মধ্যকার শোষণের সম্পর্ক এবং নিজের ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি করে। মার্কস ও এঙ্গেলস একে সারসংকলন করেন এবং মার্কসবাদের জন্ম দেন।*" [২]

মার্কস-এঙ্গেলস কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন আকৃতির অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মার্কসবাদ সমস্ত বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়।

বুর্জোয়া ও তাদের চররা মার্কসবাদকে সরাসরি সংগ্রামে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে মার্কসবাদী বনে যায় এবং বুর্জোয়াদের স্বার্থে একে বিকৃত ও সংশোধন করার প্রচেষ্টা

চালায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এরাই সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী বলে পরিচিত।

সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের তথাকথিত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস সংগ্রাম করেন।

এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদীরা প্রায় সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব দখল করে, সে সকল পার্টিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী পার্টিতে পরিণত করে।

মহান লেনিন বুর্জোয়াদের দালাল সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করেন, মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকৃতিসমূহ উৎখাত করেন, মার্কসবাদকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করেন।

মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশের যুগের সমস্যাবলীর সমাধান করেন। পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে সর্বোচ্চ বিকাশের স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে। মহান লেনিন এ যুগের সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন, সামাজিক বিপ্লবের সমস্যাবলীর সমাধান করেন এবং সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে রাশিয়ায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন, সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করেন, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

এভাবে লেনিন মার্কসবাদকে রক্ষা করেন ও বিকাশ ঘটান এবং লেনিনবাদের স্তরে উন্নীত করেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পবিত্রতাকে রক্ষা করেন, অনুন্নত কৃষি প্রধান সোভিয়েট ইউনিয়নকে আধুনিক শিল্পপ্রধান সোভিয়েট ইউনিয়নে রূপান্তরিত করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে কবরস্থ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহান গণচীনে সভাপতি মাও সেতুঙের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে। এশিয়ায় উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, ইউরোপের আলবেনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি দেশে সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে।

এভাবে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথ গ্রহণ করেন।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চোভের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদীরা[৩] কু-দেতা ঘটিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল করে, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে, দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, ফ্যাসিবাদী নির্যাতন চালায়, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট পার্টিতে পরিণত করে।

সোভিয়েট সংশোধনবাদীরা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সকল দেশের অনেকগুলোতেই তারা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা এবং তাদেরকে নিজের উপনিবেশে বা নির্ভরশীল দেশে[৪] পরিণত করতে সক্ষম হয়।

তারা বিশ্বের খাঁটি সমাজতন্ত্রী দেশসমূহকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুবিধাবাদী, সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়াদের তথাকথিত সমাজতন্ত্রের ভাওতাকে সহায়তা ও রক্ষা করছে।

সভাপতি মাও সেতুঙ আধুনিক সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংশোধন ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে রক্ষা করেন, সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী যুগের বিপ্লবের সমস্যার সমাধান করেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার পর্যায়ে উন্নীত করেন।

এ কারণে বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র হতে পারে না।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও পথের বিজয় অর্জনের ফলে এ তত্ত্ব ও পথ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, শ্রমিক-কৃষক-জনগণ একে নিজেদের মুক্তির একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেছে।

সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও পথের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সমাজতন্ত্রীর সাজ গ্রহণ করেছে শোষক শ্রেণি ও দালালরা, তারা সমাজতন্ত্রের লেবেল এঁটে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ চালিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে, পরে স্বাধীনতা আনয়নের নামে দেশকে করে পরাধীন। এর পরে তাদের আর কোন কর্মসূচি নেই।

সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা এবং নিজেদের কর্মসূচিহীনতার কারণে তারা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ে জনগণকে প্রতারিত করা এবং নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তারা জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ অর্থাৎ মুজিববাদের মাধ্যমে তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে। "মার্কস যদি মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, লেনিন যদি লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, মাও সেতুঙ যদি মাওবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবে কেন মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং এর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না"—আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা এ ধরনের উদ্ভট যুক্তি পেশ করে।

এভাবে মুজিববাদীরা সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে সত্যিকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের ভাওতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তার মুখোশ উন্মোচন করার পরিবর্তে এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে।

হক-তোয়াহা, মতিন-আলাউদ্দিন, দেবেন-বাসার, কাজী-রণো সুদীর্ঘ দিন ক্ষুদে বুর্জোয়া সামন্তবাদী সমাজতন্ত্রী মওলানা ভাসানীর ইসলামিক সমাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করার পরিবর্তে তার লেজুড়বৃত্তি করেছে। তাদের কেউ কেউ মুজিববাদের সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করছে।

রব গ্রুপ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে জনগণকে ভাওতা দিচ্ছে।

এভাবে তারা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জনপ্রিয়হীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জন-প্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলে ক্ষমতা দখল করা এবং সত্যিকার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

১৯৫৭ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সম্মেলন, ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮০-পার্টির প্রতিনিধিদের সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে এ ধরনের সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান রয়েছে।

আধুনিক সংশোধনবাদী এবং অন্যান্য সংশোধনবাদীরা এ সকল তথাকথিত বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম না করে তাদের রক্ষা করছে ও তাদের লেজুড়বৃত্তি করছে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

এ সকল তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে জনগণকে প্রতারণা করা, সমাজতন্ত্রের লেবেলের আড়ালে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শোষকদের শোষণ ও লুণ্ঠন ন্যায়সঙ্গত করা, তা টিকিয়ে রাখা এবং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, জনগণের নিকট তা অপ্রিয় করে তোলা, দেশীয়-আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করা।

৪. সামাজিক স্তর ও বিপ্লব

মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় সমাজ তার বিকাশের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী অগ্রসর হয়। সমাজ আদি সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজে, দাস সমাজ থেকে সামন্তবাদী সমাজে, সামন্তবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে, কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিনিয়ত কমিউনিজমের উচ্চতর স্তরে বিকাশ লাভ করে।

সামাজিক বিকাশের এই নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক বিপ্লবও সংগঠিত হয়।

পূর্ব বাংলার সমাজ সামাজিক বিকাশের যে স্তরে রয়েছে সে অনুযায়ী বিপ্লব পরিচালিত হবে ইহা মানুষের ইচ্ছার বাইরে বস্তুগত নিয়ম।

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ও তাদের দালালদের শোষণ এবং সামন্তবাদীদের অবশিষ্টাংশের শোষণ বর্তমান।

এ কারণে পূর্ব বাংলা হচ্ছে উপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী দেশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

পূর্ব বাংলার সমাজকে পুঁজিবাদী সামাজিক স্তরে পৌঁছাতে হলে জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে

সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদকে উৎখাত করতে হবে। অর্থাৎ অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করতে হবে।

এ কারণে পূর্ব বাংলার সমাজের বর্তমান উপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লব হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে বৈদেশিক শোষণের অবসান অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বাজারে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান এবং সামন্তবাদের অবসানের মাধ্যমে বুর্জোয়া বিকাশের শর্ত সৃষ্টি হবে।

এ কারণে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদ বিকাশে শর্ত সৃষ্টি করা অর্থাৎ সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজের স্তরে উন্নীত করা। এ পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব (জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শোষকদের সাথে জাতীয় দ্বন্দ্ব এবং দেশীয় সামন্তবাদের সাথে কৃষকের দ্বন্দ্ব সমাধান হয়, ফলে দেশে বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব প্রধান হয়)।

এ পুঁজিবাদী সামাজিক স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এ কারণে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (পুঁজিবাদকে উৎখাত করার বিপ্লব) সূচনা ও পরিচালনা করা যায়।

সভাপতি মাও বলেছেন, *"গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এটা হলো দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, শুধুমাত্র প্রথম বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শেষ করেই দ্বিতীয়টাকে সম্পন্ন করা সম্ভব।"* [৫]

অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা যায়। একটি দালানের একতলা পার হয়ে দোতলায় উঠা যায়।

পূর্ব বাংলার ছয় পাহাড়ের দালাল বুর্জোয়ারা মুজিববাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে। এর প্রকৃত তাৎপর্য কি?

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং অভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ বর্তমান।

এগুলো উৎখাত না করে সমাজতন্ত্রের কথা বলে ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার পরাধীনতা এবং সামন্তবাদী চরিত্রকে টিকিয়ে রাখছে, ছয় পাহাড়ের দালালী করছে।

রব গ্রুপ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে।

তারা পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে মুজিববাদীদের উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ স্থাপন, ভারতের মার্কিন সমর্থক অংশের শোষণ টিকিয়ে রাখা এবং পূর্ব বাংলার সামন্তবাদীদের শোষণ বজায় রাখতে চাচ্ছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার কথা ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতি। ট্রটস্কিবাদীরা বর্তমান যুগে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পরিচালিত। কাজেই পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না করে সমাজতন্ত্রের

কথা বলে রব গ্রুপ প্রমাণ করছে তারা ট্রটস্কিবাদী এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত।

পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশ। এখানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ বর্তমান। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের দালালদের উৎখাত করা, একই সাথে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের উৎখাত করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার সংগ্রাম অর্থাৎ জাতীয় সংগ্রাম বর্তমানে পূর্ব বাংলার প্রধান সংগ্রাম। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক এই দুই দিকের মধ্যে প্রধান দিক হচ্ছে জাতীয় বিপ্লব।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ক্ষুদে বুর্জোয়া জনগণ দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া ও দেশপ্রেমিক সামন্তবাদীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় সংগ্রাম করছে। ফলে কৃষকের সাথে দেশপ্রেমিক সামন্তবাদীদের এবং শ্রমিকের সাথে দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের শ্রেণি সংগ্রাম গৌণ হয়েছে, এ সকল শ্রেণি সমূহের মধ্যে ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছে (পাক-সামরিক ফ্যাসিস্ট বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সময় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণি ও স্তরসমূহের মধ্যে যেরূপ ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছিল)।

কাজেই শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে রব গ্রুপ প্রকৃত পক্ষে পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামকে বিরোধিতা করছে, জনগণের দৃষ্টি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার সমগ্র জাতির ঐক্যকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এভাবে রব গ্রুপ শ্রেণি সংগ্রামের নামে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখা অর্থাৎ পূর্ব বাংলাকে পরাধীন রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মনি সিং-মোজাফ্ফর আধুনিক সংশোধনবাদীরা এবং তাদের প্রভু সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা মুজিববাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করছে।

অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে এ কথা তারা স্বীকার করছে।

এর অর্থ হচ্ছে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশিক শোষণ নেই, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নেই এবং অভ্যন্তরে সামন্তবাদী শোষণ নেই।

ইহা প্রমাণ করে তারা বৈদেশিক শোষক এবং তাদের দেশীয় দালাল ও সামন্ত-বাদীদের দালালী করছে। তারা জাতীয় বিশ্বাসঘাতক এবং সামন্তবাদের তল্পিবাহক।

এ কারণে তারা আওয়ামী লীগের দালাল। জনগণ সঠিকভাবেই তাদেরকে 'বি' টিম বলে আখ্যায়িত করে।

কাজী-রণো এবং দেবেন-বাসার সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ মুজিববাদের সাথে অর্থাৎ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদের

সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার তত্ত্বকেই মেনে নিয়েছে (যদিও বর্তমানে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়ার কথা বলছে)।

৫. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামের পদ্ধতি

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে না বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হবে এ নিয়ে মার্কসবাদের আবির্ভাবের সময় থেকেই সুবিধাবাদী, সংশোধনবাদী সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের সাথে সর্বহারা বিপ্লবীদের জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়ারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার কথা বলে।

পাক-ভারতের বুর্জোয়ারা বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের সাথে আপোস করে অহিংস পথে দেশ স্বাধীন করার (প্রকৃতপক্ষে নতুন করে পরাধীন করার) কথা বলে।

এর পরিণতি হয় স্বাধীনতার পরিবর্তে নতুন করে পরাধীনতা, উপনিবেশের পরিবর্তে পাক-ভারত হয় নয়া উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশ।

সংশোধনবাদীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্লামেন্টের মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার কথা বলে।

পক্ষান্তরে মার্কসবাদীরা বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ছাড়া সম্ভব নয়।

সভাপতি মাও বলেছেন, *"বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ শ্রেণি সমাজে অবশ্যম্ভাবী এবং তাদের ব্যতীত সামাজিক বিকাশের দ্রুত অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণিকে উৎখাত করা অসম্ভব; অতএব জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব।"* [৬]

সংশোধনবাদীরা বিপ্লবী যুদ্ধকে পরিহার করে বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হয়। মনিসিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদীরা ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার নির্বাচনী কাঠামোর অধীনে নির্বাচনের কানাগলিপথে অগ্রসর হয়। এ পথে দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হলে তারা অহিংস-অসহযোগের ভুল পথ গ্রহণ করে, শেষ পর্যন্ত পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের প্রচণ্ড সামরিক হামলার মুখে ভারতে পলায়ন করে।

ভারতে তারা জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করে, তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী কুকুরে পরিণত হয় এবং ভাড়াটে বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়, পূর্ব বাংলাকে তারা ভারতের নিকট বিকিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে ডেকে এনে পূর্ব বাংলাকে তার হাতে তুলে দেয়।

এভাবে সোভিয়েট আধুনিক সংশোধনবাদী এবং তার দালাল মনিসিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব করার তত্ত্ব সম্পূর্ণ দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দূরের কথা জাতীয় প্রতিবিপ্লবও ঘটানো পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি (অর্থাৎ ভারত কর্তৃক শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ব বাংলা দখল সম্ভব হয়নি)।

বর্তমানে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পার্লামেন্টের মাধ্যমে তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আধুনিক সংশোধনবাদীরা পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে বা পার্লামেন্ট ও বাইরের গণসংগ্রামের চাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সমাজতন্ত্র আনয়ন বা রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্র আনয়নের রঙিন স্বপ্ন দেখছে।[৭]

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বুদ্ধু নয়, তারা হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে কখনও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

তাদের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এ উদ্দেশ্যে তারাই প্রথম বল প্রয়োগ করবে।

কাজেই সর্বহারার আর কোন পথ নেই এই সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, প্রথমত সামরিক বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা ব্যতীত।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সুকর্ণের মাধ্যমে (বুর্জোয়ার মাধ্যমে) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখলের সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ করেছিল।

তার পরিণতি হিসেবে কয়েক লক্ষ কমিউনিস্ট এবং দেশপ্রেমিক বিপ্লবী প্রাণ হারায়, ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

আধুনিক সংশোধনবাদীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বুর্জোয়াদের মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এমন কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করার কথা বলে সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, সর্বহারা শ্রেণিকে অপ্রস্তুত রাখছে, বুর্জোয়াদের টিকিয়ে রাখছে। আধুনিক সংশোধনবাদীরা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের দালালী করছে।

রব গ্রুপ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলছে কিন্তু পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কানাগলি পথে অগ্রসর হচ্ছে। এরা সশস্ত্র সংগ্রামকে অস্বীকার করছে।

কাজী-রণো, অমল সেন, দেবেন-বাসাররা সশস্ত্র সংগ্রামকে বিরোধিতা করছে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলছে, নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম করার দাসখত দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জোয়ালবদ্ধ হয়েছে।

এ সকল সংশোধনবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের পথ বর্জন করে পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মহান সশস্ত্র সংগ্রাম গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে, গ্রাম দখল করে শহর ঘেরাও করতে হবে, শেষ পর্যন্ত শহর দখল করে সমগ্র পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে হবে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানা প্রধানত সর্বহারা শ্রেণি অর্জন করেছে। শক্তির ভারসাম্য সর্বহারার পক্ষে এসেছে, ফলে বুর্জোয়ারা বাধ্য হবে সর্বহারা শ্রেণির সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি মেনে নিতে।

কাজেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব অর্জন করা অব্যাহতভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনামে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভ্যন্তরীণ বুর্জোয়াদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতিরেকেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালনা সম্ভব হয় (কোরিয়া বাইরের সাম্রাজ্যবাদী হামলার মোকাবেলা করে, ভিয়েতনাম এখনও হামলার মোকাবেলা করছে)।

৬. শ্রেণি সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার একনায়কত্ব

মার্কসবাদের জন্মলগ্ন থেকেই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন নিয়ে মার্কসবাদীদের সাথে সংশোধনবাদী, সুবিধাবাদী ও বুর্জোয়াদের জীবণ মরণ সংগ্রাম চলে। সর্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্ন নিয়ে পূর্ব বাংলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সাথে সংশোধনবাদী, সুবিধাবাদী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের দালালদের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে।

রব গ্রুপ শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে। কিন্তু তারা সর্বহারার একনায়কত্বের কথা বলছে না।

মুজিববাদীরা সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে বলে দাবি করছে, কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বের কথা বলছে না।

মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদী, কাজী-রণো-অমলসেন, দেবেন-বাসার সংশোধনবাদীরা সর্বহারার একনায়কত্বকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

মওলানা ভাসানীও সর্বহারার একনায়কত্বের কথা বলছে না।

সোভিয়েট আধুনিক সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে বিশ্বের আধুনিক সংশোধনবাদীরা সর্বহারার একনায়কত্বকে বিসর্জন দিয়েছে।

এ সকল তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা যতই শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের গলাবাজি করুক না কেন এদের সমাজতন্ত্র হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখা।

এর কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণি কর্তৃক একনায়কত্ব না হলে অবশ্যই বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্বমূলক হবে।

এ কারণেই লেনিন বলেছেন, "*এটা প্রায় বলা এবং লেখা হয় যে মার্কসের তত্ত্বের সারবস্তু হলো শ্রেণি সংগ্রাম, এটা সত্য নয়। এ মিথ্যা থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসে মার্কসবাদের সুবিধাবাদী বিকৃতি, একে মিথ্যা করে বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয় করে তোলা। কারণ শ্রেণি*

সংগ্রামের তত্ত্ব মার্কস কর্তৃক সৃষ্ট নয়। মার্কসের পূর্বে বুর্জোয়ারাই ইহা সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে ইহা বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয়। যারা শুধু শ্রেণি সংগ্রামকে স্বীকার করে তারা এখনও মার্কসবাদী হয়নি। তারা এখনও বুর্জোয়া চিন্তা এবং বুর্জোয়া রাজনীতির আওতায় রয়ে গেছে। মার্কসবাদকে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হলো মার্কসবাদকে খর্ব করা, বুর্জোয়াদের নিকট গ্রহণীয় এরূপ বিষয়ে রূপান্তরিত করা। কেবলমাত্র সে-ই একজন মার্কসবাদী যে শ্রেণি সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের স্বীকৃতিতে প্রসারিত করে। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদী এবং সাধারণ ক্ষুদে বুর্জোয়া (বড় বুর্জোয়াও)-দের মধ্যকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।" [৮]

মার্কস নিজেই বলেছেন, "*আধুনিক সমাজে শ্রেণি বা তাদের মধ্যকার সংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য আমার কোন কৃতিত্ব প্রাপ্য নয়। আমার বহু পূর্বেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা শ্রেণিসমূহের সংগ্রামের ইতিহাসের বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করেছে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণিসমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়েছে। আমার নতুন অবদান হচ্ছে যে আমি প্রমাণ করেছি ঃ*

(১) শ্রেণি সমূহের অস্তিত্ব উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সাথে জড়িত।

(২) শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য গতি হবে সর্বহারার একনায়কত্বে।

(৩) এই একনায়কত্ব হচ্ছে সকল শ্রেণিকে বিলুপ্ত করার এবং শ্রেণিহীন সমাজে প্রবেশ করার উত্তরণ মাত্র।" [৯]

কাজেই শ্রেণি সংগ্রামের কথা বললেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না। শ্রেণি সংগ্রামের স্বীকৃতিকে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের স্বীকৃতিতে প্রসারিত করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের মতবাদ কাল্পনিক এবং বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের সাথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য রেখা টানছে।

কাজেই রব গ্রুপ শ্রেণি সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তারা সমাজতন্ত্রীর বেশে মার্কিনের দালাল, মুজিববাদীরা সমাজতন্ত্রীর বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল।

ভাসানী ইসলামিক সমাজতন্ত্রের নামে ক্ষুদে বুর্জোয়া সামন্তবাদী সমাজতন্ত্রী।

মনি সিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদীরা ও তাদের প্রভু সোভিয়েট আধুনিক সংশোধনবাদীরা, কাজী-রণো-অমল সেন, দেবেন-বাসাররা সর্বহারার একনায়কত্বকে বিসর্জন দিয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলে প্রমাণ করছে তারা মার্কসবাদীর বেশে সংশোধনবাদী।

৭. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে রাষ্ট্রের চরিত্র

রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণি দাবিয়ে রাখার যন্ত্র মাত্র। অর্থাৎ শ্রেণি নিপীড়নের যন্ত্র।

শ্রেণি সমাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির উপর একনায়কত্ব পরিচালনার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র।

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রের মালিক হলো ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলার সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রতিনিধিরা। এরাও রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব পরিচালনা করছে।

এ রাষ্ট্রকে মনি সিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে স্বাগত জানাচ্ছে। এমন কি তারা মুজিববাদের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের ভাওতাকে এবং সংবিধানকে স্বাগত জানাচ্ছে।

আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের প্রতিনিধিরা সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে শোষণ ও লুণ্ঠন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব পরিচালনা করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে বলে মনি সিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা বিশ্বাস করছে।

মার্কসবাদকে এরা কতখানি বিসর্জন দিয়েছে!

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রধানত সেনাবাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রধানত সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণের যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

পূর্ব বাংলার এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র বৈদেশিক শোষকদের দালাল এবং সামন্তবাদীদের দাবিয়ে রাখার এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত হবে।

জনগণের এই যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব হবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণির যৌথ একনায়কত্ব।

এই যৌথ একনায়কত্বের কারণ হলো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া এমন কি জাতীয় বুর্জোয়ারাও অংশগ্রহণ করে।

এ কারণে এ একনায়কত্বকে সভাপতি মাও বলেছেন, *'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।'*

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব জনগণের মাঝে গণতন্ত্র নিশ্চিত করে, শত্রুদের উপর একনায়কত্ব পরিচালনা করে।

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব প্রমাণ করছে ইহা সর্বহারার একনায়কত্বের একটি রূপ।

পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র হবে সর্বহারার একনায়কত্বমূলক।

৮. শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব ও সর্বহারার একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণির ভূমিকা

রব গ্রুপ শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলছে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বের কথা বলছে না।

বর্তমান যুগে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব ব্যতীত শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব সঠিক পথে পরিচালনা ও সম্পন্ন করা শুধু-যে অসম্ভব তাই নয়, শ্রেণি আপোস ও সামাজিক প্রতিবিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের পর বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ বুর্জোয়ারা শ্রেণিগতভাবে দুর্বল, এ কারণে তারা সহজেই সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা ক্রীত হয়ে তাদের তাবেদারে পরিণত হয় এবং দোদুল্যমানতা দেখায়।

পাক-ভারতের বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা আন্দোলন করে, কিন্তু বৃটিশের সাথে আপোস করে স্বাধীনতা আনয়ন করলেও বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে, তাদের পরোক্ষ লুণ্ঠন ও শোষণ বজায় রাখে।

এভাবে সরাসরি উপনিবেশ থেকে পাক-ভারত আধা উপনিবেশে পরিণত হয়।

সামন্তবাদের সাথেও তারা আপোস করে এবং তাকে টিকিয়ে রাখে। এ কারণে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে যায়।

এ কারণে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের নিজেদের বিকাশের জন্য অপরিহার্য জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবও সম্পন্ন করতে পারে না।

পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া নেতৃত্ব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ সামাজিক বিপ্লব পরিচালনা করতে যেয়ে সামাজিক প্রতিবিপ্লব ঘটায়, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নিকট নিজেদের বাজার লিখে দিয়ে নিজেদের বিকাশের পথে কুড়োল মারে, নিজেদের শ্রেণির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এর কারণ কি? কারণ নিজেদের শ্রেণিগত দুর্বলতা।

তারা টাটা-রমলা-বিড়লার সমান হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে কখনও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের অভ্যর্থনা জানাত না।

কাজেই বর্তমান যুগে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব ব্যতীত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

শ্রেণি ও জাতীয় সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে শ্রেণি ও জাতীয় যুদ্ধ।

ইহাও সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব ব্যতীত সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। বুর্জোয়া নেতৃত্বে শ্রেণি ও জাতীয় আপোস অথবা শ্রেণি ও জাতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের হামলা মোকাবেলার কোন পরিকল্পনাই করেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা ভুল পথে কিছুটা প্রতিরোধ চালায়। শেষ পর্যন্ত তাও ভেঙ্গে পড়লে তারা আত্মরক্ষার্থে ভারতে পলায়ন করে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের কামানের খোরাকে পরিণত হয়। যুদ্ধকে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় পরাধীনতার যুদ্ধে পরিণত করে। তারা সর্বদাই এ যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বের শুধু যে বিরোধিতাই করেছে তাই নয় এমন কি তাদেরকে খতম করার কাজকে প্রাধান্য দিয়েছে।

এভাবে লক্ষ লক্ষ জনগণের রক্তের বিনিময়ে পরিচালিত যুদ্ধ ব্যর্থ হয়। এ কারণেই সভাপতি মাও বলেছেন (বর্তমান যুগে) "*... ... যে কোন বিপ্লবী যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণি ও .... (তার রাজনৈতিক পার্টির– লেখক) নেতৃত্বের অভাব ঘটলে অথবা সেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গেলে সে যুদ্ধ অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হবে।*" [১০]

"*শ্রেণি সংগ্রাম, শ্রেণি ও জাতীয় যুদ্ধ, সামাজিক বিপ্লব ও সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব অপরিহার্য কারণ কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ এবং চূড়ান্তভাবে বিপ্লব চালাতে সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমগ্র বিপ্লবের ইতিহাস প্রমাণ করে, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হয় আর শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব থাকলেই বিপ্লব জয়লাভ করে।*" [১১]

তিনি আরও বলেছেন, "*... ... শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেণি ... ও (সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি– লেখক) হচ্ছে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা থেকে সবচেয়ে মুক্ত, রাজনীতিগতভাবে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সবচেয়ে বেশি সংগঠিত, আর দুনিয়ার অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতাকে তারা সবচেয়ে বেশি বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে এবং সে অভিজ্ঞতাকে নিজেদের কার্যে প্রয়োগ করতে পারে। তাই কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টিই কৃষক, শহুরে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি ও বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্ব দিতে পারে, কৃষক ও ক্ষুদে বুর্জোয়াদের সংকীর্ণতাকে, বেকারদের ধ্বংসাত্মকতাকে অতিক্রম করতে পারে। আর বুর্জোয়া শ্রেণির দোটানা মনোভাবকেও, শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার মনোবলের অভাবকেও অতিক্রম করতে পারে (অবশ্য যদি কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে ভুল না হয়) এবং বিপ্লব ও যুদ্ধ বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারে।*" [১২]

সর্বহারার নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে। ইহা বর্তমান যুগের সামাজিক বিকাশের একটি ইচ্ছামুক্ত বস্তুগত নিয়ম।

সর্বহারার নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সভাপতি মাও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (এর বিপরীতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো পুরোনো গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার পরিণতি হচ্ছে উপনিবেশিক বা আধা উপনিবেশিক, সামন্তবাদী বা আধা সামন্তবাদী দেশ)।

এ বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব থাকার অর্থ হলো সামাজিক বিকাশের গতি বজায় থাকা অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে সম্প্রসারণবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং সামন্তবাদী শোষণের অবসান অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া।

এ বিপ্লব সম্পন্ন করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করা সম্ভব।

অন্য কথায়, "*সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব সমগ্র বিপ্লবের (জাতীয় গণতান্ত্রিক– লেখক) চেহারাটাই পাল্টে দেয়, শ্রেণিসমূহকে নতুনভাবে সন্নিবেশিত করে; কৃষকদের বিপ্লবে প্রচণ্ড জোয়ার আনে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবে সম্পূর্ণতা আনে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।*" [১৩]

এভাবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সর্বহারার বিপ্লবের সাথে যুক্ত করে।

মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা সামাজিক বিপ্লবের নিয়মকে সংশোধন করে বলে, "উৎপাদক শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ না করা পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে।"

এ কারণেই তারা স্বেচ্ছায় পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের হাতে তুলে দেয়। এ প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব থেকেই আসে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্ব মেনে চলা অর্থাৎ তাদের লেজুড়বৃত্তি করার বিশ্বাসঘাতক যুক্তি।

'উৎপাদক শক্তির যথেষ্ট বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা যায় না' এ যুক্তি দেখিয়ে মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকারের লেজুড়বৃত্তি করছে, তাদেরকে উৎপাদক শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি

সৃষ্টি করার সুযোগ দিচ্ছে।

কি বিশ্বাসঘাতক যুক্তি!

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট বা বৈদেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন বজায় রাখছে, পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করেছে, সামন্তবাদী শোষণ জিইয়ে রেখেছে অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পন্ন রেখেছে, পূর্ব বাংলাকে নূতন করে উপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী পূর্ব বাংলায় রূপান্তরিত করেছে। কাজেই এখানে বুর্জোয়া বিকাশ এবং এর বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ কি করে সম্ভব?

মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে করতে মার্কসবাদের ক খ গ-ও ভুলে গেছে।

সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত ও সম্পন্ন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণির যৌথ একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র। ইহা সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বেরই একটি রূপ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র।

সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব পরিচালনার জন্য সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব অপরিহার্য। সভাপতি মাও বলেছেন, '*জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের জন্য সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব প্রয়োজন।*' [১৪]

"*সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। এ রাজনৈতিক পার্টি গঠিত হয় সর্বহারা শ্রেণির সবচাইতে অগ্রগামী ব্যক্তিদের দ্বারা, ইহা হবে একটি সজীব প্রাণশক্তিতে ভরপুর অগ্রগামী সংগঠন যা সর্বহারা শ্রেণি ও বিপ্লবী জনগণকে শ্রেণি (এবং জাতীয়– লেখক) শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিচালনায় সক্ষম।*" [১৫]

এ পার্টির পথ প্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারা।

রব গ্রুপ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিচালিত সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব ব্যতীত শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব করা এবং সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে।

সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব ব্যতীত শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব করা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলার অর্থ হচ্ছে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বে সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

এভাবে রব গ্রুপ সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব বাদ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বের কথা বলছে, এর পরিণতি হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের নামে শ্রেণি আপোস, সামাজিক বিপ্লবের নামে সামাজিক প্রতিবিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

মনিসিং-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদীরা এবং কাজী-রণো-অমলসেন, দেবেন-বাসার এবং দেশীয়-আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা মার্কসবাদ-

লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিচালিত সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব ব্যতীত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক বিপ্লব করা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে দেশীয় আন্তর্জাতিক শোষণ ও লুণ্ঠন এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে সহায়তা করছে।

পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী প্রমাণ করছে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিচালিত সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বের পরিণতি হচ্ছে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের অনুরূপ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা, ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, দেশীয় আন্তর্জাতিক শোষণ ও লুণ্ঠনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

৯. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনীতি

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে বৈদেশিক বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করে বুর্জোয়া বিকাশের শর্ত সৃষ্টির বিপ্লব।

এ কারণে এ বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করা হবে এবং বৈদেশিক পুঁজি, বিদেশের সাথে যুক্ত পুঁজি রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে এবং সামন্তবাদকে পুরোপুরি উৎখাত করে ভূমিহীন কৃষকের মাঝে ভূমি বিতরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পুতুল সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলছে, কিন্তু এখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সম্পন্ন করেনি।

তারা কোন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং তাদের সাথে যুক্ত পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করেনি। তারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অবাধে অনুপ্রবেশ করতে দিচ্ছে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী লুণ্ঠন বজায় রাখছে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চলতে দিচ্ছে, তারা সামন্তবাদকে উৎখাত করেনি।

এভাবে পূর্ব বাংলা উপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী রয়ে গেছে (মনিসিং-মোজাফ্‌ফর বিশ্বাসঘাতকরা একে অস্বীকার করছে)।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভূমিকে সমবায় প্রথা, শেষ পর্যন্ত কমিউনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত করা হয়।

উৎপাদন (কল-কারখানা, শিল্প) এবং বন্টন (দোকান, পাইকারী, খুচরা) এবং পরিবহনসহ সকল বিষয় ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয়।

মানুষ তার সাধ্যমত কাজ করে, কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকের উদ্বৃত্ত শ্রম মালিকের পকেটস্থ হওয়া বাতিল হয়।

শ্রমিক-কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাদের শ্রম দ্বারা তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্যের এক অংশ পায়, বাকি অংশ রাষ্ট্র ব্যবহার করে তাদের কল্যাণে সমাজের উন্নতির মূলধন হিসেবে।

পূর্ব বাংলার ছয় পাহাড়ের দালালরা সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলছে, কিন্তু সর্বস্তরে ব্যক্তিমালিকানা এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ব কল-কারখানায় আমলাদের মালিকানা, বিদেশী

পুঁজির মালিকানা বজায় রেখেছে।

কাজেই অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এ সরকার সমাজতন্ত্রী দূরের কথা জাতীয় গণতন্ত্রীও নয়।

১০. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সর্বহারা শ্রেণিকে অবশ্যই বিপ্লবের নেতৃত্ব অর্জন করতে হবে, বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতাকে তুলে ধরতে হবে, তাদের সাথে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করতে হবে। নিজের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে হবে, কোন অবস্থায়ই বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হলে চলবে না।

বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হওয়ার অর্থ হবে বুর্জোয়াদের স্বার্থের সেবা করা, বিপ্লবের ক্ষতি করা, সর্বহারা ও জনগণের রক্তপাতকে বৃথা যেতে দেওয়া।

মনি সিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদীরা নিজেদের স্বতন্ত্র ভূমিকা বিসর্জন দিয়ে, বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দেয়। এর পরিণতি হিসেবে তাদের লক্ষ লক্ষ কমরেডকে প্রাণ দিতে হয়।

মনি সিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদীরাও কি একইভাবে বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে নিজেদের কবর রচনা করছে না?

সর্বহারা শ্রেণি অবশ্যই কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী গড়ে তুলবে, ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করবে, বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করবে।

এ কারণে তাদেরকে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে, কৃষকদের শত্রু সামন্তবাদীদের উৎখাত করে কৃষকদের মুক্ত করতে হবে, তাদেরকে এভাবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াদের পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ঠেকানো প্রধান সমস্যা।

এ কারণে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত শ্রেণি সংগ্রাম চালাতে হবে, সর্বহারার একনায়কত্বকে জোরদার করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের অধীন সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করতে হবে।

১১. সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

মুজিববাদী ও রব গ্রুপ সমাজতন্ত্র, শ্রেণিহীন সমাজ প্রভৃতির কথা বলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম থাকবে।

এ কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব হবে রাষ্ট্রের চরিত্র।

সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজম উত্তরণ পর্যন্ত এ একনায়কত্ব ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে।

সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা উৎখাতের পর রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন সম্ভব।

কাজেই কেবলমাত্র কমিউনিস্ট সমাজই হচ্ছে শ্রেণিহীন-শোষণহীন।

মুজিববাদীরা বলছে বর্তমানেই পূর্ব বাংলা শ্রেণিহীন হয়েছে যেহেতু পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা সবাইকে সর্বহারা করেছে।

শ্রেণিহীন হলে পুলিশ, সামরিক বাহিনী, জেল ও রাষ্ট্র রয়েছে কেন?

এগুলো রয়েছে ধনীদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য, বিদেশী শোষকদের রক্ষার জন্য। ইহা প্রমাণ করে পূর্ব বাংলায় শ্রেণি রয়েছে।

এই শ্রেণিকে বিলোপ করার জন্য, বিপ্লবী সর্বহারার একনায়কত্ব প্রয়োজন। এ কথা না বলে রব গ্রুপ, আওয়ামী লীগ জনগণকে ভাওতা দিচ্ছে মাত্র।

শ্রেণিহীন সমাজে পৌছার জন্য অবশ্যই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করতে হবে। এর পরেই শ্রেণিহীন সমাজ অর্থাৎ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

১২. জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী

প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রের বুলি দ্বারা জনগণকে প্রতারিত এবং চিরস্থায়ীভাবে তাদেরকে শোষণ ও লুণ্ঠন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু জনগণ তাদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা আজ হোক কাল হোক বুঝতে সক্ষম হবে এবং তাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।

পাক-ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠনকে মেনে নেয়নি, তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বৃটিশ দস্যুরা উৎখাত হয়।

পূর্ব বাংলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশিক দস্যুদের উপর নির্ভরশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমিদার-জোতদারদের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীল অংশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, শেষ পর্যন্ত এরা উৎখাত হয়। এ সকল নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানে যোগদান করে।

কিন্তু পাকিস্তানের অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাধ বিকাশ ঘটতে দেওয়ার পরিবর্তে জাতিগত নিপীড়ন চালায় এবং পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলার জনগণ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা আনয়নকারী রাজনৈতিক পার্টি মুসলিম লীগ এবং এর নেতা জিন্নাহ এককালে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে ছিল, তারা ক্রমে জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জনসমর্থন পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় ভারত পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তান দখল করতে ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলার এই জনগণই জাতীয় অধিকার লাভের জন্য পাকিস্তানকে সমর্থন করার পরিবর্তে একে বিরোধিতা করে। তারা জাতীয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে।

'পৃথিবীর কোন শক্তিই পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না'– পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের এই দম্ভোক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়।

পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের প্রতারণায় ভুলে তাকে মিত্র বলে অভ্যর্থনা করে।

কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের প্রতারণা বুঝতে পেরেছে, জনগণ এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।

কাজেই এদের উৎখাত অনিবার্য।

বিপ্লব-পূর্ব সোভিয়েট ইউনিয়নে বারোটিরও অধিক পার্টি ছিল যারা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করতো। কিন্তু জনগণ এ সকল সমাজতন্ত্রীদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপ বিচার বিশ্লেষণ করে, জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কিনা তা বিবেচনা করে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বর্জন করে।

মহান নেতা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টিকে তারা মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হিসেবে নির্ণয় করে এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

পূর্ব বাংলার জনগণও আজ বিভিন্ন আকৃতির প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রী ও সংশোধনবাদীদের কথা ও কার্যকলাপকে পর্যালোচনা করছে, মুক্তি সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম কিনা তা তারা যাচাই করে দেখছে।

এভাবে তারা আজ হোক কাল হোক মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীদের ও বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বর্জন করবে এবং সত্যিকার সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবীদের গ্রহণ করবে।

পূর্ব বাংলার জনগণ মনি সিং-মোজাফ্‌ফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতক চক্রের 'বি' টীমের চরিত্র অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের দালালীর চরিত্র বুঝতে পেরেছে। তাদের পতনও নির্ধারিত হয়ে গেছে।

রব গ্রুপের বক্তব্য তারা বুঝে উঠতে শুরু করেছে এবং সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় তাদের প্রকৃত মার্কিনের দালালীর চরিত্র এবং আওয়ামী লীগের অনুরূপ চরিত্র জনগণ বুঝতে সক্ষম হবে।

এদেরও পতন অনিবার্য।

কাজী-রণো-অমল সেন, দেবেন-বাসারদের (...?) চরিত্রও জনগণ বুঝে ফেলেছে। তাদের পতনও অনিবার্য। হক-তোয়াহা, মতিন-আলাউদ্দিন নিজেদেরকে বিপ্লবী হিসেবে চিত্রিত করার এক হাজার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু সমাজের গতিধারার প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত ঝড়-তরঙ্গে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে, তাদের দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। জনগণ ও তাদের কেডাররা তাদেরকে পরিত্যাগ করছে। নিজেদেরকে বিপ্লবী হিসেবে চিত্রিত করার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তারা বারংবার বিভক্ত হয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে নিজে খাঁটি বিপ্লবী সাজার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাদের পতন অনিবার্য।

কাজেই জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের পরিচালক শক্তি। জনগণ বুদ্ধু বা বোকা নয়। অনেক সময় তারাই আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান,

আমরাই তাদের তুলনায় অনেক সময় ছেলেমানুষ ও হাস্যস্পদ।

বর্তমান যুগে জনগণ চায় বিপ্লব, দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি।

কাজেই জনগণকে বোকা ভেবে নিজেদেরকে অতিশয় চালাক মনে করে যারা গালভরা বুলি ঝেড়ে বিপ্লবীর মুখোশ পরে জনগণকে প্রতারণা করছে, জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের পতন অতীতের প্রতিক্রিয়াশীলদের তুলনায় অতি দ্রুত হবে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না। গোলোযোগ সৃষ্টি করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার গোলোযোগ সৃষ্টি করা, ব্যর্থ হওয়া, ধ্বংসের আগ পর্যন্ত– এ নিয়ম অনুযায়ী তারা মৃত্যু পর্যন্ত প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোলোযোগ করে যাবে। এ কারণে জনগণের মুক্তির সংগ্রামে আসবে বিপর্যয়, পরাজয়, এ কারণে জনগণের মুক্তির পথ হচ্ছে আঁকাবাঁকা, কষ্টকর।

"কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবশেষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বদলাবেই, এটা মানুষের ইচ্ছামুক্ত বাস্তব নিয়ম। প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিহাসের রথচক্রের গতি রোধ করার জন্য যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, আগে বা পরে বিপ্লব অবশ্যই ঘটবে এবং তা অনিবার্যভাবেই বিজয় লাভ করবে।" [১৬]

প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ে কিছুসংখ্যক লোককে কিছু দিনের জন্য প্রতারিত করতে পারবে, কিন্তু সমগ্র জনগণকে চিরদিনের জন্য ধোকা দিতে পারবে না।

সভাপতি মাও বলেছেন, *"আজ থেকে শুরু করে পরবর্তী ৫০ থেকে ১০০ বছর, অথবা তার কম বা বেশি সময়টা হচ্ছে বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মহান যুগ ও একটি বিশ্ব কাঁপানো যুগ; যার সংগে পূর্ববর্তী কোন ঐতিহাসিক যুগের তুলনা হতে পারে না, এমন একটি যুগে বাস করে আমাদেরকে পূর্ববর্তী যুগগুলোর সংগ্রামের রূপ থেকে অনেক পৃথক বৈশিষ্টপূর্ণ মহান সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"* [১৭]

সভাপতি আরো বলেছেন, *"বর্তমান যুগের প্রধান প্রবণতা হচ্ছে বিপ্লব।"* [১৮]

পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের ঘটনাবলী সভাপতি মাওয়ের এই মহান উপসংহারের সঠিকতাই প্রমাণ করছে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে, তাদের মুখোশ উন্মোচিত করতে হবে এবং তাদেরকে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করতে হবে।

জনগণকে তাদের মুক্তির পথে পরিচালিত করতে হবে, অব্যাহতভাবে বিপ্লব পরিচালনা করে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সূচনা ও পরিচালনা করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে কমিউনিজম বাস্তবায়িত করতে হবে।

নোট ঃ

১। Karl Marks. Selected Works, Vol-I, P-155, Second English Edition. Foreign Language Publishing House, Moscow, 1946.

২। Mao Tse-Tung. Four Essays on Philosophy. P-9.

৩। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বুর্জোয়া শ্রেণি রয়েছে। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহও বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া এবং বাইরের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিনিয়ত কমিউনিস্টদের বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত করা এবং বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের পার্টিতে অনুপ্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে কমিউনিস্টদের কেউ কেউ বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হয়। এবং বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা পার্টিতে অনুপ্রবেশ করে। এরা মার্কসবাদের মুখোশ পরে পার্টির মাঝে টাইম বোমা হিসেবে বিরাজ করে এবং পরে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, কু-দেতা প্রভৃতির মাধ্যমে পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালায়। এরাই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদী বলে পরিচিত।

এদের পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট পার্টিতে পরিণত করা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

৪। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি।

৫। মাও সেতুঙ, উদ্ধৃতি, পৃ- ২৭

৬। Mao Tse-Tung. Four Essays on Philosophy. P- 69.

৭। ইতালীর সংশোধনবাদী নেতা তোগলিয়াত্তির তত্ত্ব।

৮। Lenin. State and Revolution, P- 40.

৯। Do P- 40.

১০। মাও সেতুঙ, ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ, পৃ- ২৫।

১১। মাও সেতুঙ, উদ্ধৃতি, পৃ- ৪৪।

১২। মাও সেতুঙ, ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ, পৃ- ২৫।

১৩। মাও সেতুঙ, উদ্ধৃতি, পৃ- ৪৪।

১৪। মাও সেতুঙ, উদ্ধৃতি, পৃ- ৪৪।

১৫। মাও সেতুঙ।

১৬। মাও সেতুঙ, উদ্ধৃতি, পৃ-২৬।

১৭। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, পৃ- ১৪৪।

১৮। ঐ

মওলানা ভাসানীর যুক্তবাংলা প্রসঙ্গে

(অক্টোবর, ১৯৭২)

১.

মওলানা ভাসানী সম্প্রতি পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা নিয়ে যুক্তবাংলা গঠনের দাবি উত্থাপন করেছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে ঃ

পূর্ব বাংলার সমাজের বর্তমান সমস্যা হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাত করে পূর্ব বাংলার উপর তাদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান ঘটানো, একই সাথে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ উৎখাত করা এবং তাদের দালাল ছয় পাহাড়ের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করা, এজন্য জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গণযুদ্ধ শুরু করা।

পূর্ব বাংলার জনগণ এ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগ, তার পদলেহী কুকুর মস্কোপন্থীদের মধ্যকার ঘৃণ্য দস্যুদের খতম করছে।

এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট, তাবেদার সরকার এবং তাদের প্রভুদের থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়া।

কাজেই বর্তমানে যুক্তবাংলার কথা বলার অর্থ হলো এ মহান সংগ্রাম থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানো। (... ?)

২.

পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য নিজেরাই সংগ্রাম করবেন। তাদের উপরে পরিচালিত জাতীয় ও অন্যান্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা নিজেরাই লড়বেন, নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। ইহা তাদের পবিত্র ও অলংঘনীয় অধিকার।

পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরাসহ ভারতের সকল নিপীড়িত জাতি এবং জনগণের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীবিরোধী ন্যায্য সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা আমাদের একই শত্রু এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে ধ্বংস করব।

পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার জনগণ ভারতের সাথে থাকবেন, না বিচ্ছিন্ন থাকবেন তা নির্ণয় করার অধিকার আমাদের নেই। এটা তারাই নির্ধারণ করবেন।

৩.

ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের জনগণের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণয় করার অধিকার হরণ করে তা নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা বিশ্ব জনগণের ভাগ্য নির্ধারণেরও ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা একইভাবে বিশ্বের জনগণের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিচ্ছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছে।

এ সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও জনগণকে পদানত করা, লুণ্ঠন ও শোষণ করা, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম প্রতিহত করা।

ইহা পুরোনো ও নয়া উপনিবেশবাদীদের এবং সম্প্রসারণবাদীদের সাধারণ কর্মপদ্ধতি।

মওলানা ভাসানী যুক্তবাংলার কথা বলে পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইহা কি পুরোনো ও নয়া উপনিবেশবাদী এবং সম্প্রসারণবাদীদের অনুরূপ কার্যকলাপ নয়?

পূর্ব বাংলার জনগণ কখনও এ ধরনের অপরাধমূলক কাজ করবেন না।

৪.

যুক্তবাংলার দাবি পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার জনগণের দৃষ্টি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠী বিরোধী মহান সংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনারও একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

কাজেই এ দাবি ভারত ও পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম ও সংগ্রামী মৈত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা এ ধরনের পরিকল্পনা[১] প্রণয়ন করেছিল আইয়ুবী আমলে।

বর্তমানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব এবং পূর্ব বাংলার ও ভারতের বিপ্লব নস্যাৎ করার জন্য এ পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত করা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

বিভ্রান্তিকর রাজনীতিক মওলানা ভাসানীর পক্ষে এ ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৫.

"একটি জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত স্থায়ী মানবগোষ্ঠী যা গঠিত হয় সাধারণ ভাষা, ভৌগোলিক এলাকা, অর্থনৈতিক জীবন এবং মানসিক প্রকৃতি যা সাধারণ সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করেছে এ সকলের ভিত্তিতে।"[২]

পূর্ব বাংলা (বৃটিশ উপনিবেশিক দস্যুদের শাসনকালে যা পূর্ব বঙ্গ ছিল) ছিল

কালকাতার পশ্চাদভূমি, বৃটিশ সমর্থক হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমিদার, জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা এখানকার জনগণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিপীড়িত হয়েছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গের পৃথক প্রদেশ স্থাপন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে সমর্থন করে।

পরবর্তীকালে তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট প্রদান করে।

পাকিস্তানে যোগদানের পরবর্তী সময় পূর্ব বাংলার জনগণ সাধারণ ভাষা, ভৌগোলিক এলাকা, অর্থনৈতিক জীবন ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বিকাশ লাভ করে, নিজেদের জাতীয় বিকাশের অন্তরায় দূর করার জন্য সংগ্রাম করে যা বিকাশ লাভ করে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে।

কাজেই ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ একটি পৃথক মানবগোষ্ঠীতে বিকাশ লাভ করে যার রয়েছে সাধারণ ভাষা, ভৌগোলিক এলাকা, অর্থনৈতিক জীবন ও সংস্কৃতি।

এ কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐতিহাসিকভাবে একটি সম্পূর্ণ জাতিতে বিকাশ লাভ করেছে।

কাজেই যুক্তবাংলা না হলে পূর্ব বাংলার জনগণ অর্ধেক জাতি বা বিচ্ছিন্ন জাতি রয়ে যায়; এ বক্তব্য মার্কসবাদ বিরোধী।

পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন।

এ মহান সংগ্রাম বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপথে পরিচালিত হয়।

কিন্তু এতে লক্ষ লক্ষ জনগণ অংশগ্রহণ করেন ও আত্মবলিদান করেন। এত মহান ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও যারা বুঝাতে চান পূর্ব বাংলার জনগণ একটি জাতি নয়, অর্ধেক জাতি, যুক্ত না হলে পূর্ব বাংলার জনগণ জাতিগতভাবে দ্বিখণ্ডিত থাকবে, তারা সম্পূর্ণরূপে কল্পনার রাজ্যে বাস করেন।

পূর্ব বাংলার জনগণ কখনও নিজেদেরকে অর্ধেক জাতি বা খণ্ডিত জাতি হিসেবে মনে করেননি। তাহলে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের সময় যুক্তবাংলার দাবি পেশ করতেন।

মওলানা ভাসানীর যুক্তবাংলার দাবি জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও কাল্পনিক।

৬.

পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে স্বাধীনতা ও উদ্যোগ নিজেদের হাতে রেখে নিজেদের মুক্তির জন্য নিজেরাই লড়াই করবেন এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বিরোধী সংগ্রামরত বিভিন্ন জাতি ও জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্ম হবেন। একই সাথে তাদের হয়ে মনস্থির করার সম্প্রসারণবাদী, বৃহৎ জাতিসুলভ অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বিরোধিতা করবেন।

ভারতের বিভিন্ন জাতি (পশ্চিম বঙ্গসহ) ও জনগণ নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে স্বাধীনতা ও উদ্যোগ নিজেদের হাতে রেখে নিজেরাই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবেন, এ প্রক্রিয়ায় তারাই স্থির করবেন তারা ঐক্যবদ্ধ ভারতে থাকবেন না বিচ্ছিন্ন হবেন।

আমরা তাদের মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করি।

- **পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি– জিন্দাবাদ!**
- **কমরেড সিরাজ সিকদার– জিন্দাবাদ!**
- **পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করুন!**
- **যুক্তবাংলার দাবি পূর্ব বাংলা ও ভারতীয় বিপ্লব বিরোধী দাবি!**
- **স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন!**

নোট ঃ

১। Bengsam. অর্থাৎ, বাংলা ও আসাম নিয়ে "বেঙ্গসাম"।

২। J. V. Stalin. Marxism & The National Question. P-16.

☆

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের দেয়া সংবিধান প্রসঙ্গে

(অক্টোবর, ১৯৭২)

পূর্ব বাংলার বর্তমান সংবিধান প্রণয়নকারীরা হচ্ছে দেশবিক্রেতা, বিশ্বাসঘাতক ও মীরজাফর। পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার তাদের নেই।

* তথাকথিত গণপরিষদ সদস্যরা ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সামরিক দস্যুর নির্বাচনী কাঠামোর নির্দেশ (L.F.O) মেনে নিয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

নির্বাচনী কাঠামোর নির্দেশের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানী সংহতি মেনে চলার কথা।

কাজেই এরা পাকিস্তানের সংহতি মেনে নির্বাচিত হয়েছে।

এ কারণে পাকিস্তানের সংহতি মেনে নির্বাচিত ব্যক্তিরা কিভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলার সংবিধান তৈরি করতে পারে! পূর্ব বাংলার সংবিধান তৈরির জন্য তারা নির্বাচিত নয়।

* এ সকল তথাকথিত গণপরিষদ সদস্যরা পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের নিকট পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, এ উদ্দেশ্যে তারা বারংবার আপোষ বৈঠক করে। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ তাদের এ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়।

* এ সকল তথাকথিত গণপ্রতিনিধিরা পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের চরম নির্যাতনের মুখে পূর্ব বাংলার জনগণকে অসহায়ভাবে রেখে ভারতে পলায়ন করে।

তারা ক্ষমতা ও গদির লোভে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, পূর্ব বাংলাকে ভারতের নিকট পরাধীন করার দাসখত লিখে দেয়, পূর্ব বাংলায় তাদের ডেকে আনে।

এভাবে তারা পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করে। এর ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন কায়েম করেছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ব বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ, মনিসিং-মোজাফ্ফর মস্কোপন্থী, অন্যান্যদের পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোনো অধিকার নেই। তারা দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মীরজাফরী অপরাধে অপরাধী।

* তারা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ব বাংলায় শোষণ ও লুণ্ঠন করা ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে।

* তারা যে শোষণ ও লুণ্ঠনের রাজত্ব স্থাপন করেছে তার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় চরমতম নির্যাতনের ও লুণ্ঠনের মধ্যে দিনযাপন করছেন।

* পূর্ব বাংলার বীর জনগণ এ নতুন উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এ সকল দেশবিক্রেতা, বিশ্বাসঘাতক ও মীরজাফরদের বিচার করে চরম শাস্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কাজেই এ সকল তথাকথিত গণপরিষদ সদস্য যারা জনগণের নিকট লুটপাট সমিতির সদস্য বলে পরিচিত, দেশবিক্রেতা এবং মীরজাফর তাদের সংবিধান তৈরির কোন অধিকার নেই।

এ সংবিধান হচ্ছে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ বজায় রাখা এবং সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ-মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বজায় রাখা এবং পূর্ব বাংলায় তাদের দালাল ও সামন্তবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন বজায় রাখা ন্যায়সঙ্গত করা এবং জনগণের উপর ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব চালিয়ে যাবার কালো দলিল।

এ সংবিধানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন অবসানের কোন কথা নেই।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক ক্ষেত্র, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রের উপর ভারতীয় শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসানের কোন কথা নেই।

অর্থাৎ এ সংবিধানে এ উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। একে ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুণ্ঠন, তাদের সামরিক ঘাঁটি বিলোপের কোন কথা নেই।

অর্থাৎ একে তারা ন্যায়সঙ্গত করেছে।

এ কালো দলিলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষাকারী পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী মহল, কালোবাজারী আমলাদের উৎখাতের কোন কথা নেই। দেশের সামন্তবাদীদের পরিপূর্ণ উৎখাত করে **'যে জমি চাষ করে, সে-ই জমির মালিক'** এ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ সামন্তবাদ বিলোপ করা হয়নি।

এ সংবিধানে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের উপর পরিচালিত জাতীয় নিপীড়নের অবসান এবং তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কোন কথা নেই।

এ সংবিধানে উর্দুভাষাভাষী জনগণের উপর পরিচালিত নিপীড়নের অবসানের কোন কথা নেই।

এ সংবিধানে পূর্ব বাংলার অনুন্নত অঞ্চলের বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা নেই।

সমাজতন্ত্র ও জনগণের মুক্তি শোষণহীন সমাজ কায়েমের গালভরা বুলির আড়ালে এ সংবিধান হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলায় তাদের দালাল ও সামন্তবাদীদের প্রণীত শাসনতন্ত্র।

এদের অধিকার রক্ষা করা অর্থাৎ শোষণ ও লুণ্ঠন এবং জনগণের উপর একনায়কত্ব পরিচালনার জন্য ইহা একটি কালো দলিল।

এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মুজিববাদ অর্থাৎ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদকে।

এ সংবিধানে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন, যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং উর্দু ভাষাভাষি ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর জাতীয় নিপীড়ন, যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের উপর ধর্মীয় নিপীড়ন পরিচালনা।

জনগণ যাতে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এবং তাদেরকে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে দাবিয়ে রাখা যায় তার জন্য এ কালো দলিলে রয়েছে সামরিক, আধা-সামরিক এবং বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্যবস্থা অর্থাৎ সামরিক, আধা-সামরিক, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হচ্ছে জনগণের উপর ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব পরিচালনার হাতিয়ার।

পার্লামেন্ট ও বিচারালয় হচ্ছে এ ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে ন্যায়সঙ্গত করার স্থান বিশেষ।

কাজেই এ সংবিধান উপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী পূর্ব বাংলার ছয় পাহাড়ের দালাল শাসক শ্রেণির জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বমূলক শাসনতন্ত্র।

ফ্যাসিস্ট আইয়ুবের উৎখাতের সাথে সাথে তার কুখ্যাত শাসনতন্ত্রের পতন হয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের সাথে সাথে এ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্রও উৎখাত হবে এবং জনগণ নিজেরাই জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অধিকার সম্বলিত সত্যিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।

☆

নির্বাচন প্রসঙ্গে

(অক্টোবর, ১৯৭২)

পূর্ব বাংলার মীরজাফর ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ তথাকথিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা ফ্যাসিবাদী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক দলিল তথাকথিত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের পর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া, অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন এবং নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া ও নির্বাচন প্রদানের কারণ–

ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী গণঅসন্তোষ প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়ছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়ে দ্রুত উন্নীত হচ্ছে।

এ নির্বাচনের ভাওতা দিয়ে জনগণকে পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কানাগলিপথে আটকে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

* আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

দ্রুত নির্বাচন না দিলে তারা মোটেই ভোট পাবে না। এ ভয়ে তারা নির্বাচন দিচ্ছে।

* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীর দ্বন্দ্ব আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ছাত্র লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ প্রভৃতি এ দ্বন্দ্বের কারণে বিভক্ত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের মধ্যেও এ দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

আওয়ামী লীগের মাঝে এ দ্বন্দ্বের প্রধান দিক হচ্ছে সোভিয়েট-ভারতের দালালরা।

এরা পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশ হিসেবে বজায় রাখা এবং সোভিয়েটের লুণ্ঠন ক্ষেত্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে চায়।

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের মধ্যকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের দালালরা পূর্ব বাংলাকে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চায়।

এই দুই শিবিরের মধ্যকার কামড়াকামড়ি এবং তথাকথিত গণপরিষদ সদস্যদের মারাত্মক জনপ্রিয়তাহীনতাই গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন প্রদানের কারণ।

এই দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হচ্ছে নির্বাচনেও।

নির্বাচনকে একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তারের উপায় অর্থাৎ অপর পক্ষকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্র করছে।

এভাবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নির্বাচন তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তীব্রতর করবে।

* এ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে তারা বিরোধী দলসমূহের উপর ফ্যাসিবাদী দমন তীব্রতর করেছে। এর কারণ নিজেদের ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়।

এর পরিণতি হিসেবে তারা দেশের মধ্যে ব্যাপক ধরপাকড় ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করার ফ্যাসিবাদী পাঁয়তারা করছে।

আওয়ামী লীগ ছয় পাহাড়ের দালালদের 'সি' ও 'ডি' টিম কাজী-রণো, দেবেন-বাসার প্রভৃতি চক্র এ উপনিবেশিক সামন্তবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন ভাসানীর নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পাঁয়তারা করছে, তারা প্রকাশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিরোধিতা করছে।

এভাবে তারা তাদের প্রকৃত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের দালালীর চরিত্র তুলে ধরেছে।

* মনিসিং-মোজাফ্‌ফর মস্কোপন্থী সংশোধনবাদীরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের ছয় পাহাড়ের দালালদের 'বি' টিম হিসেবে আরো স্পষ্টভাবে পরিচিত করে তুলবে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি এবং অন্যান্য সাচ্চা বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকরা এ নির্বাচনের প্রহসনকে বিরোধিতা করবেন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করবেন।

☆

প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির
ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ইশতেহার

(৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২)

[এ পুস্তকটি হচ্ছে সিরাজ সিকদারের *রাজনৈতিক রচনাবলী*, সে কারণে এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলিলটির অংশবিশেষ এখানে ছাপানো হলো। এবং দলিলটির অভ্যন্তরে কিছু অংশ উহ্য রাখা হলো যা ডট (... ... ...) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।– *প্রকাশক*]

৩) পূর্ব বাংলায় সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের দালালদের সাথে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা 'মুসলিম বাংলা' 'যুক্ত বাংলা' দাবি উত্থাপন করছে, সাম্প্রদায়িক রায়ট, দাঙ্গা বাধাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মার্কিনের দালাল রব গ্রুপ (বর্তমানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী, মুক্তি বাহিনী, সামরিক বাহিনীর অসন্তুষ্ট অংশের সাথে সংযোগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র, শ্রমিক এবং জনগণকে নিজেদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক ঋণ, রিলিফ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করছে।

তারা সামরিক কু-দেতা, রায়ট-দাঙ্গা, ছাত্র-শ্রমিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক চাপ, পাক-ভারত যুদ্ধের (এর ফলে ভারত পূর্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাতে অসুবিধায় পড়বে) প্রভৃতি একযোগে বা একাধিক বিষয় ব্যবহার করে পূর্ব বাংলায় নিজের উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত চালাচ্ছে।

সামরিক কু-দেতা চূর্ণ করার জন্য ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ ও তাদের দালাল পুতুল সরকারের অনুগত বাহিনীর হস্তক্ষেপ, শহরসমূহে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং পরিণতি হিসেবে গ্রামসমূহ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

... ...

নির্বাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষে নির্বাচনে পরাজিত হবার সম্ভাবনাই অধিক। এ অবস্থায় এদের দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হবে।

কিন্তু ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তারা মুজিববাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে মুজিববাদীদের মুখোশ উন্মোচনে সহায়তা করছে।

কাজেই শত্রুদের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ আমাদের চমৎকার পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। সশস্ত্র সংঘর্ষ না হলেও আমাদের সাধারণ কাজের লাইন অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের লাভ হলো শত্রু নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে নিজেদের মুখোশ উন্মোচিত করছে এবং নিজেদের দুর্বল করছে।

শ্রেণি সংগ্রাম মানুষের ইচ্ছামুক্ত বস্তুগত নিয়ম। ইহাই তার প্রমাণ।

☆

প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির
সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ইশতেহার

(সম্ভবত ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)

[এ পুস্তকটি হচ্ছে সিরাজ সিকদারের *রাজনৈতিক রচনাবলী*, সে কারণে এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলিলটির অংশবিশেষ এখানে ছাপানো হলো। এবং দলিলটির অভ্যন্তরে কিছু অংশ উহ্য রাখা হলো যা ডট (... ... ...) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।– *প্রকাশক*]

২৯। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

ভারতের দালাল অংশ।

সোভিয়েটের দালাল অংশ।

মার্কিনের দালাল অংশ।

জাতীয় গণতন্ত্রী অংশ।

আওয়ামী লীগকেও অনুরূপ চারভাগে ভাগ করা যায়।

আওয়ামী লীগস্থ জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশ খুবই দুর্বল এবং অসংগঠিত। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা আওয়ামী লীগস্থ ভারতের দালাল অংশের হাতে। তারা বাকি তিন অংশকে দাবিয়ে রেখে ক্ষমতা বহাল রাখতে চাচ্ছে।

মার্কিনের দালাল অংশ একইভাবে বাকি তিন অংশকে দাবিয়ে রেখে পূর্ব বাংলা দখল করতে চাচ্ছে।

মার্কিনের দালালরা সোভিয়েটের দালালদের উৎখাত করে শত্রু কমিয়ে ভারতের দালাল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশকে দাবাবার চেষ্টা করছে।

সোভিয়েটের দালাল অংশও একইভাবে বাকি তিন অংশকে দাবিয়ে রেখে ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে।

একইভাবে সোভিয়েটের দালালরা মার্কিনের দালালদের উৎখাত করে শত্রু কমিয়ে ভারতের দালাল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

একইভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশও বাকি তিন অংশকে দাবিয়ে রেখে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম চালাচ্ছে।

ভারতের দালাল অংশ মার্কিন ও সোভিয়েটের দালালদের কামড়াকামড়িকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা মার্কিনীদের খুশি করা ও সোভিয়েটের দালালদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সোভিয়েটের দালালদের পিটুনি দিচ্ছে।

একইভাবে তারা মার্কিনীদের দালালদের এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির কিছু অংশকে পিটিয়েছে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশে রয়েছে পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীরা, কৃষক-শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ সমগ্র জাতি।

সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সর্বহারা শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও তা বজায় রাখা, কৃষক-শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

এভাবে সর্বহারা শ্রেণিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশকে দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভারত, সোভিয়েট এবং মার্কিনের দালালদের ভূমিকা এক রকম এবং পরস্পর সহযোগিতা করে।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক অংশকেই বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণি ও জনগণ সমর্থন করবে।

... ...

৪৯। জনগণের তথাকথিত নির্বাচনের প্রতি কোন আস্থা ও উৎসাহ নেই। আওয়ামী লীগ রক্ষী বাহিনী মোতায়েন, আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য পার্টির প্রার্থীদের অপহরণ, হুমকি প্রদর্শন, বন্দুকের ডগায় ভোট গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচনের প্রহসন করছে।

নির্বাচন হচ্ছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা বজায় রাখার একটি প্রহসন মাত্র।

☆

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি

(জুন, ১৯৭৩)

[এপ্রিল, '৭৩-এ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে "পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট" গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে ফ্রন্টের ঘোষণা ও কর্মসূচি প্রকাশিত হয় জুন, '৭৩-এ। অক্টোবর, '৭৪-এ এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছিল।

এ পুস্তকটি হচ্ছে সিরাজ সিকদারের *রাজনৈতিক রচনাবলী*, সে কারণে এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলিলটির অংশবিশেষ এখানে ছাপানো হলো।- *প্রকাশক*]

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের ঘোষণাপত্র

১.

পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বদাই সকল প্রকার বৈদেশিক হামলা ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং প্রতিরোধ চালিয়েছেন।

পূর্ব বাংলার জনগণের ইতিহাস হচ্ছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস।

পূর্ব বাংলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেন এবং পাকিস্তানে যোগদান করেন।

পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্র প্রদানের পরিবর্তে জাতীয় নিপীড়ন এবং শোষণ-লুণ্ঠন পরিচালনা করে।

পূর্ব বাংলার জনগণ প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করার চক্রান্তকে নস্যাৎ করেন।

১৯৫৪ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রাম, ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলন করেন।

শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ করেন।

পূর্ব বাংলার জনগণ পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, লক্ষ লক্ষ জনগণ প্রাণ হারান, তাদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

আওয়ামী লীগ ও তার তাবেদাররা পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা মীরজাফরের মত গদির লোভে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট পূর্ব বাংলাকে বিকিয়ে দেয়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলা দখল এবং এখানে তার উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগ ও তার তাবেদারদের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে। তারা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ও সমর্থনে পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে।

পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য হলো– পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি, চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করা, সাড়ে সাত কোটি জনগণের বাজার দখল করা, পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করা, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিনষ্ট করা, প্রশাসন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ব বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের অপর এক উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার জনগণ, ভারতীয় জনগণ এবং নাগা-মিজো-কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রাম দাবিয়ে রাখা, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্ব করা।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে সহায়তা ও সমর্থন করছে ভারতের উপর তার আধিপত্য জোরদার করা, পূর্ব বাংলা লুণ্ঠনের বখরা নেওয়া, পূর্ব বাংলায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়ায় কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য।

মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পূর্ব বাংলা ও ভারতে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য।

২.

আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকরা প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা জনগণকে ধোঁকা দেওয়া এবং নিজেদের চরিত্র গোপন করার বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা তথাকথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে, জাতীয় পরিষদ গঠন করেছে এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে।

কিন্তু জনগণ তাদের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হননি। তারা বুঝতে পেরেছেন, 'বাংলাদেশ' সরকার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পুতুল সরকার ব্যতীত কিছুই নয়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের শোষণ ও লুণ্ঠন, তার তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠন, অরাজকতা, মুদ্রামান হ্রাস, কালোবাজারী, পাচার, রাহাজানি, হাইজ্যাক, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের চক্রান্তের ফলে পূর্ব বাংলার সামরিক বাহিনীর বিকাশ বন্ধ হয়েছে।

এভাবে পূর্ব বাংলাকে পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপর নির্ভরশীল করে ফেলা হয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদারদের নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ অর্ধাহারে, অনাহারে, কাপড়ের অভাবে দিন যাপন করছেন।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্য, বেকারত্ব, যানবাহনের অভাব, জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত নামিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ কখনও এত কষ্টকর জীবন যাপন করেননি। পক্ষান্তরে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাবেদার বিশ্বাসঘাতক দেশ বিক্রেতারা রাতারাতি অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাঁবেদাররা পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ধ্বংস করার জন্য নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে।

বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা জনগণকে দাবিয়ে রাখা ও তাদের উপর ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব চালাবার জন্য বিভিন্ন সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী গঠন করেছে এবং জনগণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বাহিনীকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রক্ষী বাহিনী গঠন করেছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠন বিরোধী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশ পুতুল সরকার হত্যা, গ্রেফতার, জেল-জুলুম ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালাচ্ছে।

তারা মিটিং, মিছিল, ধর্মঘট বানচাল করছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করছে, সরকার বিরোধী তৎপরতাকে নির্মূল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এভাবে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ আজ উপলব্ধি করেছেন আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা যে গণতন্ত্র কায়েম করেছে তা হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদারদের ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র, তারা যে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে তা হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার এবং সোভিয়েট ও মার্কিন শোষকদের শোষণ ও লুণ্ঠন। তারা যে জাতীয়তাবাদের কথা বলে তা হচ্ছে জাতীয় পরাধীনতা, পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণ এবং উর্দু ভাষাভাষীদের নির্মূল করা। তারা যে ধর্মনিরপেক্ষতা চায় তা হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের শোষণ ও লুণ্ঠনের পথে মুসলিম ধর্মের যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দাবিয়ে রাখা এবং দেশপ্রেমিক হিন্দু ও মুসলিম জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করা।

মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

৩.

সমগ্র পূর্ব বাংলায় একটি বিস্ফোরণ উন্মুখ পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

জনগণ আজ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদারদের নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন এবং ফ্যাসিস্ট অত্যাচার থেকে মুক্তি চান।

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত পূর্ব বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ বাহিনীও এ পুতুল সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট।

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সরকারি, আধাসরকারি কর্মচারী, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত জনসাধারণও এ পুতুল সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ।

ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও এ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদে চাকুরীজীবী, জেলে, কামার, কুমার এবং অন্যান্য পেশাধারী জনগণও এ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ।

পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু, ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগণও এ ফ্যাসিস্ট সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ।

অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণ, শ্রেণি, দল, ভাষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এ সরকারের উপর বিক্ষুব্ধ।

এ পুতুল ফ্যাসিবাদী সরকার এবং তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাতের জন্য পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম চলছে।

জনগণের এ সংগ্রামকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন সবচাইতে সময়োপযোগী হয়েছে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ঃ

আপনারা শ্রেণি, স্তর, দল, মত, ভাষা, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদান করুন, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করুন, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণির প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে– আপনারা পূর্ব বাংলার সবচাইতে অগ্রগামী শ্রেণি, আপনাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের জন্য জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে যোগদান করুন।

প্রকাশ্যে ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক বামপন্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে– আপনারা পূর্ব বাংলার জনগণের অংশ। পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের সাথে আপনাদের সংগ্রাম সমন্বিত করার জন্য পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদান করুন।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও সমর্থক যারা পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদেরকেও আহ্বান জানানো হচ্ছে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী কৃষক জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ এবং অন্যান্য সশস্ত্র, আধা সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের সাথে জড়িতদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য পেশাধারী জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

প্রাক্তন মুক্তি বাহিনী, সৈনিক, সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার নারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘু, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে যোগদানের জন্য।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট রাজনৈতিক সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং প্রচার ও কূটনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারকে উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে।

পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। তারা সর্বদাই শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

অতীতের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পূর্ব বাংলার জনগণ অবশ্যই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কঠোর সংগ্রামে লেগে থাকবেন, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারকে উৎখাত করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করবে।

▸ ◂

স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচি

একটি বৃহত্তর ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা

– পূর্ব বাংলার ভূমি থেকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা, তাদের উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।

পূর্ব বাংলাস্থ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দখলদার সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা বা অন্য কোন ছদ্মবেশে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন

ক্ষেত্রে নিয়োজিত সামরিক বা বেসামরিক কর্মচারী, পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে নিয়োজিত ভারতীয় নাগরিকদের উৎখাত করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ব বাংলাস্থ সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের তাবেদার দালাল জাতীয় শত্রু এবং 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা।

'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্র এবং আইন বাতিল করা।

'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সাথে স্বাক্ষরিত পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করা। 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তিসমূহ বাতিল করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের তাবেদার দালাল জাতীয় শত্রুদের মধ্যকার ঘৃণ্য জনগণ বিরোধীদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

– সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে তার নিয়ন্ত্রণাধীন দেশসমূহ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ব বাংলা থেকে পরিপূর্ণরূপে উৎখাত করা।

তাদের সাথে সম্পাদিত সকল জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করা।

পূর্ব বাংলাস্থ তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

– পূর্ব বাংলার ভূমিতে প্রকাশ্য বা গোপন বিদেশী সামরিক ঘাঁটির অবসান করা।

– সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাবেদার রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সামরিক বা বেসামরিক নাগরিক যারা পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত তাদেরকে উৎখাত করা।

– সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের গোঁড়া প্রতিনিধিদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

– পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সার্বজনীন প্রত্যক্ষ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সত্যিকার গণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় পরিষদ নির্বাচন। জাতীয় পরিষদ হবে পূর্ব বাংলার সর্বোচ্চ সংস্থা। এই পরিষদ পূর্ব বাংলার সমাজের সকল স্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন সম্বলিত বৃহত্তর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের গ্যারান্টিযুক্ত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে।

– বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু, ধর্মীয় সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক দলসমূহ, জাতীয় মুক্তির সহকারী দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর খাঁটি প্রতিনিধিদের সমবায়ে একটি যৌথ জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন।

– বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ও কায়েম, যথা– বাকস্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সমিতিবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ও বিক্ষোভ প্রকাশের স্বাধীনতা।

– সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকারের সুনিশ্চিত গ্যারান্টি দান, বাসস্থানের স্বাধীনতা, চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা, চলাফেরার স্বাধীনতা, কর্ম ও বিশ্রামের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকারের গ্যারান্টি প্রদান।

– নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও বাঙালী জাতি এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে সাম্য বিধান।

– দেশপ্রেমিক কার্যের জন্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দান।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক সৃষ্ট সকল প্রকার বন্দী শিবিরের বিলুপ্তি সাধন।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের নির্যাতনে যে সকল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা ও দেশে কাজ করার সুযোগ দান।

– পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা।

– ন্যায়সঙ্গতভাবে পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার সমস্যাবলীর সমাধান করা।

– পূর্ব বাংলার সামুদ্রিক জলসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল[1] পর্যন্ত নির্ধারণ করা। এই জলসীমার মধ্যে মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বৈদেশিক কোন শক্তি কর্তৃক লুণ্ঠন করা নিষিদ্ধ থাকবে।

মুক্ত মাতৃভূমির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গড়ে তোলা

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং তার তাবেদার 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারকে উৎখাতের জন্য গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা।

– কৃষক, শ্রমিক ও দেশপ্রেমিকদের নিয়ে পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী (নিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, গেরিলা ও মিলিশিয়া এবং অন্যান্য বাহিনী) গড়ে তোলা।

তারা মাতৃভূমি ও জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশেষ আনুগত্যশীল। পূর্ব বাংলার মুক্তি এবং পূর্ব বাংলাকে রক্ষার জন্য দেশের সমগ্র জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে এবং এশিয়া তথা সারা বিশ্বে শান্তি রক্ষায় সক্রিয় সাহায্য দানে তারা হবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

– গণযুদ্ধকে জোরদার করতে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদারদের পরাজিত করতে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহতভাবে পরিচালনা করে তা চূড়ান্ত বিজয়ের পথে পরিচালনার জন্য দেশপ্রেমিক বাহিনীতে সংগ্রামের কর্মক্ষমতা ও গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করানো।

---

[1] নৌ-মাইল। ১ নটিক্যাল মাইল = ১৮৫২ মিটার।– *প্রকাশক*

– সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনীর দেশপ্রেম, তাদের সংকল্প, শৃঙ্খলাবোধ জোরদার করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ জোরদার করা।

দেশপ্রেমিক বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের ভোটদান করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তারা ভূ-সম্পত্তির মালিক হতে পারেন এবং সাধারণ নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করতে পারেন।

একটি স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শোষণ ও দাসত্বের অবসান করা।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের সহযোগী ও সমর্থক বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরদের পূর্ব বাংলাস্থ সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

–সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের শোষণের অবসান এবং তাদের পূর্ব বাংলাস্থ সকল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা। তাদের দালালদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা।

– স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা, জনগণকে সমৃদ্ধশালী ও দেশকে শক্তিশালী করার মানসে অর্থনৈতিক বিকাশ করা।

– আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের সম্পত্তি ও উৎপাদন যন্ত্রের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ, পাক-সামরিক ফ্যাসিস্ট ও তাদের দালালদের দ্বারা উৎখাতকৃত ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের পুনর্বাসন করা। তাদের কাজকর্ম পুনরারম্ভ ও চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহজ শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা। ভারতে যায়নি এ অজুহাতে দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের উৎখাত প্রতিহত করা। তাদেরকে যথাযথ সুযোগ প্রদান করা। 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার কর্তৃক উৎখাতকৃত দেশপ্রেমিক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন করা।

– পূর্ব বাংলায় স্বাধীনভাবে ভারী শিল্প, হালকা শিল্প ও কুটীর শিল্প গড়ে তোলা। এদেরকে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা করা এবং বিদেশের উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিরোধিতা করা।

– দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দান ও সংরক্ষণের অনুকূলে শুল্ক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মহাজনী প্রথা, মুনাফাখোরদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিহত করা।

– পূর্ব বাংলার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের বিরোধিতা করা।

– পূর্ব বাংলা থেকে ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রে পুঁজি পাচার প্রতিহত করা।

– রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দেওয়া প্রতিহত করা।

– শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, হস্তশিল্পের উন্নয়নে রাষ্ট্র শিল্প ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করবে। জাতি গঠন ও জনকল্যাণ বিধানের সাহায্যকারী শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

– জেলেদের উপর পরিচালিত শোষণের অবসান করা। তাদের জীবনযাত্রা ও পেশার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

– শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ।

– যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

– শহর, গ্রাম-সমভূমি ও পার্বত্য এলাকার মধ্যে অর্থনেতিক বিনিময়কে উৎসাহিত ও বৃদ্ধি করা। উত্তরবঙ্গসহ অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলসমূহের দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

– ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের স্বার্থের প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া।

– একটি স্টেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

– উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অল্প সুদে ঋণদানের নীতি গ্রহণ করবে।

– কৃষি উৎপাদন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং উহার উন্নয়ন সাধন, কৃষিকার্য ও পশু পালনের উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও তার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

– ফারাক্কা বাঁধজনিত সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা, স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেচব্যবস্থা, পোকা নিরোধ ও সার প্রদানের ব্যবস্থা করা, কৃষিকে আধুনিকীকরণ করা, রাষ্ট্র কৃষকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে, পরস্পরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করবে। গবাদি পশু, কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, বীজ, সার প্রভৃতি ক্রয়ে কৃষকদিগকে স্বল্পসুদে ঋণদান করবে।

– কৃষিকে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে একে উন্নত করা।

– কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। খাদ্যদ্রব্যে দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করা।

–চাল, মাছ, মাংস, ডিম, তরি-তরকারি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পাচার এবং উদ্বৃত্ত নয় এরূপ খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করা।

– ভারত কর্তৃক পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয়ের অধিকার বাতিল করা।

– গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ভারতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা।

– ভারতীয় বিদ্যুৎ, তৈল এবং কাঁচামালের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নির্ভরশীল না করা।

– পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রেখে সকল দেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করা।

খোদ কৃষকের হাতে জমি– এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের দালাল নৃশংস ঝুনা জমিদার এবং তাদের তাবেদার গোষ্ঠীর জমি বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীন এবং কম জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে উহা বণ্টন।

কৃষকদের মধ্যে বণ্টনকৃত জমির প্রতি তাদের স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি ও উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

– রাষ্ট্র ভূ-স্বামীদের নিকট থেকে এলাকা বিশেষে নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমার অতিরিক্ত জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। এ সকল জমি ভূমিহীন ও কম জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি সাপেক্ষে জমি সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হবে। ভূমিহীন ও কম জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন করা হবে। তাদের উপর কোন প্রকার বাধ্যতামূলক শর্তারোপ করা হবে না। যে সকল এলাকায় ভূমি সংস্কারের উপযুক্ত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি তথায় জমির খাজনা হ্রাস করা হবে।

– ইজারাদারী, জোতদারী, মহাজনী ও সুদে বন্ধক সকল জমি, সম্পত্তি বিনা শর্তে পূর্বতন মালিকদের ফেরত দিতে হবে।

– অনুপস্থিত জমিদারদের জমি কৃষকদের নিকট চাষাবাদের জন্য ন্যস্ত করা এবং তারা এ সকল জমির ফসল ভোগ করবে। পরবর্তীকালে ঐ সকল জমিদারদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক মনোভাব বিবেচনা করে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

– জমিদারদিগকে কৃষকদের সংগঠনে অথবা রাষ্ট্রকে জমি দানের সুযোগ দেওয়া হবে। কৃষক সংগঠন অথবা রাষ্ট্র ভূমিহীন কম জমির মালিক কৃষকদের মাঝে এই জমি বণ্টন করবে।

– শিল্পে ব্যবহার্য কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী এবং ফলের বাগানের মালিকদিগকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

– মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসমূহের ভূমির ন্যায্য স্বত্বাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদান করা।

– ন্যায্য ভিত্তিতে বারোয়ারী জমির পুনর্বণ্টন।

– যারা জমি উদ্ধার করবে তাদেরকে ঐ উদ্ধারকৃত আবাদী জমির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হবে।

– যাদেরকে বন্দী শিবিরে গমনে বাধ্য করা হয়েছে তাদেরকে তাদের সাবেক গ্রামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

– যুদ্ধের ফলে যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন, তারা ইচ্ছে করলে তাদের বর্তমান বাসস্থানে বাস করতে পারবেন। তাদের ভূসম্পত্তি ও শ্রমলব্ধ অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবেন। তাদেরকে উক্ত স্থানে বাস করে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করা হবে। যারা নিজ জন্মস্থানে ফিরে আসতে চান, তাদের সাহায্যার্থে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন

সম্প্রসারণবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ধরনের হীন মনোবৃত্তি সৃষ্টিকারী ও অধপতিত সংস্কৃতি এবং শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এ সংস্কৃতি আমাদের জনগণের সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ ঐতিহ্য সম্পন্ন সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়ন করে উহা জাতি গঠন ও প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত করা।

– বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য এবং পূর্ব বাংলার জনগণের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের আলোকে জনসাধারণকে শিক্ষাদান, আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, প্রথা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

– জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূর, আনুষঙ্গিক শিক্ষার উন্নয়ন, নয়া সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, বিজ্ঞান কর্মী, কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক দল গড়ে তোলা এবং তাদেরকে উচ্চশিক্ষা, ট্রেনিং দানের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো।

– বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ।

– শিক্ষা এবং কর্মজীবনে সকল ক্ষেত্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা।

দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, ছাত্রদের শিক্ষা বেতন হ্রাস।

– গরীব ছাত্রদিগকে শিক্ষার বেতন হতে অব্যাহতি দান অথবা তাদের জন্য স্কলারশীপ-এর ব্যবস্থা করা।

– পরীক্ষাসমূহের পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা।

– শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ।

– পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকারী তরুণ ও শিশুদের, বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিবারের সন্তান-সন্ততি ও মেধাবী তরুণদের শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ সাধনের জন্য রাষ্ট্র সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দান করবে।

– বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা কার্য পরিচালনা, সাহিত্য ও শিল্পে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মে অংশগ্রহণে প্রতিটি নাগরিকের অবাধ সুযোগ দান।

বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদিগকে উৎসাহিত করা এবং মাতৃভূমি ও জনগণের স্বার্থে তাদের গবেষণা, আবিষ্কার ও সৃজনশীল কাজ অব্যাহত রাখার উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা।

– যে সকল লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে তাদের দেশপ্রেমিক ভূমিকার জন্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তাঁরা যেন তাঁদের সৃজনশীল কর্ম অব্যাহত রাখতে পারেন– এর সুযোগ সৃষ্টি করা।

– স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ও প্রতিষেধক ব্যবহারের আন্দোলন গড়ে তোলা। জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

– মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক শোষকরা যে সকল মারাত্মক রোগ রেখে গেছে সেগুলি বিলোপের ব্যবস্থা করা।

– শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া আন্দোলনের বিকাশ সাধন।

– সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

শ্রমিক, মজুর ও বেসামরিক কর্মচারীদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা

শ্রম আইন প্রণয়ন, আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের প্রবর্তন, বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি, যুক্তিসঙ্গত বেতন নির্ধারণ এবং বর্ধিত উৎপাদনের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করা। ট্রেড ইউনিয়ন, সমিতিবদ্ধ হওয়া, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার নিশ্চিত করা।

– শ্রমিক, মজদুর ও কর্মচারীদের জীবনযাত্রা ও চাকুরির উন্নয়ন।

– শিক্ষানবিশদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদানের নীতি গ্রহণ।

– শ্রমিক ও শহরের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য চাকুরির সংস্থান করা। বেকারত্বের অবসানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

– রোগ, ব্যাধি, কর্মক্ষমতা লোপ, বার্ধক্য ও অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কালে শ্রমিক, মজদুর ও কর্মচারীদের যত্ন, সাহায্যদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা।

– মেহনতী মানুষের বাসস্থানে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নয়ন।

– উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার বিরোধসমূহের মীমাংসা করা।

– শ্রমিক ও মজদুরদের প্রহার, তাদের বেতন হতে জরিমানা কেটে রাখা এবং অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের চাকুরি হতে বহিষ্কার কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা।

– বেসামরিক কর্মচারীদের ভোটদান করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তারা সাধারণ নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করতে পারেন।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতা ও সন্তানদের রক্ষা করা

– জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকার সাথে যথাযথ সংগতি রেখে তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৃত্তিগত মানোন্নয়ন, পূর্ব বাংলার মহিলাদের বীরত্ব, শৌর্য ও জাতি সেবার ঐতিহ্যের বিকাশ সাধন।

– রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে।

– যে সকল মহিলা পুরুষের অনুরূপ কার্যে নিযুক্ত, তারা সমবেতন, সমমর্যাদা ও সমঅধিকার ভোগ করবেন।

– মহিলা শ্রমিক ও বেসামরিক কর্মচারী দুই মাসের জন্য মাতৃত্ব ছুটি লাভ করবেন।

মহিলা কর্মীদের উৎকর্ষ বিধান, উপযুক্ত ট্রেনিং ও সক্রিয় সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ।

বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন।

– মাতা ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ, মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও নার্সারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি।

– মহিলাদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদাহানিকর সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতির অবসান।

শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

– অক্ষম সৈন্যদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সৈনিক ও দেশপ্রেমিক বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা।

– মুক্তিসংগ্রামে সশস্ত্র বাহিনী অথবা অন্যান্য বিভাগ ও বিপ্লবী সংগঠনে যে সকল লোক শহীদ হবেন, যারা রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মবলিদান করেছেন, দেশের সমস্ত জনগণ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাদের স্মৃতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবেন।

– রাষ্ট্র ও জনগণ তাদের পরিবারবর্গের যত্ন নেবেন এবং সাহায্য দান করবেন।

– সশস্ত্র অথবা রাজনৈতিক সংগ্রামে যে সকল দেশপ্রেমিক অক্ষম হয়ে পড়বেন তাদের প্রতি যত্ন নেওয়া হবে এবং তাদেরকে সাহায্য দান করা হবে।

– বিপ্লবে যে সকল পরিবারের অবদান রয়েছে সমগ্র জাতি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তারা সমগ্র জাতিরই সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করবেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রদান

'বাংলাদেশ' ফ্যাসিস্ট সরকারের নীতি বিবর্জিত কাজের ফলে যে সকল ব্যক্তি ও পরিবারের চরম সর্বনাশ হয়েছে, তাদেরকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দেশসেবার সুযোগ প্রদান করা।

– অনাথ, বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিদের যত্ন নেয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা শস্যহানির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্য ও পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যকার অক্ষম, যুদ্ধে নিহত, অসহায় পরিবারের বিষয় বিবেচনা করা।

ভারত থেকে বিতাড়িত বাঙালী, অবাঙালী, উদ্বাস্তুতের পুনর্বাসন, জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা এবং সামাজিক অধিকার প্রদান।

'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্য ও অফিসার এবং পূর্ব বাংলায় তাদের প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা জনগণের পক্ষ সমর্থন করবেন তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ করা

'বাংলাদেশ' পুতুল সরকার যে আমলা গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে এবং তাদের দ্বারা প্রশাসন পরিচালনা করছে, তাদের মধ্যকার দালালদের উৎখাত করা। 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যে সকল ঘৃণ্য খুনীরা কাজ করছে তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করা।

– 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্য, অফিসার এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের যাতে ন্যায়ের পথে দেশরক্ষা ও জাতি গঠনের কাজে জনসাধারণের সাথে সামিল হতে পারেন তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা।

– ভাড়াটে বাহিনী ও প্রশাসনিক বিভাগের যে সকল গ্রুপ, ইউনিট অথবা ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা হবে। যাঁরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতি ও সমর্থন দান করছেন এবং যাঁরা শাসক গোষ্ঠীর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের সকলকে যথাযথ মর্যাদা দান করা হবে।

– যাঁরা ভাড়াটে বাহিনী ত্যাগ করে পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনীতে যোগদানে আবেদন জানাবেন তাঁদেরকে স্বাগত জানানো হবে। তাঁরা সমব্যবহার লাভ করবেন।

– 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের যে সকল কর্মকর্তা পূর্ব বাংলার মুক্তির পর জনগণ ও দেশের সেবার নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁরাও সমঅধিকার লাভ করবেন।

– 'বাংলাদেশ' পুতুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনিক বিভাগের যে সকল ব্যক্তি গণবিরোধী অপরাধে লিপ্ত ছিল, তারা যদি পরিশেষে নিজেদের কার্যকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। যাঁরা উত্তম কার্যাদি দ্বারা নিজেদের অপরাধ স্খলনের প্রয়াস পাবেন, তাঁদেরকে যথারীতি পুরস্কৃত করা হবে।

– ভাড়াটে বাহিনীর বন্দী অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি মানবিক ব্যবহার ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে।

– ভারতীয় বা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের বন্দী সৈনিকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হবে। এদের মধ্যকার যারা পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সমর্থন করেন, সময় হলেই তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যেতে সাহায্য করা হবে।

প্রবাসী বাঙালীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ

– প্রবাসী বাঙালীদের দেশপ্রেমমূলক কার্য এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাদের মূল্যবান সাহায্যকে স্বাগত জানানো হবে।

– তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

– দেশ গঠনের জন্য প্রবাসী যে সকল বাঙালী দেশে ফিরে আসতে চাইবেন তাদের সাহায্য করা।

পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ

– পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামে স্থানীয় যে সকল বিদেশী নাগরিক সাহায্য করবেন তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে।

– পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিকের পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাশীল হতে হবে এবং তাদেরকে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের আইনকানুন মেনে চলতে হবে।

– যে সকল বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও তাদের এজেন্টদের এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা দান করেননি, যারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হানিকর কিছু করবেন না, তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ। যে সকল বিদেশী মুক্তি সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন দান করবেন, তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা।

– পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বৈদেশিক এজেন্ট ও চরদের কঠোর শাস্তি বিধান।

পূর্ব বাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিমালা কার্যকরী করে ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত নিপীড়নের অবসান করবে

– সকল প্রকার ধর্মীয় নিপীড়নের অবসান করা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা রক্ষা করা, ক্ষতিগ্রস্তদের সংস্কার করা। ধর্মীয় নিপীড়ক দাঙ্গা, রায়টকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরি, শিক্ষা, শিল্প, প্রতিরক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অনুন্নত অঞ্চলের জন্য বিশেষ এলাকা গঠন করে দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের তাবেদারদের উৎখাত করা, একই সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদারদের পূর্ব বাংলা দখলের চক্রান্ত বিরোধী সংগ্রামে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের ঐক্যকে দৃঢ় করা, জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে তাদেরকে শরীক করা।

উর্দু ভাষাভাষী জনগণের উপর পরিচালিত নির্মম অত্যাচারের অবসান করা, তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা, নাগরিক অধিকার প্রদান করা, তাদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি রক্ষা করা।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার দালালদের বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণকে বিভক্ত করা ও শোষণ করার জন্য ব্যবহৃত সকল আইন, পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল বাতিল করা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি অসম আচরণ এবং তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কূটকৌশলে এবং বলপ্রয়োগ করে বাসস্থান থেকে উৎখাত করাকে বিরোধিতা করা।

– বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিসত্তার মধ্যকার এবং তাদের সাথে বাঙালী জাতির দীর্ঘদিনের একতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্যকে বিকাশ করা, যাতে দেশকে রক্ষা এবং দেশ গঠনের কাজে সকলকে শরীক করা যায়।

চাকুরি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সকল জাতিসত্তার সমঅধিকার রয়েছে।

– জাতিগত সংখ্যালঘুদের যে সমস্ত জমি ও সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করা ও বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছে তা পূর্বতন মালিককে ফেরত দিতে হবে।

ইজারাদারী, জোতদারী ও মহাজনী সুদে বন্ধক সকল জমি, সম্পত্তি বিনাশর্তে পূর্বতন মালিকদের ফেরত দিতে হবে।

– সরকারি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী ঝুমিয়া চাষীদের উপর ভূমিদাসসুলভ শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান ঘটাতে হবে।

– জাতিগত সংখ্যালঘু কৃষকদের মাঝে 'যে ভূমি চায করে সে-ই ভূমির মালিক' এই কৃষিনীতির সুযোগ প্রদান করা।

– কাপ্তাই বাঁধের জল কৃষিকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এলাকা প্লাবিত না করে– বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থিরীকৃত এরূপ সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া।

– জাতিগত সংখ্যালঘু জেলেদের উপর ঠিকাদারী, সরকারি কর্মচারী ও তাদের তাবেদারদের শোষণ বন্ধ করতে হবে। তাদেরকে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করতে হবে। ন্যায্যমূল্যে মৎস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

– জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করা, তাদের ভূমির উন্নতি সাধন করা, তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং তাদের জীবন ধারণের মানকে উন্নত করা, যাতে তারা পূর্ব বাংলার জনগণের সাধারণ জীবন ধারণের মান পর্যন্ত পৌছতে পারে।

– জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিজেদের কথা ও লিখিত ভাষার (লিখিত ভাষা না থাকলে তার ব্যবস্থা করা) মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ, তাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখা বা পরিবর্তন করার অধিকার নিশ্চিত করা।

– জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে দ্রুত প্রশাসনিক কর্মচারী শিক্ষিত করা, যাতে তারা অল্প সময়ের মাঝে নিজেদের স্থানীয় বিষয় নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে।

– জাতিগত সংখ্যালঘুদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়িত করা।

– স্বাধীন ও মুক্ত পূর্ব বাংলার মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, যাতে তাদের জাতিগত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

– তাদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার রক্ষা করা।

শান্তি ও নিরপেক্ষতার বৈদেশিক নীতি

পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র শান্তি ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করবে। এই বৈদেশিক নীতিতে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং ইহা বিশ্বশান্তির সহায়ক। এই বৈদেশিক নীতি নিম্নরূপ ঃ

পরস্পরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পর অনাক্রমণ, পারস্পরিক সমতা ও স্বার্থ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকাংশের আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার সম্পর্কের সমস্যার (পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পাকিস্তানস্থ বাঙালীদের ফিরিয়ে আনা, পূর্ব বাংলার গণহত্যা ও ফ্যাসিস্ট ধ্বংসযজ্ঞের অপরাধে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদান, পূর্ব বাংলা থেকে গত ২৪ বছরে পাকিস্তানে যে পুঁজি ও মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়েছে তা সুদসহ ফেরত আনা, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যা, পূর্ব বাংলায় তারা যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করা ইত্যাদি সমস্যা) সমাধান করা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যে সকল দেশ সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন দান করবেন তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থকে মর্যাদা দান।

কোনরূপ রাজনৈতিক শর্ত জড়িত না থাকলে যে কোন দেশের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ।

কোনরূপ সামরিক চুক্তিতে জড়িত না হওয়া, পূর্ব বাংলায় কোনরূপ বিদেশী শক্তির কোনরূপ সামরিক বাহিনী অথবা সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব না রাখা।

– পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যে সকল দেশ সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি জানাবেন তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা।

– ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বিরোধী সংগ্রামরত দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সংগ্রাম, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশ, জাতি ও জনগণের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইন এবং অন্যান্য দেশের জনগণের মহান সংগ্রামকে সমর্থন করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বিরোধী ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম সমর্থন করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রো-আমেরিকানদের মৌলিক জাতীয় অধিকারের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন দান করা।

– বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পররাষ্ট্রলোভী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে এবং তাদের আক্রমণাত্মক সামরিক জোট ও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি বিলোপের কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

সকল আন্তর্জাতিক গণসংগঠন এবং ভারত, সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনতাসহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সুদৃঢ় করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী গণফ্রন্টের সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়া।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুধু যে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য পরিচালিত হচ্ছে তা নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণ যারা শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সংগ্রামরত তাদের স্বার্থও এর সাথে জড়িত। এই মহান গৌরবময় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন।

এ ঐক্যকে অবশ্যই আরো দৃঢ় ও সম্প্রসারিত করতে হবে।

যে সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তি পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কর্মসূচি সমর্থন করবেন, ফ্রন্ট আন্তরিকভাবে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করবে এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে প্রস্তুত।

পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী যতই ঘৃণ্য, উন্মত্ত নৃশংস একগুঁয়ে কার্যকলাপ চালিয়ে যাক না কেন, তাদের পরাজয় অবধারিত।

আসুন, আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হই, এ একতাকে জোরদার করি, বিজয়ের পথে অগ্রসর হই, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করি।

পূর্ব বাংলার জনগণের বিজয় অবধারিত। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপরিউক্ত মহান কর্মসূচি অবশ্যই বাস্তবায়িত করবে।

পূর্ব বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট শাসক গোষ্ঠী ও তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকান দেশসমূহের জনগণ, ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অবশ্যই পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন দান করবেন।

আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

☆

পূর্ব বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির উপর কতিপয় মন্তব্য

(জুন, ১৯৭৩)

বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বিরোধী প্রচণ্ড গণঅসন্তোষের সুযোগে পূর্ব বাংলার কোন কোন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত বা কিছুটা সংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা চলছে।

জনগণের চেতনাকে ব্যবহার করার মত আমাদের নেতৃত্বে ব্যাপক সংগঠন ও সশস্ত্র সংগ্রাম না থাকার ফলেই এগুলো হচ্ছে। এটা আমাদের দুর্বলতারই প্রকাশ।

যারা এ ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের কেউ কেউ 'মুসলিম বাংলার' গেরিলা বলে দাবি করছে। এরা জাসদের কর্মী। এদের তৎপরতা ও 'মুসলিম বাংলার' বক্তব্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করছে জাসদ মার্কিনের দালাল।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৎপরতায় ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

সরকার বিরোধী বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা যত বৃদ্ধি পায়, পরিস্থিতি যত গরম ও ঘোলাটে হয়, আলোড়ন বৃদ্ধি পায় ততই আমাদের সুবিধা।

পঁচিশে মার্চের পরবর্তী সময় বিপ্লবের জন্য সুবিধাজনক অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া ব্যক্তি, গ্রুপ, মুসলিম বাংলাওয়ালা জাসদ বা বুর্জোয়াদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা টিকে থাকা বা বিজয় অর্জন করতে পারে না।

ভৌগোলিকভাবে ভারত পরিবেষ্টিত পূর্ব বাংলায় ভারতবিরোধী তৎপরতায় বৈদেশিক সাহায্য আসা প্রায় অসম্ভব।

কাজেই উপরোক্ত গ্রুপসমূহের সশস্ত্র তৎপরতা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় মুসলিম বাংলা, জাসদ বা বুর্জোয়াদের পক্ষে ভারত বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ভারত ও তার দালালদের পরাজিত করে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখলের ভবিষ্যত অন্ধকার।

কাজেই তাদের সৃষ্ট সশস্ত্র তৎপরতার ব্যর্থতার ফলে তাদের মধ্যকার দেশপ্রেমিকরা আমাদের সাথে যোগদান করবে।

কাজেই ক্ষমতা দখলের জন্য অন্য পথ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সে পথ হচ্ছে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পথ।

ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের অংশ হিসেবে সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে ভারত বাংলাদেশ একযোগে সোভিয়েটের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে বা বাংলাদেশ ভারত-সোভিয়েটের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে মার্কিনের তাবেদারে পরিণত হয় বা রাষ্ট্রক্ষমতায় মার্কিনীদের স্বার্থরক্ষাকারীদের ভাগ প্রদান করা হয়।

এর অর্থ হচ্ছে ভারত-পূর্ব বাংলায় মার্কিনের শোষণ ও লুণ্ঠন নিশ্চিত করা, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণ করা।

এ ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হতে পারে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাধানো, বাংলাদেশে রায়ট, অভ্যুত্থান, সামরিক ক্যুদেতা ঘটানো।

এ সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সফল হতে হলে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় তাবেদার বাহিনী বিশেষ করে রক্ষীবাহিনী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করতে হবে।

এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ব্যাপক যুদ্ধ।

পঁচিশে মার্চের পরবর্তী অবস্থার মত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি।

কাজেই ব্যাপক যুদ্ধ, রক্তপাত, গোলযোগ ব্যতীত মার্কিনের তাবেদারদের পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়।

এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার ব্যাপক অঞ্চলে আমাদের সশস্ত্র তৎপরতা জোরদার হবে, বিরাট অঞ্চল আমাদের দখলকৃত এলাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

পঁচিশে মার্চের সময় আমাদের ভাল প্রস্তুতি ছিল না তবুও আমাদের বিরাট বিকাশ হয়। বর্তমানে আমাদের চমৎকার প্রস্তুতির কারণে অকল্পনীয় বিকাশ হবে।

মার্কিনীদের ষড়যন্ত্রের এটা হবে উৎকৃষ্ট জবাব।

ষড়যন্ত্রের অন্য পন্থা হতে পারে নিম্নরূপ ঃ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিক্সন-ব্রেজনেভ আলোচনার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েট-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আঁতাতে রূপ লাভ করতে পারে।

এর ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলা-ভারতে মার্কিন দালালদের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভাগ লাভ, পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ আঁতাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে মার্কিনীদের সৃষ্ট সশস্ত্র তৎপরতার অবসান হবে, মার্কিনী দালালদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। দেশপ্রেমিক জনগণ ও গেরিলারা তাদের ভাওতা বুঝতে পেরে সরে পড়বে।

তাদের অনেকেই সর্বহারা পার্টির সাথে যুক্ত হবে।

মার্কিন, ভারত ও সোভিয়েট আঁতাত শত্রুজোটের ঐক্য ও শক্তি বাড়াবে সন্দেহ নেই কিন্তু পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না, মুখোশধারী শত্রু থাকবে না। এক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা অর্জিত হবে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টিই আন্তর্জাতিক সাহায্য ব্যতিরেকেই জনগণের উপর নির্ভর করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে সক্ষম।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল ব্যতীত অন্য যারাই সশস্ত্র তৎপরতা চালাক না কেন আজ হোক, কাল হোক তাদেরকে আমাদের সাথে আসতে হবে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হবে।

কাজেই আমাদেরকে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপকভাবে শুরু করা এবং তাকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। একইসাথে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছে এইরূপ বিভিন্ন গ্রুপের প্রকৃত চরিত্র বিশেষ করে মুসলিম বাংলাওয়ালাদের (জাসদ) মুখোশ উন্মোচন করা, আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতামূলক তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া, তাদের মধ্যকার খাঁটি দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

নোট ঃ

- মার্কিনীরা গণপ্রজাতন্ত্রী উত্তর ইয়েমেনের উৎখাতকৃত সামন্তবাদীদের দ্বারা সৌদি এরাবিয়ার মাধ্যমে সুদীর্ঘদিন সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়েছে।
- ইরাকের কুর্দ উপজাতীয়দের দ্বারা ইরাক সরকার বিরোধী সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়েছে। মার্কিনের নির্দেশে ইরান এ বিষয়ে সহায়তা করছে।

  এ সকল ক্ষেত্রে মার্কিনের সহায়তার কারণে সশস্ত্র তৎপরতা চলছে।

  কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে সাহায্য প্রদান করার মত সুযোগ মার্কিনের নেই (বার্মা বর্ডার ভারত কর্তৃক বন্ধ করা সম্ভব, সাগর থেকেও সাহায্য করা সম্ভব নয়)। কাজেই পূর্ব বাংলায় সুদীর্ঘদিন মার্কিনের সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনা সম্ভব নয়।

☆

প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির
দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ইশতেহার

(শেষার্ধ, ১৯৭৩)

[এ পুস্তকটি হচ্ছে সিরাজ সিকদারের *রাজনৈতিক রচনাবলী*, সে কারণে এ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলিলটির অংশবিশেষ এখানে ছাপানো হলো।– *প্রকাশক*]

১০. সভায় চমৎকার আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয় ঃ

– চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সফল দশম কংগ্রেসকে পার্টি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানায়।

কমরেড মাও সেতুঙ-এর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচনকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানায়।

লিন পিয়াও চক্রের ধ্বংস চীনা বিপ্লব ও বিশ্ব বিপ্লবের মহান বিজয়।

– চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পার্টি নিন্দা জ্ঞাপন করছে;

– চিলির ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করা সম্ভব নয়;

চিলির জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ফ্যাসিস্ট জান্তা বিরোধী যে মহান, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করছে পার্টি তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে চিলির বীর জনগণ জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

– মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্যের না যুদ্ধ না শান্তির অস্বস্তিকর পরিবেশ ও মধ্যপ্রাচ্যকে শোষণ ও লুণ্ঠনের চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইলী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ শুরু করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের এই ন্যায়যুদ্ধকে পার্টি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং তাদের বিজয় কামনা করে।

– গিনি বিসাউ প্রজাতন্ত্রের জন্মকে পার্টি স্বাগত জানায়।

☆

জনাব বারীর বক্তব্যের উপর কতিপয় বক্তব্য

(সম্ভবত ১৯৭৪)

টীকা ঃ

উৎপাদনের ব্যবস্থার (Mode of Production) উপর সমাজের উপরিকাঠামো (Superstructure) দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, চেতনা (উপরিকাঠামো) সামাজিক ভিত্তি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদক শক্তির দ্বন্দ্ব।

উৎপাদক শক্তি প্রতিনিয়ত বিকাশ লাভ করে। উৎপাদক শক্তির বিকাশের সাথে উৎপাদন সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় যাতে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকরা উপরিকাঠামোও নিয়ন্ত্রণ করে। তারা পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থা (যা তাদের জন্য সুবিধাজনক) টিকিয়ে রাখার জন্য উপরিকাঠামোকে উৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

এ কারণে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রাম পরিচালিত হয় উপরিকাঠামোর বিরুদ্ধ, প্রধানত রাষ্ট্র ও তার প্রধান উপাদান সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে।

এ সংগ্রামের ফলে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ও উপরিকাঠামো পরিবর্তিত হয়, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক ও উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে সমাজ প্রতিনিয়ত বিকাশ লাভ করছে। কাজেই উপরিকাঠামোর চেতনা-সংগ্রাম চিন্তধারার উৎস খুঁজতে হবে সমাজের ভিত উৎপাদন ব্যবস্থার মাঝে, সম্পত্তির মালিকানার সম্পর্কের মাঝে। ইহা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাধারণ শিক্ষা।

কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

"সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা যেরূপ, সেরূপ হবে সমাজ, এর ধারণা, চিন্তা, এর রাজনৈতিক মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ।"

"সমাজের ইতিহাসের সূত্র মানুষের মনের মাঝে খুঁজলে হবে না, ধারণা ও চিন্তার মাঝে খুঁজলে হবে না। খুঁজতে হবে একটি ঐতিহাসিক যুগে সমাজে কী উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তার মাঝে। অবশ্যই খুঁজতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের মাঝে।"

"উৎপাদন ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে সাধারণভাবে নির্ণয় করে।"

"মানুষের চেতনা তার সামাজিক অস্তিত্বকে নির্ণয় করে না। সামাজিক অস্তিত্ব তার চেতনাকে নির্ণয় করে।"

–স্ট্যালিন, ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

ধর্মীয় পার্থক্য দূর করা সম্ভব ধর্মের পুরোপুরি অবসানের সাথে সাথে। এটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক উপরিকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে। সমাজতন্ত্রের উচ্চতর পর্যায়ে যখন বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও উপরিকাঠামো গড়ে উঠবে তখনই এটা সম্ভব।

মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তনে সময় প্রয়োজন। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব উপরিকাঠামোতে থাকবে, যদিও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে।

এ কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ধর্মীয় অধিকার রয়েছে।

উন্নত পুঁজিবাদী ইউরোপেও এখনো ধর্ম ও ধর্মীয় সংঘাত রয়েছে, উত্তর আয়ারল্যান্ডে ধর্মীয় এবং নিপীড়ন বিরোধী সংগ্রাম চলছে।

ইহা প্রমাণ করে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায়ও ধর্মীয় নিপীড়ন চলে। কাজেই ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈরিতা জন্মলাভ করতে পারে উৎপাদন পদ্ধতি, উপরিকাঠামোতে বৈষম্য নিপীড়ন থাকলে এবং পার্থক্যকে ব্যবহার করার মত প্রতিক্রিয়াশীল উপস্থিতির ফলে।

কাজেই সকল ধর্মীয় নিপীড়নের অবসান এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত হলেই সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব।

এ থেকে দেখা যায়, *"যুক্ত বাংলা কায়েম না করে সাম্প্রদায়িকতা পূর্ব বাংলা থেকে দূর করা অসম্ভব, সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য যুক্তবাংলা গঠনের প্রয়োজন"*– এ তত্ত্ব ভুল।

সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন হলো পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল করা।

* পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল হলে কি সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন থাকবে?

অথবা, ভারতের সর্বহারা শ্রেণি যখন ভারতের ক্ষমতা দখল করবে তখন কি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় নিপীড়ন থাকবে?

মার্কসবাদ সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞান রয়েছে তিনিও বলবেন এরূপ অবস্থায় পূর্ব বাংলা বা ভারত কোথাও ধর্মীয় নিপীড়ন থাকবে না।

দুই বাংলা পৃথক থাকুক আর একত্রিত হোক সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্বের মৌলিক কারণ সর্বহারা শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতায় নেই।

কাজেই *"দুই বাংলা পৃথকীকরণ বজায় রেখে কোন অঞ্চল থেকে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা এক অবান্তর চিন্তা"*– এ বক্তব্য ভুল।

* জনাব বারী লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের মুসলিম জনগণ সশস্ত্র সংগ্রাম করছে।

কাজেই, ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে সশস্ত্র সংগ্রাম, পৃথক হওয়া, দাঙ্গা-রায়ট ঘটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানে যোগদান করে থাকলে জনগণকে দোষী করা কি ঠিক হবে?

* পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণি পূর্ব বাংলার ক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করবে।

দুই বাংলা একত্রিত না হলেও বিপ্লব অব্যাহত গতিতে (না থেমে) পরিচালিত হবে।

এর প্রমাণ উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া। একত্রীকরণ না হওয়া সত্ত্বেও তারা বিপ্লব অব্যাহতভাবে চালিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছে।

কাজেই, "*জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দুই বাংলার একত্রীকরণ প্রয়োজন*"– এ বক্তব্য ঠিক নয়।

* "*দুই বাংলার কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা দরকার*"– এ বক্তব্যও ভুল।

প্রথমত পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্টদের পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা অসর্বহারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কাজ।

কারণ মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ভারতীয় ভৌগোলিক সীমারেখার মাঝে একটিই পার্টি হতে পারে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারাদের উচিত হবে পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী সর্বহারাদের নিয়ে একটিই পার্টি গঠন করা; ভারত, বার্মা প্রভৃতি দেশের সর্বহারা পার্টির সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা করা, কিন্তু তাদের সাথে যোগদান না করা।

যোগদান করার অর্থ হবে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

কেবলমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই রাষ্ট্রীয় সীমানা থাকবে না। তখনই রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে পৃথক পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, শ্রেণি থাকবে না এবং পার্টিও থাকবে না।

কাজেই, বর্তমানে যুক্ত বাংলা পার্টি গঠনের প্রস্তাব পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ক্ষতিসাধন করার প্রস্তাব।

একথা চিন্তা করেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্টগণ পৃথক পার্টি গঠন করে (Peoples Revolutionary Party of South Vietnam) দক্ষিণ ভিয়েতনামে কাজ করছে, যদিও তারা মাতৃভূমির পুনরেকত্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

* সমগ্র বাংলা বৃটিশদের একটি প্রদেশ ছিল। এর পূর্বে মোগল ও পাঠানদের সময়েও বাংলা তাদের শাসনাধীন ছিল।

মোগল আমলে বা বৃটিশ আমলে বাংলা একটি পৃথক রাষ্ট্র বা দেশ ছিল না। বৃটিশদের দখলের পূর্বে সমগ্র ভারত ছিল পৃথক রাষ্ট্র।

পক্ষান্তরে জাপান দখল করে কোরিয়া (বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিনের নিয়ন্ত্রণে) এবং ফ্রান্স দখল করে ভিয়েতনাম (বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু অংশ মার্কিনের নিয়ন্ত্রণে) যাদের পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই কোরিয়া ও ভিয়েতনামের জনগণ মাতৃভূমির মুক্তি চেয়েছে। বর্তমানে খণ্ডিত মাতৃভূমির একত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম করছে।

কাজেই, ভিয়েতনাম, কোরিয়ার উদাহরণ তুলনা করলে সমগ্র পাক-ভারতের সংযুক্তি দাবি করা যুক্তিসঙ্গত; শুধু যুক্ত বাংলা নয়।

বৃটিশ আমলে মাতৃভূমি বলতে বুঝাতো সমগ্র পাক-ভারত। কাজেই মাতৃভূমির পুনরেকত্রীকরণ বলতে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশের একত্রীকরণ দাবি করা বুঝায়।

বৃটিশ আমলে সমগ্র পাক-ভারতের জনগণ বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তার প্রমাণ ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম, অনুশীলন, যুগান্তর, সূর্য সেনের সংগ্রাম; এমন কি সুভাষ বোসও স্বাধীন বাংলার জন্য সংগ্রাম করেনি।

কাজেই মাতৃভূমির একত্রীকরণ বলতে পাক-ভারতের একত্রীকরণ না বুঝিয়ে দুই বাংলার একত্রীকরণ বুঝানো ঠিক নয়।

ইহাও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ।

* জনাব বারী বলেছেন, "*দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাবে ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি জাতি সাম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু মুসলিম দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।*"

তাহলে দ্বিজাতি তত্ত্ব ধ্বংস করার কর্মসূচি থাকলে শুধু বাঙালীদের জন্য যুক্ত জাতি গঠনের পরিকল্পনা কেন? সমগ্র পাক-ভারতের সকল খণ্ডিত জাতির পুনরেকত্রীকরণের কর্মসূচি প্রদান করা, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত পাক-ভারতের (বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত) অবসান করে অখণ্ড পাক-ভারত গঠনই এ তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর পরিবর্তে শুধু বাঙালী জাতির কথা চিন্তা করা হচ্ছে "আমি বাঙালী তাই বাঙালীর কথা চিন্তা করি"– এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ যা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী।

উপরন্তু একটি সমাধান মার্কসবাদী তত্ত্ব বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

জনাব বারীর "দ্বিজাতি তত্ত্বের অবসানের তত্ত্ব" অন্যান্য খণ্ডিত জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে তা মার্কসবাদ নয়।

* হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলার সাথে পূর্ব বাংলার একত্রীকরণের কথা বললে পূর্ব বাংলার হিন্দু জনসাধারণকে দলে টানা যাবে– এ ধারণা থেকে তত্ত্ব বলার অর্থ হবে হিন্দু জনসাধারণের দেশপ্রেমকে খাটো করা, তাদেরকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মনে করা।

হিন্দু জনসাধারণসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সর্বহারাদের কর্মসূচি হওয়া উচিত সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিপীড়ন ও বৈষম্যের অবসান, ধর্মীয় সমতা কায়েম। এ ভিত্তিতেই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা উচিত।

কিন্তু যুক্তবাংলার কথা বলে তাদের দলে টানার অর্থ হচ্ছে সুবিধাবাদের জন্য তত্ত্ব তৈরি করা।

এটা হচ্ছে তত্ত্বের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ।

* উক্ত কমরেডগণ অতীতে জাতীয়তাবাদকে (পূর্ব বাংলার জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা) বিরোধিতা করেছেন। বর্তমানে যুক্ত বাংলা চাচ্ছেন। এভাবে তারা জাতীয়তাবাদবিরোধী থেকে অতিজাতীয়তাবাদী হয়ে গেছেন।

এটা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদে বুর্জোয়াদের ডানে বামে রূপান্তরের প্রমাণ।

কাজেই রাজনৈতিক লাইন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা এখনো ক্ষুদে বুর্জোয়া রয়েছেন।

খতমের ক্ষেত্রে, চারু মজুমদারের ক্ষেত্রেও তারা একই কাজ করেছেন।

অতীতে তারা অতি খতম করেছেন; বর্তমানে মোটেই খতম করতে ইচ্ছুক নন।

চারু মজুমদারকে অতিজিন্দাবাদ দিয়েছেন; বর্তমানে অতিমুর্দাবাদ দেন।

* জনাব বারী প্রশ্ন তুলেছেন, "*আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তর হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর– এ বক্তব্য কি সঠিক?*"

এ প্রশ্ন উত্থাপনের অর্থ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের চরিত্র যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তা না বুঝা। এই না বুঝার মাঝেই নিহিত রয়েছে তাদের যুক্ত বাংলার বক্তব্যের বীজ।

জাতি গঠিত হয় বুর্জোয়া উৎপাদনের পদ্ধতির বিকাশের প্রক্রিয়ায়। সামন্তবাদী যুগে জাতি গঠিত হয় না। বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও বিনিময়ের সুবিধার্থে ভাষাভিত্তিক জাতি গঠিত হয়।

এই বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালিত হয়।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য দু'টি–

জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে বৈদেশিক শোষকদের উৎখাত এবং বৈদেশিক শোষণের ভিত্তি সামন্তবাদকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করা। এজন্য ইহা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে পরিচিত।

এ বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির প্রাধান্য স্থাপন। ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ভাষাভিত্তিক জাতি, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (প্রায় ক্ষেত্রেই) গঠিত হয় বহু পূর্বে।

পাক-ভারত উপমহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদীদের শোষণ-লুণ্ঠন ও নিয়ন্ত্রণের ফলে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেনি। ভাষাভিত্তিক জাতি, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারেনি।

এ কারণেই এ সকল এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করতে হবে– বিভিন্ন জাতি রয়েছে এরূপ এলাকার জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদানের (জাতীয় বিকাশ অব্যাহতভাবে চলার সুযোগ প্রদানের জন্য) কর্মসূচি গ্রহণ, ধর্মীয় ভাষাগত দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য ধর্মীয় ভাষাগত নিপীড়ন অবসানের এবং ধর্মীয়, ভাষাগত সাম্য বিধানের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

এগুলো হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য।

* প্রত্যক্ষ উপনিবেশের সংজ্ঞায় জনাব বারী বলেছেন, "*যখন কোন সাম্রাজ্যবাদ কোন অনুন্নত দেশকে স্বীয় সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে এনে সেই দেশের সামন্তবাদী ও দালাল*

বুর্জোয়াদের সাথে আঁতাত করে সেই দেশের শাসন ক্ষমতাকে পরিচালনা করে অথবা পুতুল সরকারের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই দেশকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ।"

জনাব বারী অন্যত্র বলেছেন, "*ভারতীয় বাহিনী পূর্ব বাংলা দখল করে, পূর্ব বাংলার উপর ভারতীয় দাসত্ব চেপে বসে। শেখ মুজিব ও তার দল দিয়ে পুতুল সরকার গঠন করে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।*"

পূর্বের বর্ণিত উপনিবেশের সংজ্ঞার সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের কার্যকলাপে কোন তফাৎ নেই। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী না হয়েও একই ধরনের কাজ করছে! সম্প্রতি সিকিমেও করেছে।

কাজেই জনাব বারীর সংজ্ঞা অনুযায়ীই পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশ, যদিও ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, সম্প্রসারণবাদী দেশ।

কিন্তু জনাব বারী পূর্ব বাংলাকে ভারতের উপনিবেশ না বলে আশ্রিত রাজ্য বলছেন কেন?

কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদ না হলেও উপনিবেশ কায়েম করতে পারে, এ বক্তব্য তিনি জ্ঞাতে স্বীকার করতে চান না (যদিও বক্তব্যের মাধ্যমে স্বীকার করেন) কারণ, সর্বহারা পার্টির বক্তব্যকে তাহলে স্বীকার করতে হয়। তাই তিনি আশ্রিত রাজ্য বলে দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নিয়েছেন।

* পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি পূর্ব বাংলায় মার্কিন ও সোভিয়েটের শোষণ ও লুণ্ঠন এবং তাদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বীকার করে এবং মার্কিন ও সোভিয়েটের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব মৌলিক দ্বন্দ্ব বলে উল্লেখ করেছে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত দ্বন্দ্বসমূহ দায়ী ঃ

১। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৩। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৪। মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের সাথে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার দালালদের দ্বন্দ্ব।

৫। পূর্ব বাংলার সামন্তবাদের সাথে কৃষক জনতার দ্বন্দ্ব।

৬। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির সাথে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব।

এরপরেও মার্কিন সোভিয়েটের শোষণ, লুণ্ঠন, নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি করে না বা তদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বীকার করে না এটা বলা সত্যের অপলাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

* বাংলাদেশ পুতুল সরকার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থরক্ষা করে, এটা সকলেই স্বীকার করেন।

এরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা করছেঃ জাতীয় বুর্জোয়া, ক্ষুদে বুর্জোয়া বা অন্যান্য দেশপ্রেমিকরা নয়।

কাজেই বাংলাদেশ পুতুল সরকার ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। যেহেতু বাংলাদেশ পুতুল সরকার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে, সেহেতু সে ভারতীয় সামন্তবাদের স্বার্থেরও সেবা করছে।

বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে ছয় পাহাড়ের প্রতিনিধি বলে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক শ্রেণিসমূহ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ বক্তব্য সঠিক।

* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন পূর্ব বাংলার বিপ্লবের মিত্র হবে তখনই তাকে উৎখাত না করে তার সাথে মিত্রতার সম্পর্ক পাতানো হবে।

তারা এখনো আমাদের মিত্র হয়নি, নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশ দখল করে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে মাত্র।

কাজেই বর্তমানে তাকে উৎখাত না করার কোন কারণ নেই।

কাজেই তাকে উৎখাত করার সর্বহারা পার্টির বক্তব্য সঠিক।

* জনাব বারী উপসংহারে বলেছেন, "*তাদের (পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের) সকল প্রকার সংকীর্ণতা, একপেশে ও গোঁড়ামিবাদ পরিহার করে খোলা মন হতে হবে এবং ঐক্যের ইচ্ছা নিয়ে পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করতে হবে। ... ...*

আবার বলি, পূর্ব বাংলার বিপ্লব সফল করতে হলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের ঐক্য দরকার ... ... ।"

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের জন্য যে পরিকল্পনা পেশ করেছে তার সাথে জনাব বারীর ঐক্যের বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কাজেই, জনাব বারী যদি তার কথার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন, তাহলে তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সাথে ঐক্যের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

আশা করা হচ্ছে, জনাব বারী ঐক্যের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, গ্রুপ হিসেবে বিরাজ পরিত্যাগ করবেন।

গ্রুপ হিসেবে বিরাজের অভ্যাস খারাপ। এটা উপদলবাদ, নেতাবাদ, বিভেদ-পন্থীবাদ, দুর্গের মনোভাবের জন্ম দিতে পারে এবং তা জোরদার হতে পারে।

নোট ঃ

উৎপাদক শক্তি (Productive Forces) ঃ

উৎপাদনের যন্ত্রাদি, যার দ্বারা বৈষয়িক মূল্যসম্পন্ন বস্তু (খাদ্য, কাপড়-চোপড়, পাদুকা, ঘর-বাড়ি, চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি) তৈরি হয় এবং জনগণ, যারা নির্দিষ্ট উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমের দক্ষতার কারণে এ সকল যন্ত্রাদি চালায়, বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে– সম্মিলিতভাবে গঠন করে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি (জনগণ ও যন্ত্রাদি)। উৎপাদিকা শক্তির সবচাইতে সচল অংশ হলো জনগণ।

উৎপাদন সম্পর্ক (Relation of Production) ঃ

উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের পরস্পরের মাঝে যে সম্পর্ক হয়– তা-ই হচ্ছে উৎপাদনের সম্পর্ক। উৎপাদনের সম্পর্ক শোষণের হতে পারে, আবার শোষণহীন হতে পারে। দাস-সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ পর্যন্ত উৎপাদনের সম্পর্ক হচ্ছে শোষণের সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ, কমিউনিস্ট সমাজ হচ্ছে শোষণহীন উৎপাদন সম্পর্কের সমাজ।

সামাজিক ভিত্তি (Basis of Society) ঃ

উৎপাদক শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে হয় উৎপাদনের ব্যবস্থা (Mode of Production)। এটাই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি।

সমাজের উপরিকাঠামো (Superstructure of Society) ঃ

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি।

☆

বর্তমান পরিস্থিতির উপর একটি সমীক্ষা

(সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

[এ নিবন্ধটি পার্টির মুখপত্র "স্ফুলিঙ্গ" ১নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।– *প্রকাশক*]

আওয়ামী সরকার হৈ চৈ ক'রে প্রচার করেছে বিরাট পরিবর্তন আসন্ন, দুর্নীতির অবসান হবে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র রেখে বা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার গঠন করে জনগণের কোন উপকার সাধন করতে পারে কি?

আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পার্টি, যা পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও মার্কিন-সোভিয়েটের স্বার্থ রক্ষা করে।

কাজেই পার্লামেন্টারী বা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার যা-ই হোক না কেন– আওয়ামী লীগ যতক্ষণ ক্ষমতায় আছে ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল আমলা পুঁজি, সামন্তবাদ, ভারত এবং সোভিয়েট-মার্কিনের স্বার্থ রক্ষা পাবে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে, যত গালভরা বুলিই আওয়ামী লীগ বলুক না কেন জনগণের অবস্থার কোন পরিবর্তনই সাধিত হবে না।

উপরন্তু পার্লামেন্টারী হোক বা প্রেসিডেন্সিয়াল হোক পূর্ব বাংলার গণতন্ত্র রয়েছে মুষ্টিমেয় আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও তাদের চরদের জন্য এবং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর চলছে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব।

কাজেই কি পদ্ধতির সরকার হলো তাতে জনগণের কোন কিছু আসে যায় না, সবচাইতে বড় প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতা অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা, শ্রেণি নিপীড়নের ক্ষমতা (রাষ্ট্রযন্ত্র) কোন্ শ্রেণির হাতে।

যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে সেহেতু যে পদ্ধতির সরকারই হোক না কেন এ সরকার আওয়ামী লীগের স্বার্থ রক্ষা করবে, জনগণের উপর নির্যাতন চলবে।

উপরন্তু একনায়কত্ব কোন নিয়ম দ্বারা বাধা নয়। কাজেই যে পদ্ধতির সরকার হোক আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা জনগণের উপর প্রয়োজনীয় ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব চালাবে।

সম্প্রতি ফায়ারিং স্কোয়াড গঠন, সংক্ষিপ্ত বিচারে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা জনগণের উপর নির্যাতন জোরদার করার একটি পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

কারণ সকল প্রকৃত অপরাধী, দুস্কৃতকারী হলো আওয়ামী লীগাররা। কিন্তু ফায়ারিং স্কোয়াড তাদের গা স্পর্শ করবে না।

তবে ফায়ারিং স্কোয়াড কাদের গা স্পর্শ করবে?

স্বাভাবিকভাবেই ফায়ারিং স্কোয়াডের শিকার হবে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা, যারা জনগণের মুক্তি, তাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরি, বাসস্থান, শান্তি, নিরাপত্তা, প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে।

বিপ্লবী ও জনগণের উপর নির্যাতনের এ নবতর পর্যায় বিপ্লবকে আরো ত্বরান্বিত করবে, ব্যাপকভাবে জনগণকে বিপ্লবে শরীক করবে।

মাও বলেছিলেন, *"জাপান নির্যাতন চালিয়েছিল বলে চীনে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়েছে।"*

পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

ব্যাপকতর নির্যাতন ব্যাপকতর প্রতিরোধের জন্ম দেবে, শেষ পর্যন্ত যা আওয়ামী লীগকে কবরস্থ করবে।

সামরিক বাহিনী 'কুদেতা'র মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হতে পারে কি?

সামরিক বাহিনী নিজস্ব শক্তিতে ক্ষমতায় যেতে সাহস করবে না ভারতের হস্তক্ষেপের ভয়ে।

কারণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লড়ে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে না।

সামরিক বাহিনী কোন উপায়ে ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী দালালরা ব্যাপকভাবে মার খাবে এবং তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত সামরিক বাহিনীকে ভারতীয় হস্তক্ষেপের মোকাবেলা করতে হবে। ফলে দেশময় যুদ্ধের অবস্থা, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১-এর পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।

ভারতকে মোকাবেলা এবং অভ্যন্তরীণ আমলাদেরকে মোকাবেলা করা সামরিক বাহিনীর দ্বারা সম্ভব হবে না, এটা চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি করবে।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে (মার্কিন) সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় টিকে গেলেও জনগণের কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ সামরিক বাহিনীর উচ্চ আমলারা (অফিসাররা) আমলা পুঁজি ও সামন্তদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত।

ফলে সামরিক বাহিনীর দ্বারাও 'বাংলাদেশের' জনগণের কোন উপকার হবে না।

পাকিস্তানের আয়ুব-ইয়াহিয়া আমল, বার্মার নেউইন সরকারের (তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েমের দাবিদার) ব্যর্থতা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক একনায়কদের ব্যর্থতা *(এর)* প্রমাণ।

কাজেই পূর্ব বাংলার মুক্তি, জনগণের উপকার সম্ভব একমাত্র সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে।

আর এ সর্বহারা শ্রেণিকে পরিচালিত হতে হবে মার্কস-লেনিন-মাও সেতুঙ নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক পথে।

☆

বন্যা, খরা ও পূর্ব বাংলার খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়

(সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

[এ নিবন্ধটি পার্টির মুখপত্র "স্ফুলিঙ্গ" ১নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।– *প্রকাশক*]

সম্প্রতি বন্যায় পূর্ব বাংলার প্রায় জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনগণ, গবাদিপশু, খাদ্যশস্য, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বর্ষাকালে বন্যা, আর শুকনার সময় খরা, খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনজীবনকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে।

জনগণ এ সকল সমস্যা থেকে আশু মুক্তি চান, খেয়ে-পরে তারা শান্তিতে বাঁচতে চান।

পূর্ব বাংলার বন্যা, খরা এবং খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের সাথে জড়িত। বর্তমানে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিনিধি আওয়ামী বিশ্বাস-ঘাতকদের হাতে। পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনগণ এদের শোষণ-লুণ্ঠন ও নির্যাতনে চরমতম আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খরা রোধের এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনগণকে নিজেদের উদ্যোগে কাজে লাগানো। কিন্তু জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক হচ্ছে শোষণ-লুণ্ঠন-নির্যাতনের। এ কারণে জনগণকে সমাবেশিত করে কাজে লাগানো এ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

উপরন্তু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তাদের দেশের বন্যা পূর্ব বাংলায় চাপিয়ে দিচ্ছে এবং শুকনার সময় ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি আটকে রেখে পূর্ব বাংলায় খরা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ পুতুল সরকার তার প্রভু ভারতের এহেন পূর্ব বাংলা বিরোধী কার্যকলাপের কোন বিরোধিতাই করছে না।

কৃষকদের উপর আমলা পুঁজি, সামন্তবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে কৃষকেরা উৎপাদনে উৎসাহ পাচ্ছে না। কালোবাজারী, ভারতে চোরাকারবারী, মহাজনী, মজুতদারী ইত্যাদির কারণে খাদ্য সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে।

কাজেই পূর্ব বাংলার বন্যা-খরা ও খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্ভব পূর্ব বাংলার গণবিরোধী বিশ্বাসঘাতক সরকারকে উৎখাত করে জনগণের সরকার কায়েম করার মাধ্যমে।

সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক ও দেশপ্রেমিকদের সরকার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাত করে কৃষক শ্রমিক জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম করতে হবে।

ফলে জনগণ নিজেরাই হবেন রাষ্ট্রের মালিক।

তারা একত্রিত হয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে যুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ, জলাশয় নির্মাণ, খাল-নদী খননের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খরা সমস্যার সমাধান করবে এবং কমিউন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধান করবে।

ফারাক্কা সমস্যা, ভারতের বন্যা সমস্যার বিষয়ে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি মানতে ভারতকে বাধ্য করতে হবে।

চীন ও ভিয়েতনামে এভাবে গণসরকার কায়েমের মাধ্যমে জনগণ নিজেরাই আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে বন্যা, খরা, খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছে।

একই পথে আমাদের পক্ষেও সম্ভব হবে বন্যা, খরা ও খাদ্য সমস্যার সমাধান করা।

মনি মোজাফফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকরা বন্যা, খরা ও খাদ্য সমস্যার মূল কারণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিনিধিদের পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং তাদের নজিরবিহীন শোষণ ও লুণ্ঠন– এ সত্যকে স্বীকার করে না।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করে জনগণের ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী কর্মসূচি না নিয়ে মনি-মোজাফ্ফর সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকরা নিছক সংস্কারমূলক কাজ এবং আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের লেজুড়বৃত্তি করছে।

কাজেই পূর্ব বাংলার বন্যা, খরা ও খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে জনগণের সরকার কায়েমের মাধ্যমে।

☆

লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস বিরোধী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মহান সংগ্রাম

(সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

[এ নিবন্ধটি পার্টির মুখপত্র "স্ফুলিঙ্গ" ১নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।– *প্রকাশক*]

সভাপতি মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস বিরোধী মহান সংগ্রাম পরিচালনা করছে। এ সংগ্রামে চীনের ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করছে।

লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস বিরোধী সংগ্রাম সংশোধনবাদী, পুঁজিবাদী পথগামীদের চীনের ক্ষমতা দখল, সমাজতান্ত্রিক চীনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সর্বহারার একনায়কত্ব উৎখাত করে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, চীনকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত করার চক্রান্তকে নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

চীনের ইতিহাসের অন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতারক, অন্তর্ঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক দু'মুখো লিনপিয়াও কনফুসিয়াসবাদকে তার ক্ষমতা দখল ও পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতাদর্শগত অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে ওয়াংমিং-লিউ শাওচি ইত্যাদি দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকরাও মার্কসবাদ-সর্বহারাদের বিরোধিতা করার জন্য কনফুসিয়াসবাদকে মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

দু'মুখো প্রতারক লিনপিয়াও মাও সেতুঙ জিন্দাবাদ ব্যতীত কথা বলত না এবং উদ্ধৃতি হাতে ব্যতীত বের হতো না। সেও ওয়াংমিং-লিউ শাওচির অন্ধ কানাগলিপথ অনুসরণ করে।

শ্রেণি সমাজে মার্কসবাদী মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে বা প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে, এর মাঝামাঝি কিছু নেই।

এ কারণে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় সংশোধনবাদী বার্নেস্টাইন, কাউটস্কি, ক্রুশ্চোভ, তোগলেয়াত্তি, ব্রেজনেভ মার্কসবাদের নামে বুর্জোয়া মতাদর্শ গ্রহণ করেছে এবং এর দ্বারা মার্কসবাদের বিরোধিতা করছে।

মার্কসবাদের বিরোধিতা করার জন্য লিনপিয়াও চীন ও বিশ্বের সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের অনুরূপ চীনের প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ কনফুসিয়াসবাদকে গ্রহণ করে।

এ কারণে লিনপিয়াও বিরোধী সংগ্রাম, লিনপিয়াও-এর প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ কনফুসিয়াস বিরোধী সংগ্রামের সাথে যুক্ত। এই মতাদর্শগত সংগ্রাম বাদ দিলে লিনপিয়াও বিরোধী সংগ্রাম অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, এ সংগ্রামের আত্মাকেই বাদ দেওয়া হবে।

এ কারণেই চীনে লিনপিয়াও বিরোধী সংগ্রামের সাথে কনফুসিয়াস বিরোধী সংগ্রাম যুক্ত হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে কনফুসিয়াস জীবিত ছিল। এ সময় চীনের সমাজে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। চীনের দাস সমাজ ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সামন্তবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

কনফুসিয়াস দাস সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রচার করে এবং তখনকার জন্য প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা সামন্তবাদকে বিরোধিতা করে।

আচার-অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্তন, লুপ্ত বংশধারা ও পদ পুনরায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে সে দাস সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

কনফুসিয়াস অবশ্য সমাজের গতিধারা রোধ করতে ব্যর্থ হয়। চীনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মালিকদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হয়ে গেলে তারা সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখা এবং কৃষকদের দাবিয়ে রাখার জন্য কনফুসিয়াসবাদ গ্রহণ করে।

চীনে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের কালে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সহযোগী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীরা চীনের জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য কনফুসিয়াসবাদকে গ্রহণ করে।

লিনপিয়াও-এর শ্রেণিভিত্তি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, সেও এই মতাদর্শ থেকে মুক্ত ছিল না।

মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম বিরোধিতা করার জন্য সেও এই প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং পার্টির মাঝে একজন লুক্কায়িত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিরাজ করে, পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করে।

লিনপিয়াও কনফুসিয়াসের 'নিজেকে সংযত কর, আচার-অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রবর্তন কর'– এ প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব তুলে ধরে নবম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করে। সে বলে রাষ্ট্র রয়েছে, অতএব রাষ্ট্রপতি থাকতে হবে অর্থাৎ সে চীনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার চেষ্টা করে।

অনুশীলনই প্রতিভার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি নয় জনগণই সমাজ বিকাশের মৌলিক পরিচালিকা শক্তি, লিনপিয়াও এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সত্যকে অস্বীকার করে, কনফুসিয়াসের সহজাত প্রতিভার, ব্যক্তি বিশেষই সমাজ পরিবর্তনের কারণ ইত্যাদি ভাববাদী তত্ত্ব প্রচার করে, নিজেকে ও তার পরিবারকে প্রতিভাবান মহামানব হিসেবে তুলে ধরে। এভাবে ক্ষমতা দখলের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও লিন রাজবংশ কায়েমের ষড়যন্ত্র করে।

লিনপিয়াও মনে করতো শ্রমিক কৃষক জনগণ ভাত-রুটি ইত্যাদির কথা চিন্তা করবে, আর বুদ্ধিজীবীরা তাদের উপর মাতব্বরী করবে। সে বুদ্ধিজীবীদের গ্রামে যাওয়া, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একীভূত হয়ে সর্বহারায় রূপান্তরের মহান প্রক্রিয়াকে (... ?) হিসেবে চিহ্নিত করে ও বিরোধিতা করে।

লিনপিয়াও কনফুসিয়াসের মধ্যপন্থী তত্ত্বের অনুকরণ ক'রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাম-বিচ্যুতি হয়েছে বলে বিরোধিতা করে।

সভাপতি মাও বলেছেন, *'একটি ভুলকে সঠিক করতে হলে সাধারণ সীমারেখা অতিক্রম করতে হবে।'* প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যায় না। দৃঢ়ভাবে শ্রমিক কৃষক জনগণের পক্ষে থাকতে হবে, প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর কঠোরভাবে একনায়কত্ব চালাতে হবে।

লিনপিয়াও কনফুসিয়াসের বদান্যতা, আনুগত্যের তত্ত্ব প্রচার করতো। সে বদান্যতার কথা বলত, কিন্তু সর্বহারা শ্রেণি ও তার মহান নেতা সভাপতি মাওয়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতো। সে 'Out line of the Project 571' তৈরি ক'রে সভাপতি মাওকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তার বদান্যতা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ত, আমলা বুর্জোয়া ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য।

লিনপিয়াও-এর আনুগত্যের তত্ত্ব ছিল লিন ও তার রাজবংশের প্রতি আনুগত্যের তত্ত্ব, চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি আনুগত্যের তত্ত্ব, নারী-সন্তানদের স্বামী-পিতামাতা-বংশের প্রতি আনুগত্য, সর্বহারা শ্রেণি, পার্টি, সভাপতি মাও এবং জনগণ ও মার্কসবাদের প্রতি আনুগত্য নয়।

লিনপিয়াও-এর এ সকল তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল সংশোধনবাদী বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া-শীলদের টিকিয়ে রাখা, তাদের দ্বারা ক্ষমতা দখল করা, সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের কোলে আশ্রয় নেয়া, চীনকে সোভিয়েটের উপনিবেশে পরিণত করা।

লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস ও তার শিষ্য মেনসাস বিরোধী সংগ্রাম চীনের উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি মহান সংগ্রাম, এ সংগ্রাম দ্বারা উপরিকাঠামোর যে সকল অংশ সংশোধনবাদী বুর্জোয়াদের দখলে রয়েছে তাদের উৎখাতের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে এবং তারা উৎখাত হবে। ফলে সর্বহারার একনায়কত্ব দৃঢ়তর হবে। এ সংগ্রাম জনগণের মতাদর্শগত উন্নতি করবে। সর্বহারার অগ্রগামী চিন্তাধারা দ্বারা তারা সুসজ্জিত হবেন। ইহা বস্তুগত শক্তি হয়ে সমাজ ও দুনিয়ার রূপান্তর ত্বরান্বিত করবে। ফলে চীনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন শক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

লিনপিয়াও ও কনফুসিয়াস বিরোধী সংগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বিশ্বের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে কনফুসিয়াসের প্রভাব রয়েছে। চীনের এ সংগ্রাম এ প্রভাব দূরীকরণে সহায়তা করবে।

বিশ্বের আধুনিক সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামে ইহা বিরাট বিজয়। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদীদের এবং মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চীনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও লুণ্ঠন পরিচালনার রঙিন স্বপ্ন এ সংগ্রামের ফলে ধূলিসাৎ হয়েছে।

এটা বিশ্ব বিপ্লবের একটি বিরাট বিজয়।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ এবং পার্টির অভ্যন্তরস্থ অপরিবর্তিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের ক্ষমতা দখল প্রতিহত করার ক্ষেত্রে চীনের এ মহান সংগ্রাম বিরাট উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে।

☆

পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের উদ্দেশ্যে

সিরাজ সিকদার,

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ও পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনীর

জরুরী আহ্বান

(ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

[কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ১৯৭৪ সালের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেছিল। সে উপলক্ষে এই প্রচারপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।– *প্রকাশক*]

বাঙালী জাতি এবং পূর্ব বাংলার জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন!
আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে বাঁচান!
১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালন করুন!
খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকুরি, বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন!
শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করুন!

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিষ্ঠুর শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলায় আজ ইতিহাসের চরমতম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। শহরে গ্রামে রাজপথে টারমিনালে স্টেশনে ক্ষুধার্ত নগ্ন মানুষের ভীড়। একমুঠো ভাতের জন্য, একটি রুটির জন্য তাদের হাহাকারে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আছে। প্রতিদিন শত শত বাংলার সন্তান না খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ জনগণ মৃত্যুর প্রহর গুণছে। খাদ্যাভাব অপুষ্টির কারণে লক্ষ লক্ষ শিশু অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বাঙালী জাতি ও জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা কালোবাজারী, রাহাজানি, মজুদদারী, লাইসেন্স-পারমিটের দৌলতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এ নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকরা এখনও ভারতে খাদ্য পাচার করছে, কালোবাজারী, মজুদদারী, চোরাকারবারী ক'রে প্রতিদিনই খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে। এভাবে তারা কালো টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়ছে।

জাতি ও জনগণের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই, এদের বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম নেই।

এ বিশ্বাসঘাতকরা বিশ টাকা মণ দরে চাল, দশ টাকা মণ দরে গম দেওয়ার প্রতিশ্রুত দিয়েছিল। আর আজ তিনশত টাকারও অধিক দরে চাল, দুইশত টাকারও অধিক দরে গম বিক্রি হচ্ছে।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা এ সংকটের জন্য দোষ দিচ্ছে বন্যাকে, আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধিকে, ইয়াহিয়ার হামলাকে। বন্যা, আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি এর আগেও ঘটেছে, তদুপরি পাকিস্তানের শোষণ ও লুণ্ঠন থাকা সত্ত্বেও এ অবস্থা কখনো হয়নি।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিষ্ঠুরতম শোষণ ও লুণ্ঠনই তার জন্য দায়ী।

দেশের এ চরমতম সংকটজনক অবস্থা পূর্ব বাংলার প্রতিটি জনগণের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের বিরুদ্ধে চরমতম ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব বাংলার জনগণের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাবেদার আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের এ নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের পাহাড় চেপে বসে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর কালো দিবস থেকে। ঐদিন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী বাহিনী আওয়ামী মীরজাফরদের সহায়তায় ঢাকাসহ পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়।

ঐদিন থেকেই পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ কায়েম হয়।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের শোষণ, লুণ্ঠন এবং নির্যাতন চিরদিন পূর্ব বাংলার জনগণ মুখ বুজে সহ্য করবেন না।

ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক থেকে চাকুরিজীবী, সেনাবাহিনী, শ্রমিক-কৃষক অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা প্রতিবাদ মিছিল, কোথাও কোথাও খাদ্য লুট, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের খতম করছেন।

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে নূরুল আমিন সরকারকে উৎখাত করেন।

১৯৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইউব খাঁকে উৎখাত করেন।

১৯৭১-এর মার্চের মহান গণঅভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ইয়াহিয়া সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাত করেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত পূর্ব বাংলার জনগণের প্রচণ্ড গণঅসন্তোষের অবশ্যই বিস্ফোরণ ঘটবে এবং আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে কবরস্থ করবে।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর, পুলিশ, বিভিন্ন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি

এবং পূর্ব বাংলার সকল জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছি–

আপনারা অতীতের গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে এগিয়ে আসুন, বাঙালী জাতি ও পূর্ব বাংলার জনগণকে বাঁচান। প্রকাশ্য বা গোপনে আপনারা নিজ নিজ এলাকায় **সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন** এবং নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করুন ঃ

– কমিটির নেতৃত্বে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করুন।

– খাদ্যদ্রব্যসহ সকল জিনিসের ভারতে পাচার বন্ধ করুন। পাচার হচ্ছে এরূপ দ্রব্য দখল করে জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিন।

– মজুতদারী, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরদের খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দখল করে জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করুন। এদেরকে শাস্তি বিধান করুন।

– সরকারি গুদাম, খাদ্য দখল করে বিনামূল্যে ক্ষুধার্তদের মাঝে বিতরণ করুন।

– স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্নদের থেকে চাঁদা, সাহায্য সংগ্রহ করে ক্ষুধার্তদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করুন।

– টাউট আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক, আত্মসাৎকারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে জনগণের মাঝে বিতরণ করুন, ঘৃণ্যদের চরম শাস্তি দিন।

– ভুখা মিছিল, প্রতিবাদ সভা, ঘেরাও, ধর্মঘট, হরতাল, অভ্যুত্থান, সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করুন।

– সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ঢাকাসহ পূর্ব বাংলা দখল এবং পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ কায়েমের প্রতিবাদে ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর হরতাল পালন করুন!

– অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যানবাহন, হাট-বাজার ইত্যাদি অর্ধদিবস বন্ধ রাখুন।

– মিটিং, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান, এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সমন্বয়ের মাধ্যমে আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক, দেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করুন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করুন ঃ

১। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের উৎখাত করা, তাদের কালো টাকা ও সম্পত্তি জাতীয়করণ করা, তাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা। তাদের মধ্যকার ঘৃণ্য খুনীদের চরম শাস্তি প্রদান করা।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বন্দী সকল দেশপ্রেমিকদের মুক্তি প্রদান, তাদের দেশ সেবার সুযোগ প্রদান।

কালোবাজারী, মজুতদারী, মহাজনী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরদের কঠোর হস্তে দমন করা।এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। মারাত্মক অপরাধীদের চরম শাস্তি প্রদান করা।

সীমান্ত সীল করা, ভারতে পাচার কঠোর হস্তে দমন করা। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সাথে স্বাক্ষরিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল প্রকার প্রকাশ্য, গোপন চুক্তি বাতিল করা। বিভিন্ন যৌথ কমিটি বাতিল করা।

সোভিয়েট-মার্কিনের সাথে স্বাক্ষরিত সকল অসম জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করা। বেরুবাড়ীসহ ভারতকে প্রদত্ত পূর্ব বাংলার সমগ্র ভূখণ্ড ফেরত আনা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে বজায় রাখা।

২। বাক-স্বাধীনতা, ভোট প্রদানের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও রাজনৈতিক কাজের স্বাধীনতা, মিটিং-মিছিলের স্বাধীনতা, পত্রিকা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা প্রদান করা।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচন করা। এ জাতীয় পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করবে।

সরকার এ জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

৩। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, অনাহারে মৃত্যু ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। ভূমি সংস্কার করা, নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের ভূমি বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ।

ব্যাপক জনগণকে সমাবেশিত করে বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধান করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য করা।

প্রতি ইঞ্চি অনাবাদী জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করা, খাদ্যদ্রব্যের অপচয়, মজুতদারী, চোরাকারবারী বন্ধ করা।

কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা।

এভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা।

৫। শিল্প কারখানায় আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের ও দালালদের কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষণা করা ও কঠোরভাবে বন্ধ করা।

– পূর্ব বাংলার শিল্প-কারখানা পরিচালনার জন্য শ্রমিক, কারিগরি ও প্রশাসকদের সমন্বয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা। অপচয়, শিল্প-কারখানার সম্পদ আত্মসাৎ, চোরাকারবারী, কাজে ফাঁকি ইত্যাদি বন্ধ করা।

ব্যাপক শিল্পায়ন করা।

কুটীর শিল্প ও হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষা করা ও সহায়তা করা।

দেশপ্রেমিক শিল্পপতিদের রক্ষা করা।

এভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। পর্যায়ক্রমে মূল্য কমিয়ে আনা।

৬। আমদানী-রফতানী বাণিজ্য জাতীয়করণ করা। ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা। আমদানী-রফতানীর ক্ষেত্রে দেশীয় প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া। আমদানী-

রফতানী ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করা। বিদেশী মুদ্রা পাচারকারী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী ও দুর্নীতিবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা।

৭। কালো টাকা ও সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ, বিদেশী শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান, চোরাকারবারী, পাচার, মহাজনী-মজুতদারীসহ সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতির অবসান, কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ, পণ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাত করা, বেকারত্বের অবসান, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক আহরণ, দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার, বৈদেশিক আমদানী কঠোরভাবে হ্রাস করা, বৈদেশিক রপ্তানী বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত হ্রাস করা। দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

৮। মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সত্যিকারের জনগণের স্বার্থের সেবক হিসেবে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে পুনর্গঠন করা। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য প্রাইভেট প্রকাশ্য ও গুপ্ত বাহিনী, গণবিরোধী বাহিনীসমূহকে বেআইনী করা। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের অস্ত্রধারী দলসমূহের ডাকাতি এবং অন্যান্য নির্যাতন বন্ধ করা।

এ ধরনের বাহিনীর ঘৃণ্যদের চরম শাস্তি দেওয়া।

সেনাবাহিনী কৃষি, শিল্প, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকবে, উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে।

তারা আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে রক্ষা করবে। সীমান্ত বন্ধ রাখবে, রাষ্ট্রবিরোধীদের দমন করবে।

সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য রাজনৈতিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, অগণতান্ত্রিক নিয়মকানুন বাতিল করা। সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে।

৯। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব বাতিল করা। সম্প্রসারণবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ও অশ্লীল সংস্কৃতি বে-আইনী করা।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা।

১০। শ্রমিক-মজুর ও বেসামরিক কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের চাহিদা পূরণ করা।

১১। নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতা ও সন্তানদের রক্ষা করা।

১২। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা, তাদের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করা, আহতদের চিকিৎসা, শারীরিক অক্ষমদের পুনর্বাসন করা।

১৩। সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রদান।

১৪। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের প্রশাসনের সাথে যুক্ত সৎ ও দেশপ্রেমিক কর্মচারীদের দেশ সেবার সুযোগ প্রদান করা, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ করা।

১৫। প্রবাসী বাঙালীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

১৬। পূর্ব বাংলায় অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

১৭। পূর্ব বাংলার জাতিগত সংখ্যালঘুদের পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমার মাঝে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, তাদেরকে দ্রুত উন্নতির ব্যবস্থা করা, বাঙালী শোষকদের অত্যাচার বন্ধ করা।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা।

ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত বিভেদ সৃষ্টিকারী, নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা।

১৮। শান্তি ও নিরপেক্ষতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইনসহ বিশ্বের নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করা।

বাঙালী জাতি ও জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাই সকল দেশপ্রেমিক জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে- বাঙালী জাতি ও জনগণকে বাঁচানো।

আসুন, আমরা আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তি আনয়ন করি, ক্ষুধার অবসান করি, চাকুরি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা বিধান করি, পূর্ব বাংলার জনগণকে বাঁচাই।

দলমত নির্বিশেষে প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্মরত সকল দেশপ্রেমিক বিরোধী রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির নিকট আমরা আবেদন জানাচ্ছি- আপনারা পূর্ব বাংলার জনগণের এ চরমতম সংকটজনক মুহূর্তে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত ক'রে পূর্ব বাংলার জনগণের বাঁচানোর কাজে শরীক হোন!

*** আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাত করুন।**

*** বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করুন। জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করুন।**

*** খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকুরি, বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন, শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করুন।**

*** বাঙালী জাতি ও জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন- তাদেরকে বাঁচান।**

*** সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করুন, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের উৎখাত করুন।**

*** বেরুবাড়ী ফিরিয়ে আনুন, ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে ভারতকে বাধ্য করুন।**

*** মজুতদারী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মহাজন, মুনাফাখোর, লাইসেন্স-পারমিটধারী, কালো টাকার মালিক আওয়ামী দষ্কৃতকারীদের উৎখাত করুন।**

▸ ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর কালো দিনে অর্ধদিবস হরতাল পালন করুন!

▸ অফিস-আদালত, কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, হাট-বাজার ইত্যাদি উভয় দিন অর্ধদিবস বন্ধ রাখুন!

- পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট– জিন্দাবাদ!
- পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি– জিন্দাবাদ!
- পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী– জিন্দাবাদ!
- সিরাজ সিকদার– জিন্দাবাদ!

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি

(ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, সিকিম, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং বার্মাকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া গঠিত।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইহা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব লাভ করেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এই দুই বৃহৎ শক্তি দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, একই সাথে এদেশসমূহে শোষণ-লুণ্ঠন অব্যাহত রাখা, জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা দখল প্রতিহত করার জন্য সহযোগিতা করছে। দক্ষিণ এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর নির্ভর করার *(জন্য)* দুই বৃহৎ শক্তি প্রথম থেকেই চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা দুই বৃহৎ শক্তির কাঁধে ভর ক'রে নিজেকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরি, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করা, তাদেরকে শোষণ-লুণ্ঠন করার চেষ্টা ক'রে আসছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণ ক'রে এবং সোভিয়েটের সহায়তায় পাকিস্তানকে বিভক্ত ক'রে পূর্ব বাংলায় নিজস্ব উপনিবেশ কায়েম করে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা নিজেকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহকে আণবিক ব্লাকমেইল করার জন্য আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

সে উন্মত্তভাবে সিকিমকে গ্রাস ক'রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকে চাপ প্রয়োগ ও ভাওতা দিয়ে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে ভারতকে সহায়তা করার সোভিয়েট উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট কর্তৃত্ব কায়েম করা।

কিন্তু বৃহৎ শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ভারতীয় অভিলাষের ফলে সোভিয়েটের দক্ষিণ এশিয়ায় কর্তৃত্ব স্থাপন ও প্রভাব বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে।

উপরন্তু ভারতীয় অর্থনীতির চরমতম সংকটজনক অবস্থা থেকে ভারতকে উদ্ধারে সহায়তা করার মত আর্থিক সঙ্গতি সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেই।

এ অবস্থার সুযোগ নেয়ার জন্য এগিয়ে আসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ভারতকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে স্বীকার ক'রে প্রভাবাধীন এলাকাকে মেনে নিয়ে ভারতকে মার্কিনের প্রভাবে নিয়ে আসার জন্য মার্কিনীরা সচেষ্ট হয়।

মার্কিন খাদ্য, পুঁজিবাদী ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আর্থিক সাহায্য দ্বারা ভারতকে সংকট থেকে উদ্ধার করার ভিত্তিতে ভারতকে মার্কিনের প্রভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা চলে। মার্কিনের এ প্রচেষ্টায় ভারতের সম্মতি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মার্কিনের এ প্রচেষ্টার অপর লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার পুলিশম্যান হিসেবে ভারতকে ব্যবহার করা [বিরাট দেশ, বিপুল জনসংখ্যা ও সম্পদ], এশিয়ান দিয়ে এশিয়ান পিটানো। দক্ষিণ এশিয়ায় বিপ্লব ঠেকাতে মার্কিন সৈন্যের সরাসরি উপস্থিতি এর ফলে প্রযোজ্য হবে না।

এ কারণেই মার্কিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফর করে।

পূর্বেও আমাদের সংগঠন উল্লেখ করেছে মার্কিনীরা ভারত-বাংলাদেশ উভয়কেই, এটা না হলে শুধু বাংলাদেশকে প্রভাবাধীনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

বর্তমান মার্কিন নীতির ফলে ভারত-বাংলাদেশ উভয়কেই মার্কিন প্রভাবে নিয়ে আসার সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে।

এ কারণে ভারত-বাংলাদেশ মার্কিনপন্থীদের মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন পদে বসায় ও রুশপন্থী বলে কিছু সংখ্যককে বিতাড়িত করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ও পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বজায় রাখার জন্য এবং সোভিয়েট নৌবহরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মার্কিনীরা দিয়াগো গার্সিয়াতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

মার্কিন, ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সহায়তায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ভারতকে কাশ্মীর প্রশ্নে ও পূর্ব বাংলার প্রশ্নে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে আপোস করতে হবে। অথবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ সকল প্রশ্নে ভারতীয় কর্তৃত্ব মেনে নিলে (তাদের বৃহত্তর স্বার্থে) পাকিস্তান বাধ্য হবে সোভিয়েটের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে বা চীনের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে।

ইতিমধ্যেই ভুট্টোর মস্কো সফর, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের প্রতি সোভিয়েটের শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাহার ইত্যাদি সোভিয়েটের নূতন নীতি ও মিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টার স্বাক্ষর।

দক্ষিণ এশিয়া নিয়ন্ত্রণে বৃহৎ শক্তির এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললেও আমাদের প্রধান শত্রু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ– এ পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকছে।

উপরন্তু পূর্ব বাংলার জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের লড়াই প্রতিহত করার প্রশ্নে সোভিয়েট-মার্কিন প্রচেষ্টার সমন্বয় যা অতীতে ঘটেছে– বর্তমানেও ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

দুই বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং উপ বৃহৎ শক্তি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দক্ষিণ এশিয়াকে শোষণ ও লুণ্ঠন, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যত অপচেষ্টাই করুক না কেন দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, জাতি ও জনগণ বিপ্লবের মাধ্যমে তা নস্যাৎ ক'রে দেবে।

☆

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

(ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

বর্তমান বিশ্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এই দুই বৃহৎ শক্তি হচ্ছে প্রথম বিশ্ব।

পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ইত্যাদি উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক দেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব-ইউরোপ ও মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ থাকায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব নেই।

চীন, আলবেনিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব রয়েছে।

এই তিন বিশ্ব পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ও দ্বন্দ্বপূর্ণ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে নিজেদের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং আবার সহযোগিতাও করছে।

তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকটাই প্রধান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান, মার্কিন ও সোভিয়েট এই দুই বৃহৎ শক্তির সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপনীত।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব মারাত্মক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে পতিত হয়েছে। তারা এ সংকট একে অপরের কাঁধে, নিজেদের জনগণের কাঁধে এবং তৃতীয় বিশ্বের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এর ফলে তারা সর্বত্র আরো ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বভুক্ত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহ সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জোরদার করছে।

ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওসের জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বিজয়, প্যালেস্টাইন ও আরব জনগণের ইসরাইলী ইহুদী জাতীয়তাবাদ বিরোধী সংগ্রাম, আরব জনগণের তৈলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সংগ্রাম, এ্যাঙ্গোলা-

মোজাম্বিক-গিনি বিসাউর জনগণের সংগ্রামের বিজয়, ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের সামুদ্রিক জলসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃতির জন্য সংগ্রাম ও তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রমাণ করছে তৃতীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাচ্চা বিপ্লবীরা বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকার সর্বহারা রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলছে।

সভাপতি মাও সঠিকভাবে বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

এটা খারাপ নয়, ভাল। এ বিশৃঙ্খলা বিপ্লবের জন্ম দেবে। শৃঙ্খলা শর্ত হিসেবে কাজ করছে।

দুই বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার দূরভিসন্ধির কারণে বিশ্বে বিশ্বযুদ্ধের আশংকা বিদ্যমান।

বিশেষ ক'রে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে অতর্কিতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে চীন সীমানায় একগুঁয়েভাবে বিপুল সৈন্য মোতায়েন করছে।

এ কারণে বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণি, জনগণের সতর্ক থাকতে হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারার বিরুদ্ধে।

তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রাম বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকাবে বা বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে।

কিন্তু বিপ্লবই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা। বিশ্বের দেশসমূহ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব।

☆